پیٹ کا قفل مدینہ

ক্ষুধার ফযীলত

Madani Guard
Of The Stomach

শায়খে ত্বরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরাতুল আল্লামা

মাওলানা মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী

মাদানী চ্যানেল
দেখতে থাকুন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ক্ষুধার ফযীলত

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০২-৭৫৪৯৮২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০৬৪৪৫৫০০৪৩৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সূচিপত্র

ক্ষুধার ফযীলত	০১
দুরূদ শরীফের ফযীলত	০১
পেটের কুফলে মদীনা কি?	০১
ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সহ্য করা	০২
জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী	০২
হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ	০৩
অনেক অনেক রাত উপবাস	০৫
আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর খাবার	০৫
এক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘটনা	০৬
পেটের উপর দুটি পাথর	০৬
সম্মানের সামগ্রী	০৭
প্রেমময় আবেগ	০৭
হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা	০৯
হযরত দাউদ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা	০৯
হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা	০৯
হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা	০৯
নবী করিম ﷺ এর ক্ষুধার কথা স্মরণে বিবি আয়িশা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর কান্না	১০
আশিকগণ ভেবে দেখুন	১১
ইসলামী বোনের ঘটনা	১২
দু'দিনে একবার খাওয়াকে পছন্দ করার বহিঃপ্রকাশ	১৩
দিনে একবার খাওয়া	১৪
দিনে তিনবার খাওয়া কেমন?	১৪
কুমন্ত্রণা	১৫
কুমন্ত্রণার প্রতিকার	১৫
রোযার মধ্যে এক ওয়াক্ত খাওয়া	১৬
রোযার মধ্যে একবার খাওয়া	১৭

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। (ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ)

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত। (আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

খুব বেশি পরিমাণে রোযা রাখুন	১৭
জমিন পরিমাণ স্বর্ণ	১৮
স্বর্ণের দস্তরখানা	১৮
প্রতিদিন তিনবার খাদ্য গ্রহণকারীর নিন্দা	১৯
খেজুর ও পানি খেয়ে দিন কাটানো	২০
সারা রাতের ইবাদত থেকে উত্তম	২১
ক্ষুধার ভান্ডার ও সেটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	২১
একটি হারাম লোকমার ধ্বংসলীলা	২৩
চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না	২৩
হারাম লোকদের শাস্তি	২৪
পরিপূর্ণ বক্ষ	২৪
চারটি উপদেশ	২৪
ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুর ভয়	২৪
দ্বীনের গিলাফ	২৫
ইবাদতের মিষ্টতা	২৬
কিয়ামতে কে ক্ষুধার্ত হবে?	২৭
সবুজ চামড়াধারী বুযুর্গ	২৮
জানাযাতে মিস্‌রী ও বাদাম বিতরণ করা হয়েছে	২৮
জানাযাতে মিসরী ও বাদাম বিতরণ করা হয়েছে	২৮
দুনিয়ার চাবি	২৯
কিয়ামতে কার পেট ভর্তি হবে?	২৯
কিয়ামতের কঠিন রোদ	৩০
নফস জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিল	৩০
ক্ষুধার দশটি উপকার	৩১
কিয়ামতের দিন যিয়াফত	৩২
জান্নাত ও দোযখের দরজা	৩৩
শরীরের সুস্থতা	৩৩
পেট ভরে খাওয়ার ছয়টি বিপদ	৩৪
শুকনো রুটি ও লবণ	৩৪
খাবার বিবেককে শেষ করে দেয়	৩৪

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

অন্তরের কঠোরতার কারণ	৩৫
সাতটি গ্রাস	৩৫
পেট পূর্ণ করার দূরাবস্থা	৩৫
স্বপ্নদোষের একটি কারণ	৩৬
শয়তান রক্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে	৩৬
দুটি নহর	৩৬
চল্লিশ দিনের উপবাস	৩৭
ছয়টি মাদানী ফুল	৩৭
পেটুক ব্যক্তি অপদস্ত হয়	৩৮
ক্ষুধার্ত থাকার তাগিদ কেন?	৩৮
আল্লাহ পাকের গোপন তদবীর থেকে ভয়হীন হওয়া কবীরা গুনাহ	৩৮
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ	৩৯
গুনাহকে ভাল মনে করা কুফরী	৪০
নবী করিম ﷺ এর দুআ	৪১
চল্লিশ হাজারের মধ্যে চারটি	৪১
সাতটি অন্ত্র	৪২
সাতটি অন্ত্রের উদ্দেশ্য	৪২
মুমিন ও মুনাফিকের খাবারের মধ্যে পার্থক্য	৪৩
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খাবার	৪৩
সাতটি মাদানী ফুল	৪৪
বার দিনে একবার ওযু	৪৪
মাদানী কাফিলার এক মুসাফির	৪৪
তিন দিনের উপবাস	৪৪
এক পেয়ালা দুধ ও সত্তরজন সাহাবা	৪৬
মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী	৪৯
ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত	৫১
ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ	৫১
অজানা ব্যথা	৫২

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

যদি ক্ষুধা কিনতে পাওয়া যেত!	৫৪
চতুর্দিকে খাবার ক্রয় করা হচ্ছে	৫৪
খাও, পান করো, জান বানাও!	৫৫
বেশি খাওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য	৫৬
ক্ষুধার মধ্যে শক্তি	৫৭
তাসাওউফ অর্জন	৫৭
আমি সবচেয়ে মন্দ	৫৭
ক্ষুধার কারণে পড়ে যেতেন	৫৮
অনেক দিনের ক্ষুধার্ত	৫৯
সারা বৎসর উপবাস	৫৯
পানাহার করা ব্যতীত মানুষ কতদিন জীবিত থাকতে পারে?	৬০
সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ খাবে?	৬১
অসুস্থ হৃদয়ের ঔষধ	৬১
এক হাজার বৎসর যাবত জীবিত পাখি	৬১
মশা উটকে হত্যা করে ফেলে	৬৩
মোটা মশা	৬৩
স্বাস্থ্যবান শরীরের বিপদ	৬৪
পেটুকের উপর গুনাহের আক্রমণ	৬৪
হালকা পাতলা শরীরের ফযীলত	৬৫
নারী পুরুষের ওজন কতটুকু হওয়া উচিত	৬৫
সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ওজন	৬৬
মোটা হওয়ার কারণ সমূহ	৬৬
যৌবনের সংজ্ঞা	৬৮
পিজার ক্ষতি সমূহ	৬৯
এক পিজা আহারকারীর ঘটনা	৭০
মোটা স্বাস্থ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়	৭২
প্রথমে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন	৭২
মেদ বিশিষ্ট শরীরের চিকিৎসা	৭৩
কোষ্ঠকাঠিণ্যের চারটি চিকিৎসা	৭৫

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

অসময়ে নিদ্রা আসার প্রতিকার	৭৬
মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা	৭৬
বেশি খাওয়াতে যে সকল রোগের সৃষ্টি হয়	৭৭
সুস্থ থাকার উপায়	৭৭
ক্ষুধার পরিচয়	৭৮
ক্ষুধার চেয়ে বেশি খাওয়া	৭৮
প্রত্যেকের খাদ্যের পরিমাণ এক রকম হয় না	৭৮
অধিক আহারকারীর মনে কষ্ট দেয়া হারাম	৭৯
পেট পূর্ণ করে পানি পান করা	৮০
পায়ে হাঁটুন	৮১
সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা	৮২
আমি খাবার খুব কম খাই	৮৩
কম আহার করার সতর্কতা	৮৪
কম খাওয়া উত্তম কিন্তু মিথ্যা বলা হারাম	৮৫
নফস কাকে বলে	৮৬
হৃদয়ের জন্য এক বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম	৮৭
শিয়ালের বাচ্চার আকৃতিতে নফস	৮৭
খাওয়ার জন্য বাঁচা	৮৮
রোগী রূপী ডাক্তার	৮৯
দাঁতের মাড়ির ক্যান্সার	৯০
নকল খয়ের এর ধ্বংসযজ্ঞ	৯১
খাবার স্বাদ শুধুমাত্র কণ্ঠনালী পর্যন্ত অনুভব হয়ে থাকে	৯১
মজদার গ্রাসের অদ্ভুত বাস্তবতা	৯২
হৃদয় বিগলীত ঘটনা	৯২
নিজের অবস্থা সম্পর্কে স্মরণদানকারী চাবুক	৯৩
আপনি কি কম খাওয়ার অভ্যাস গড়তে চান?	৯৪
জাহান্নামীদের খাবার	৯৫
সাপের বিষের পেয়ালা	৯৬
বড় ধরণের নে'মতের হিসাবও বড় হবে	৯৬

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

প্রতিটি নে'মতের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন	৯৭
জাহান্নামে ডুব দেয়া	৯৮
কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ার নিয়ম	৯৯
খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ উপায়	১০০
খাবার মিশিয়ে নফসের দমন	১০২
অন্যের উপস্থিতিতে কম খাওয়ার উপায়	১০৩
একাগ্রতা ইবাদত কবুল হওয়ার চাবিকাটি	১০৪
কম আহারকারীদের পরীক্ষা	১০৫
একেবারে ৪০ দিন পর্যন্ত কম আহার করুন	১০৬
কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার উপায়	১০৭
তিক্ত উপদেশ	১০৮
৫২ টি ঘটনা	১১০
১. সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ঘরে দা'ওয়াত :	১১০
২. মাদানী কাফিলা মসজিদ আবাদ করল	১১৩
৩. ৮০ জন সাহাবা ও সামান্য পরিমাণ খাবার	১১৪
৪. ৩০০ যোদ্ধার কুদরতি খানা	১১৮
৫. উম্মতের আমানতদার	১২০
৬. মাদানী কাফিলার আশ্চর্য কারামত	১২১
৭. ইয়াহইয়া عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও শয়তান	১২২
* পেটুক ইবাদতে স্বাদ পায় না	১২৩
৮. তাকওয়ার অবিশ্বাস্য কাহিনী	১২৪
৯. ভুনা ছাগল	১২৫
* খাবার যেন জামাআত তরকের কারণ না হয়	১২৬
* কুফরের উপর মৃত্যু হওয়ার ভয়	১২৭
১০. ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণ	১২৯
১১. আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী	১৩০
১২. মাদানী কাফিলার বরকতে হাত ভাল হয়ে গেল	১৩১
১৩. শীতকালীন রাতে ৪০ বার গোসল	১৩৩
১৪. মাটি থেকে খুঁজে খুঁজে পতিত টুকরা খাওয়া	১৩৪

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

১৫. কঠোরতার পর নম্রতা	১৩৭
১৬. প্রতিদিনের খাবার ১০টি মাত্র মুনাক্কা (বড় কিসমিস)	১৩৯
* মুনাক্কার আশ্চর্যজনক উপকার	১৩৯
* কিসমিসের পানি পান করা সুন্নাত	১৪০
* কাঁশির চিকিৎসা	১৪০
* লাল মুনাক্কার উপকারীতা	১৪১
১৭. বেগুনের আকাঙ্খা	১৪১
১৮. খুব খাও আর পান করো!	১৪২
১৯. খাওয়া ছাড়া শক্তি লাভ	১৪৩
২০. খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে গেলেন	১৪৪
২১. ওলীর সংস্পর্শের ফয়েয	১৪৫
২২. উত্তম সংস্পর্শে উত্তম মৃত্যু	১৪৭
২৩. মন্দ সহচর্যে মন্দ মৃত্যু	১৪৯
২৪. ক্ষুধার্ত বাঘের ঈসার	১৫০
* মুরগীর তাওয়াক্কুল	১৫১
২৫. তাওয়াক্কুলকারী যুবক	১৫২
২৬. রিযক নিজেই আহারকারীকে খুঁজছিল	১৫৩
২৭. উৎসাহী মুবাল্লিগ	১৫৫
২৮. ডিম রুটি	১৫৭
২৯. সাদা পেয়ালা	১৫৭
* কুমন্ত্রণা	১৫৮
* কুমন্ত্রণার প্রতিকার মূলক জওয়াব	১৫৮
* মর্যাদা অনুযায়ী পরীক্ষা	১৫৯
৩০. সর্বদা জ্বর	১৬০
* জ্বরের ফযীলত	১৬১
৩১. মসুরের ডালের চরম ফিস	১৬১
৩২. মাছের কাঁটা	১৬৩
* কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ফযীলত	১৬৪

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

* মুসীবতের রহস্য	১৬৪
৩৩. গাজর আর মধু	১৬৫
৩৪. ডুমুর ফল বের করে ফেললেন	১৬৫
৩৫. হালুয়া বিক্রেতা হালুয়ার লোকমা খাওয়ালেন	১৬৬
৩৬. মাংসের অকেজো হাড্ডি	১৬৭
৩৭. খাবার খাওয়ার তাকওয়া	১৬৭
* খানা খেয়ে কান্না করা উচিত	১৬৮
৩৮. শুকনো রুটির টুকরা	১৬৯
৩৯. আঙ্গুলের রগ থেকে সন্দেহযুক্ত খাবারের সংকেত	১৭০
৪০. আবিদ ও আনার গাছ	১৭০
৪১. সুলতান মাহমুদ ও আয়ায আর তিক্ত শশা	১৭১
৪২. খ্রীষ্টান পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ	১৭৩
৪৩. ২০ বছর যাবত মাছ ভাতের বাসনা দমন	১৭৪
৪৪. অন্তরের জন্য লাভজনক	১৭৫
৪৫. জান্নাতের ওলীমা	১৭৫
৪৬. রৌদ্রে শুকানো আটা	১৭৬
৪৭. ৪০ বৎসর যাবত দুধ পান করেন নি	১৭৭
৪৮. গোস্ত-রুটি	১৭৭
৪৯. ভয়াবহ ধূলাঝড় এর নিজের নফসকে দায়ী করলেন	১৭৮
৫০. সবুজ পেয়ালা	১৭৯
* ঈমানের সাথে মৃত্যুর আমল	১৮১
৫১. নফসের সাথে কথোপকথন	১৮১
৫২. সবজী খাব না	১৮২
* দরসের মাদানী ফুল	১৮৩

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ক্ষুধার ফযীলত

শয়তান বাধা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ চেষ্টা করবে কিন্তু আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে, সামর্থানুযায়ী আমল করে শয়তানকে পরাজিত করে দিন।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

নিশ্চয়ই পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়। তাই আমার উপর অতি উত্তম পন্থায় দুরূদে পাক পাঠ কর।

(মুসান্নফে আব্দির রায্যাক, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪, হাদীস নং-৩১১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

পেটের কুফ্লে মাদীনা কি?

নিজের পেটকে হারাম খাবার থেকে বাঁচানো এবং হালাল খাবারও ক্ষুধার তুলনায় কম খাওয়াকে "পেটের কুফ্লে মাদীনা" বলে। পেটে কুফ্লে মাদীনা (মাদানী তালা) লাগানোর আগ্রহীদের জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সুস্থ থাকার এ বাণীটি উত্তম নির্দেশনামূলক। যেমন-তিনি বলেন, "খাওয়ার আগে ক্ষুধা থাকা আবশ্যক। যে কেউ খাবার শুরু করার সময়েও ক্ষুধার্ত ছিল এবং ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিল সে কখনো ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হবে না। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

یا اِلٰہی! پیٹ کا قُفلِ مدینہ کر عطا عَزَّوَجَلَّ
از پئے غوث و رضا کر بھوک کا گوہر عطا رَحِمَہُمَااللّٰہُ

ইয়া ইলাহী! পেট কা কুফ্‌লে মদীনা কর আতা,
আয পায়ে গউছো রযা কর ভূখ কা গাওহর আতা।

ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সহ্য করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেট ভরে খাওয়া মুবাহ্ অর্থাৎ জায়িয। তবে "পেটের কুফ্‌লে মদীনা" লাগিয়ে অর্থাৎ নিজ পেটকে হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করা হতে বাঁচিয়ে হালাল খাবারও ক্ষুধা থেকে কম খাওয়াতে দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত উপকার রয়েছে। খাবার না থাকা অবস্থায় বাধ্য হয়ে ক্ষুধার্ত থাকার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই, বরং ঘরে পর্যাপ্ত খাবার থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধা সহ্য করাটাই বাস্তবিক পক্ষে একটি প্রশংসনীয় কাজ। যেমন-বর্ণিত আছে, মদীনার তাজদার, দো-জাহাঁকে মালিকো মুখতার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সহ্য করতেন।"

(শু'উবুল ঈমান, খন্ড-৫, পৃ-২৬, হাদীস নং-৫৬৪০)

لوٹ لے رَحمت، لگا قفلِ مدینہ پیٹ کا
پائے گا جنّت، لگا قُفلِ مدینہ پیٹ کا

লুটলে রহমত, লাগা কুফলে মাদীনা পেট কা,
পায়ে গা জান্নাত, লাগা কুফলে মাদীনা পেট কা।

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী

জানা গেল, ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সহ্য করা আমাদের মাক্কী-মাদানী আকা, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই প্রিয় সুন্নাত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আর সুন্নাতের মহত্ত্বের কথা কি বলব! স্বয়ং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।" (মিশকাত শরীফ, পৃ:-৩০)

আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে-

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ 'তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ আপন পার্থিব জীবনেই নিশ্চিহ্ন করে বসেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তিই বিনিময় দেয়া হবে।

(সুরা-আহক্বাফ, পারা-২৬, আয়াত-২০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ

খলীফায়ে আ'লা হযরত মুফাস্সিরে কুরআন, হযরত সাদরুল আফাযিল আল্লামা মওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাযাইনুল ইরফানে এ আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণের কারণে কাফিরদেরকে তিরস্কার করেছেন, তাই নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হুযূরের সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে, হুযূর সায়্যিদি আ-লম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্থিব জীবনে হুযূর এর আহ্‌লে বাইতে আতহার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان (পরিবারবর্গ) কখনো জবের রুটিও একাধারে দু'দিন খাননি।

এটাও হাদীসে পাকে রয়েছে যে, সম্পূর্ণ মাস চলে যেত, দওলতে সারা-য়ে আক্বদাসের (অর্থাৎ- উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র ঘরের) চুলাতে আগুন পর্যন্ত জ্বলতনা। সামান্য খেজুর ও পানির মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করতেন। হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হে লোকেরা! আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে ভাল খাবার খেতে পারতাম, আর তোমাদের থেকে উত্তম পোষাক পরিধান করতে পারতাম, কিন্তু আমি আমার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই।

(খাযাইনুল ইর্‌ফান, পৃষ্ঠা-৯০৭)

کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا اٹا روڑی بھی موٹی
وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلّی اللہ علیہ وسلّم
کون و مکاں کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر
فاقے سے ہیں سرکارِ دو عالم صلّی اللہ علیہ وسلّم

খানা-তো দেখো জাও কি রুটি, বে-চনা আটা রুটি ভি মুটি,
উও ভি শেকম ভর রৌজ না খানা صلّی اللہ علیہ وسلّم
কওনো মকাকে আ-কা হো কর, দোনো জাহাকে দা-তা হো কর,
ফাকে ছে হে ছারকারে দো আলম صلّی اللہ علیہ وسلّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

অনেক অনেক রাত উপবাস

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ইরশাদ ফরমান, "শাহানশাহে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কয়েক রাত একাধারে উপবাস থাকতেন। তাঁর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র ঘরের বাসিন্দাদের নানে-সাবীনা (অর্থাৎ- রাতের রুটি) খাওয়ার সুযোগ হতো না এবং অধিকাংশ সময় জবের রুটি খেতেন। (জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৬০, হাদীস নং - ২৩৬৭)

আহ্‌লে বাইত عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর খাবার

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জবের পরিবর্তে নিজের লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। আর আমি জবের রুটি ও তরল চর্বি নিয়ে নবিয়্যে রহমত, শফীয়ে উম্মত, শাহানশাহে নুবুওয়াত, তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন আমি তাঁকে صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটা বলতে শুনেছি যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তার পরিবারের না কখনো সকালে এক সা' পরিমাণ (অর্থাৎ-প্রায় পৌনে তিন কেজি) খানা লাভ হয়েছে না সন্ধ্যায়।" আর, রসূলে আরবী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গ নয়টি ঘরে অন্তর্ভূক্ত ছিল। (সহীহ্ বুখারী, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৫৮, হাদীস নং - ২৫০৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা ঐ হাবিবে খোদা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতম অবস্থা, যাঁর মুবারক হাতে উভয় জাহানের ভান্ডারের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আমার মক্কী মাদানী আক্বা, মীঠে মীঠে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দারিদ্র্যতাপূর্ণ অবস্থা অবলম্বন স্বেচ্ছায় ছিল। অন্যথায় আল্লাহর কসম! (সৃষ্টি জগতে) যে যা-ই লাভ করে তা তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাদকাতেই লাভ করে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর নিকট নূরে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়য পৌঁছে থাকে। যেমন -

এক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘটনা

একজন আল্লাহ্‌র ওলী এক টুকরো রুটি খাওয়ার জন্য হাতে নিলেন। অতঃপর তাতে যখন তিনি রূহানিয়্যাতের দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে দেখলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, ঐ টুকরোর সাথে একটি নূরের তার যুক্ত রয়েছে। প্রথমেতো ঐ একটি রশ্মিই দেখা গেল, এরপর গভীরভাবে দেখাতে জানা গেল যে, হুযূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের রশ্মিসমূহ দুনিয়ার প্রতিটি নে'মতে পৌঁছে যাচ্ছে। (আল্ আবরীয, পৃষ্ঠা - ২২৯)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

کیا نورِ اَحمدی کا چمن میں ظُہُور ہے

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ہر گُل میں ہر شجر میں محمد کا نُور ہے

কিয়া নুরে আহমদী কা চমন মে জুহূর হে

হার গুল মে হার শজর মে মুহাম্মদ কা নূর হে।

পেটের উপর দু'টি পাথর

হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালহা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইরশাদ করেন, "আমরা মক্কা-মদীনার শাহানশাহ্ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল দরবারে ক্ষুধার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম, আর নিজেদের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম। আর তখন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র পেটের উপর থেকে কাপড় মুবারক সরালেন, তখন দেখা গেল তাতে দু'টি পাথর বাঁধা রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তিরমিযী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, এ পাথর ক্ষুধার যন্ত্রনা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে পেটে বাঁধা হতো। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা - ১৬৯, হাদীস নং - ৩৭২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ پتّھر باندھیں

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ہم غلاموں کو ملیں خوان مدینے والے

আ-প ভূকে রহে আওর পেট পে পাত্তর বান্ধে,

হাম গোলামু কো মিলে খানে মদীনে ওয়ালে।

সম্মানের সামগ্রী

হযরত আবূ বুজাইর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা তাজদারে রিসালাত, শাহানশাহে নুবুওয়াত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই ক্ষুধার্ত হলেন, তখন তিনি একটি পাথর নিয়ে পবিত্র পেটে বেঁধে নিলেন আর বললেন, সাবধান! অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যারা দুনিয়াতে ভাল খাবার গ্রহনকারী আর আনন্দময় জীবনযাপনকারী, কিন্তু জেনে রাখ কিয়ামতের দিন (তারাই) ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবে। সাবধান! অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যারা নিজেকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় রয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা অপমানের সামগ্রীই তৈরী করছে। সাবধান! অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যারা নিজেকে লোকের দৃষ্টিতে অপদস্ত রাখে, কিন্তু আসলে এটা তাদের জন্য সম্মানের সামগ্রী। (আল্ মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়্যাহ্, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা - ১২৩)

প্রেমময় আবেগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নাবিয়্যে রহমত, তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদার উপর আমাদের জান কোরবান হোক! তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষুধাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আর হায়! আমাদের মত রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের দাবীদার কিছু এমনও রয়েছি যে, যদি খাবার তৈরী হতে সামান্য দেরী হয় অথবা খাবার যদি আমাদের স্বাদ গ্রহনকারী নফসের পছন্দ মত না হয় তবে পরিবারের লোকদের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

উপর বিরক্ত হয়ে যাই। হায়, এমন যদি হত! আমাদেরও ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধার্ত থাকার এবং ক্ষুধার তীব্রতার কারণেই সুন্নাতের নিয়্যতে কোন কোন সময় নিজেদের পেটে পাথর বাঁধার সৌভাগ্য নসীব হতো!

হায়! এমন যদি হত! শত কোটি আফসোস! আশিকে মদীনা (লেখক) মানুষ না হয়ে যদি প্রিয়তম মাহ্বূব নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলির কোন পাথর হতাম, আর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে গলি অতিক্রম করতেন আর সৌভাগ্যের বিষয় হতো! যদি কোন কোন সময় বরকতময় কদমগুলোর পবিত্র তলা গুলো চুমু দেয়ার সুযোগ পেতাম! আমার সাধ্যে এমন সাহসতো নেই যে, পবিত্র পেটে বাধার জন্য আশা করবো, কিন্তু আকাঙ্খা! শত কোটি আকাঙ্খা! কখনো যদি এমনও হয়ে যেত যে, "ক্ষুধার ব্যাকুলতাকে" অনুমতি প্রদান করে আমি গরীবের সাথে মিলিত কোন সৌভাগ্যশালী পাথরকে পবিত্র পেটের বিশেষ নৈকট্য প্রদানের ইচ্ছায় আমার মাদানী মাহ্বূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার প্রতি নিজের নূরানী হাত বাড়াতেন, আর সে অবস্থায় আমাকে হুজুরের পবিত্র হাত মোবারকে চুমু দেয়ার সৌভাগ্য দান করতেন .....। আহা! আহা! আহা! .....

میں کہاں اور کہاں اُن کا وُجُودِ مسعود
میری اَوقات ہی کیا اُن پہ ہوں سو لاکھ دُرُود

মাই কাহা আওর কাহা উনকা উজুদে মাসঊদ,
মেরি আওকাত হী কিয়া উনপে হো ছো লাখ দুরূদ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যখন মাদ্ইয়ান (মাদায়েন) এর কূপের নিকট আগমণ করলেন তখন দুর্বলতার কারণে সবজীর তরকারী তাঁর মুবারক পেটের বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হতো। (শামায়িলে রসূল, অনুদিত পৃষ্ঠা-১২১)। আর যে চল্লিশ দিন আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, এই সময়ের মধ্যে عَلَيْهِ السَّلَام কিছু আহার করেননি।

(ইহইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯১)

হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সায়্যিদুনা কাযী আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পোষাক পশম দ্বারা এবং বিছানা লোম দ্বারা তৈরী ছিল। তিনি পবিত্র জবের রুটি লবণ দিয়ে আহার করতেন।

(শামায়িলে রসূল, অনুদিত পৃষ্ঠা - ১২১)

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের জন্য কোন ঘর তৈরী করেননি। যেখানে ঘুম এসে পবিত্র কদমে চুমু দিত সেখানে আরাম করে নিতেন। লোম দিয়ে তৈরী পোষাক পরিধান করতেন আর গাছের পাতা আহার করতেন। (প্রাগুক্ত)

হযরত ইয়াহ্ইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর খাবার ছিল ভেঁজা ঘাস। আল্লাহ্র ভয়ে এরূপ কাঁদতেন যে, পবিত্র চেহারায় চোখের পানির দাগ বসে গিয়েছিল। (প্রাগুক্ত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

فاقۂ انبیاء کے صدقے میں
لذّتِ نَفس سے بچا یا ربّ! عزوجل
ফাকায়ে আম্বিয়া কে সদকে মে,
লজ্জতে নফস ছে বাঁচা ইয়া রব!

নবী করিম ﷺ এর ক্ষুধার কথা স্মরণে বিবি আয়িশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কান্না

হযরত সায়্যিদুনা মাসরূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, একদিন আমি উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন আর বলতে লাগলেন, “আমি যখন কখনো পেট ভরে খাবার খাই তখন আমার মন কেঁদে উঠে, আর আমি অঝোড়ে কাঁদতে থাকি।” আমি বললাম, কেন? বললেন, “কারণ এটা আমাকে আমার সারতাজ, সাহিবে মি’রাজ হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঐ অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়, যে অবস্থায় তিনি আমার থেকে দূরে চলে গেছেন। (ঐ অবস্থাটি হল) কখনই তাঁর দিনে দু’বার রুটি অথবা মাংস দিয়ে পেট ভরে খানা খাওয়ার সুযোগ হয়নি।” (জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৫৯, হাদীস নং-২৩৬৩)

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
عائشہ صِدِّیقہ روتی تھیں نبی کی بھوک پر
ہائے! بھرتے ہیں غذائیں ہم شِکم میں ٹھونس کر

আয়েশা সিদ্দিকা রোতি থি নবীকি ভূক পর,
হায়! ভরতে হে গিজায়ে হাম শেকম মে ঠূস কর।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আশিকগণ ভেবে দেখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ইশ্‌কে রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমন ছিল যে, যদি কখনো পেট ভরে খাবার খেয়েও নিতেন, তবে হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় কান্না করতে থাকতেন। আর হায়! অন্য দিকে আমরা গুনাহ্‌গারদের অবস্থা এ যে, কণ্ঠনালী পর্যন্ত খুব ভালভাবে পেট ভরে খেয়ে নেয়ার পরও কিন্তু মন ভরে না। মনে রাখবেন! যখনই আল্লাহ্ ওয়ালাগণের পেট ভরে খাওয়ার বর্ণনা সমূহ পাবেন, তখন এ থেকে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার খাওয়াই বুঝবেন। আমাদের পেট ভরে খাওয়া আর তাঁদের পেট ভরে খাবার খাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

کارِ پاکاں را قیاس از خود مگیر

কারে পা কা-রা কিয়াস আয খূদ মাগীর।

অর্থাৎ বুযুর্গানে দ্বীনের কার্যাবলীকে নিজের কাজের মত মনে করিও না।

আমাদের ইসলামী বোনদেরও উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর গমে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (অর্থাৎ-হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য ভালবাসা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যদি ইসলামী বোনেরা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর নিজ এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং মাদানী ইনআমাত এর উপর আমল করে ফিকরে মদীনার মাধ্যমে প্রতিদিন রিসালা পূরণ করে নিজেদের যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা দিতে থাকেন তবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই সফলতা অর্জন করবেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোনের আবেগ পূর্ণ ঘটনা শুনুন, যেমন -

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

ইসলামী বোনের ঘটনা

সান্‌গাট বাবুল ইসলাম, সিন্ধ প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের শপথমূলক বর্ণনা যে, আমার বোন বিনতে আবদুল গাফ্‌ফার আত্তারীয়্যা কষ্টদায়ক রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। আর আস্তে আস্তে তার অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। ডাক্তারদের পরামর্শে অপারেশন করানো হলে শারীরিক অবস্থার তখনকার মত কিছুটা উন্নতি ঘটল। কিন্তু প্রায় এক বৎসর ভাল থাকার পর পুনরায় রোগ প্রচন্ডভাবে বেড়ে গেলে সাথে সাথে রাজপুতানাহ্ হাসপাতালে (হায়দ্রাবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধ) ভর্তি করে দেয়া হলো। এক সপ্তাহ হাসপাতালে রইলো কিন্তু অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে আরো অবনতি ঘটল। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন তিনি উচ্চ স্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়া শুরু করলেন। কখনো কখনো মাঝখানে

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

وَعَلٰى اٰلِكَ وَاصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ও পাঠ করছিলেন।

উচ্চ স্বরে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ এর ওয়াযীফা পাঠ করতে থাকলে সম্পূর্ণ কামরায় মধুর আওয়াজ শুরু হতে থাকত। ঈমান তাজাকারী অদ্ভুত ছিল এই দৃশ্য। যে তাঁকে দেখতে আসত, সে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে তাঁর সাথে আল্লাহ্ পাকের যিক্‌র শুরু করে দিত। ডাক্তার ও হাসপাতালের কর্মচারীরা এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তাদের ধারণা হল এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মক্ববুল বান্দী হবেন। কেননা আমরাতো আজ পর্যন্ত রোগীদের চিৎকারই শুনে আসছি, কিন্তু এ রোগী দেখছি অভিযোগ, আপত্তির পরিবর্তে একাধারে আল্লাহ্ পাকের যিকরের মধ্যে মশগুল রয়েছেন। আনুমানিক বার ঘন্টা পর্যন্ত এ অবস্থা স্থায়ী ছিল। মাগরিবের আযানের সময় এভাবে উচ্চস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করতে করতে তাঁর রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদেরও ক্ষমা হোক। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা মরহুমার কাজে এসে গেল। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলো। খোদার কসম! ঐ ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যে এ দুনিয়া থেকে কালিমা পাঠ করতে করতে বিদায় নিতে পারে। নবিয়্যে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী, "যার শেষ বাক্য لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله (অর্থাৎ কালিমায়ে তায়্যিবা) হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(আবূ দাঊদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৩২, হাদীস নং-৩১১৬)

দু'দিনে একবার খাওয়াকে পছন্দ করার বহিঃপ্রকাশ

আমাদের প্রিয় আকা, মাদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ক্ষুধা ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিল। যেমন - হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতিপালক আমার জন্য এটা পেশ করলেন যে, আমার জন্য মক্কা শরীফের পাহাড় গুলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দিবেন। কিন্তু আমি আরয করলাম, ইয়া আল্লাহ্! আমার নিকটতো এটাই পছন্দনীয় যে, যদি একদিন খাব আর অন্যদিন ক্ষুধার্ত থাকব, যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন তোমার নিকট কান্না-কাটি করব আর তোমাকে স্মরণ করব এবং যখন খাব তখন তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আর তোমার প্রশংসা করব।" (জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৫৫, হাদীস নং-২৩৫৪)

سلام اُن پر شکم بھر کر کبھی کھانا نہ کھاتے تھے
سلام اُن پر غمِ اُمّت میں جو آنسو بہاتے تھے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সালাম উন পর শেকম ভরকর কভী খানা না খাতে তে,
সালাম উন পর গমে উম্মত মে জু আছু বাহাতে তে।

দিনে একবার খাওয়া

দিনে একবার খাওয়া সুন্নাত। যেমন - হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যেদিন সকালে খাবার খেতেন, তখন সন্ধ্যায় খাবার খেতেন না। আর যদি সন্ধ্যায় খেয়ে নিতেন তবে সকালে খাবার খেতেন না। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠা-৩৯, হাদীস নং - ১৮১৭৩)

দিনে তিনবার খাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এখানে প্রায়ই দিনে তিনবার খাবার খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। যদিও এটা গুনাহ্ নয় কিন্তু আবার তা সুন্নাতও নয়। পানাহারের আগ্রহই এ নিয়ম প্রচলন করেছে। একথা হৃদয়ে গেঁথে নিন যে, যে যত বেশি খাবে কিয়ামতের দিন হিসাবও তার দায়িত্বে তত বেশি হবে। প্রতিদিন একবার খাওয়া আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে আদিয়্যাহ্ (অভ্যাসগত সুন্নাত)। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এ সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی দিনে শুধুমাত্র একবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ এ সুন্নতের উপর আমল না করে তবে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। ঐ সব আশিকানে রসূল যারা সুন্নাতের প্রতি খুবই আন্তরিকতা পোষণ করেন আর পদে পদে সুন্নাতের কথা বলে থাকেন, তাদের জন্য এতে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যারা দিনে চার বা পাঁচবার খাবার খান তাদের জন্য অবশ্যই এটা আফসোসের বিষয়। এ ধরনের মানুষের কমপক্ষে পার্থিব জীবনে এ ক্ষতি অবশ্যই হয়ে থাকে যে, তারা প্রায়ই পেটের সমস্যার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা বলেন, সুলতানে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াবী জীবনের পরিসমাপ্তির পর সর্ব প্রথম যে বিদআত সৃষ্টি হয়েছে তা হলো পেট ভরে খাবার খাওয়া। যখন মানুষের পেট ভরে খায় তখন তাদের নফ্স দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। (এ বাণীর মধ্যে বিদআতে মুবা-হা অর্থাৎ বৈধ বিদআত সম্পর্কে বলা হয়েছে)।

(কূতুল কুলূব, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৩২৭)

কুমন্ত্রণা ঃ একদিকে রয়েছে একবার খাওয়া সুন্নাত আর অপরদিকে বলা হয়েছে সাহারী এবং ইফতারও সুন্নাত। এক্ষেত্রে তো দু'ওয়াক্ত খেতে হয়। এর সমাধান কি?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ নিশ্চয় সাহারী ও ইফতার করা সুন্নাত। "ইফতার" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "রোযা খোলা"। সুতরাং যদি কেউ একটি বুটও খেয়ে নেয় তবে তার ইফতার হয়ে গেল। কিন্তু এ দুই সময়ে পেট ভর্তি করে খাওয়া সুন্নত নয়। দুই একটি খেজুর কিংবা এক ঢোক পানির মাধ্যমেও সাহারী ও ইফ্তার করা যায়। যে খাদ্যকে প্রচলিত নিয়মানুসারে "খাবার" বলা হয় তাহল, রুটি বা (ভাত) এর সাথে তরকারী মিলিয়ে খাওয়া। এ ধরনের খাবার যদি কেউ দিনে একবার খেয়ে নেয় আর ঐ দিনেই আরো তিনবার একটি করে খেজুরও খেয়ে নেয় অথবা এককাপ করে চা পান করে নেয় তাহলে তার ব্যাপারে কেউ এটা বলবে না যে, সে চারবার খাবার খেয়েছে বরং এটাই বলবে যে, সে শুধুমাত্র একবার খাবার খেয়েছে। তাই ইফতার এক বা আধা খেজুর অথবা পানির মাধ্যমে সম্পন্ন করে আর সাহারীতে প্রচলিত নিয়মানুসারে খাবার খেয়ে সাহারী ও ইফতারের সুন্নাত আদায় করে নেয় তাহলে এ উপায়ে উক্ত সুন্নাত পালনের সাথে সাথে দিনে একবার খাওয়ার সুন্নাতও আদায় করে নেয়া যেতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

"ইফতার" এ লোকেরা যাতে পেট ভর্তি করে "ফল-মুল, বুট ভাজি, পিঁয়াজু ও বেগুনী" ইত্যাদি খেতে পারে সেজন্য আজ-কাল রমযানুল মুবারক মাসে প্রায় মসজিদে মাগরিবের নামাযের জামাআ'ত দেরীতে হয়ে থাকে।

তাই যদি কেউ ইফ্তারে কয়েকটি খেজুর, ফল-মুল, পিঁয়াজু বা বেগুনী ইত্যাদি খেয়ে নেয় তাহলে তা তার জন্য এক ওয়াক্তের খাওয়া হয়ে গেল। কারণ খাবার শুধু কোরমা, রুটি, পোলা ভাত খেলে যে খাবার হয় তা নয়, প্রয়োজন পরিমাণ ফলমূল খেয়ে নিলে এই অবস্থায়ও খাবার খাওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে। এখন যদি সাহরীতে প্রয়োজন পরিমাণ খাবার খাওয়া হয় তবে দু'ওয়াক্ত খাবার খাওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাহারী ও ইফ্তারের নিয়ম লক্ষ করুন। যেমন

রোযায় এক ওয়াক্ত খাওয়া

হযরত মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন মীরাটী সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি রমযানুল মুবারকের বিশ তারিখ থেকে ইতিকাফ গ্রহণ করেছি। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেদিন মসজিদে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইচ্ছা হয় যে আমিও ই'তিকাফ করি। কিন্তু (দ্বীনি কাজে ব্যস্ততার কারণে) অবসর পাওয়া যাচ্ছে না।"

অবশেষে রমযানুল মুবারকের ২৬ তারিখ তিনি বললেন, "আজ থেকে আমিও মু'তাকিফ অর্থাৎ ইতিকাফকারী হয়ে যাচ্ছি।" মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন মীরাটী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "সন্ধ্যায় (খেজুর ইত্যাদির মাধ্যমে রোযার ইফ্তার তো করে নিতেন কিন্তু) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে খাবার খেতে আমি কোন দিন দেখিনি। সাহারীতে শুধু একটি ছোট্ট পেয়ালায় এক পেয়ালা ফিরনী

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আর একটি পেয়ালায় চাটনী আসত, তাই তিনি খেয়ে নিতেন।" একদিন আমি জিজ্ঞাস করলাম, "হুযূর! ফিরনী ও চাটনী একত্রে খাওয়ার কারণ কি?" তিনি বললেন, "লবণ দ্বারা খাওয়া শুরু করা এবং লবণ দ্বারাই শেষ করা সুন্নাত, এজন্য চাটনী আসে। (হায়াতে আ'লা হযরত, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৪১)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَل সুন্নাতের অনুসারী, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ মিষ্টি ফিরনীর আগে ও পরে এজন্য লবণাক্ত চাটনী ব্যবহার করতেন, যেন খাওয়ার শুরু ও শেষে লবণ ব্যবহারের সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। খাবার আগে ও পরে লবণ (অথবা লবণাক্ত কোন খাবার) খেলে ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়।

یا اِلٰہی! مجھ کو بھی کر بھوک کی نعمت عطا عَزَّوَجَلَّ
از طفیلِ سیّدی و مُرشِدی احمد رضا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

ইয়া ইলাহী! মুঝ কো ভী কর ভূক কি নে'মত আতা,
আয তুফাইলে সায়্যিদি ও মুর্শিদি আহমদ রযা।

রোযার মধ্যে একবার খাওয়া

বাছাইকৃত হাদীস শরীফ সমূহের সমষ্টি "রিয়াযুস সা-লিহীন"-এর রচয়িতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া শারাফুন্ নাওয়াভী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ সর্বদা রোযা রাখতেন। তিনি শুধুমাত্র একবার অর্থাৎ ই'শার নামাযের পর খাবার খেতেন এবং শুধু পানি পান করে সাহারী করে নিতেন আর রাত্রে শুধুমাত্র কিছুক্ষণ আরাম করতেন। (রিয়াযুস্সালিহীন'র ভূমিকা, অনুদিত পৃষ্ঠা-১২)

খুব বেশি পরিমাণে রোযা রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়, মাতা-পিতা ইত্যাদিও অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমাদের খুব বেশি পরিমাণে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

নফল রোযা রাখা উচিত। কেননা অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এরূপ করেছেন। এমনটি করলে প্রতিটি মূর্হুতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হবে আর সারাদিন পানাহার করা থেকেও বেঁচে থাকবেন এবং পেটে কুফ্‌লে মদীনা লাগানোও খুব সহজ হবে। তবে সাহারী ও ইফতারে কম খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিজের মধ্যে নফল রোযার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ফয়যানে রমযান হতে "নফল রোযার ফযীলত" নামক অধ্যায়টি পড়ে নিন অথবা শুনে নিন। কেননা গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য এর শাস্তি ও নেক আমলের মন-মানসিকতা সৃষ্টির জন্য এগুলোর ফযীলত সম্পর্কে জানা খুবই উপকারী। এখন রোযার একটি ফযীলত শুনুন আর আন্দোলিত হোন।

জমি পরিমাণ স্বর্ণ

আল্লাহর মাহ্‌বূব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎসাহমূলক বাণী , "যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে আর জমিন পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবু সেটার সাওয়াব পূর্ণ হবে না। সেটার সাওয়াবতো কিয়ামতের দিনই পাবে।" (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা - ২৫৩)

স্বর্ণের দস্তরখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবুদ্ দারদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বাণী হচ্ছে, "কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য আ'রশে'র নীচে স্বর্ণের দস্তরখানা বিছানো হবে। যাতে মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত খচিত থাকবে। তাতে জান্নাতী ফল-মুল, জান্নাতী পানীয় ও বিভিন্ন প্রকারের খাবার বাছাইকৃত থাকবে। রোযাদারগণ (সেগুলো) খাবেন আর স্বাদ উপভোগ করবেন। যখন অন্য সব মানুষ কঠিন হিসাব-নিকাশ দিতে ব্যস্ত থাকবে। (আল বুদুরুস্‌সা-ফিরাহ্, পৃষ্ঠা-২৬০)

عَزَّوَجَلَّ

فضلِ ربّ سے راحتوں کا حشر میں سامان ہے
روزہ داروں کیلئے سَونے کا دستر خوان ہے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

ফযলে রবছে রাহাতু কা হাশর মে ছামান হে,
রোযাদারু কেলিয়ে সাওনে কা দস্তরখান হে।

প্রতিদিন তিনবার খাদ্য গ্রহণকারীর নিন্দা

হযরত সায়্যিদুনা সাহ্ল বিন আবদুল্লাহ্ তুশতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, "দিনে একবার খাওয়া কেমন?" বললেন, "এটা সিদ্দিকীনদের (যাঁরা আওলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শ্রেণীর তাঁদের) খাবার।" আরয করল, "দিনে দু'বার খাওয়া কেমন?" তিনি বললেন, "এটা মু'মিনগণের খাবার।" আরয করল, "যদি কেউ দিনে তিনবার খায় তাহলে কেমন?" বললেন, "এ ধরণের লোকের পরিবারের সদস্যগণের উচিত যে, তাকে নিয়ে পশুশালায় রেখে দেয়। (যেখানে জীব-জন্তুর ন্যায় সর্বদা পানাহারে রত থাকতে পারবে।)

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদুনা সাহ্ল বিন আবদুল্লাহ্ তুশতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সিদ্দীকীন আওলিয়াগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি কোন কোন সময় বিশদিন পর্যন্ত একাধারে খাবার খেতেন না। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের জন্য দু'ওয়াক্ত খাবার খাওয়াকে তিনি দোষ সাব্যস্ত করেননি, কারণ শুধু একবার খেয়ে সারা দিন কাটানো, কাজ-কর্ম ও পরিশ্রম এবং কষ্টের কাজ করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দিনে তিনবার খাওয়া তাঁর কাছে খুবই অপছন্দনীয় ছিল, যা তাঁর বানীতে প্রকাশ পেয়েছে।

عَزَّوَجَلَّ

مجھ کو بھوک و پیاس سہنے کی خدا توفیق دے
گم تری یادوں میں رہنے کی سدا توفیق دے

মুঝ কো ভূক ও পিয়াছ ছাহনে কি খোদা তওফিক দে,
গুম তেরি ইয়াদো মে রেহনে কি ছাদা তওফিক দে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

খেজুর ও পানি খেয়ে দিন কাটানো

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, "ওহে ভাগিনা! আমরা এক চাঁদের পর অন্য চাঁদ দেখতাম। দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম আর হুযূর, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (পবিত্র) ঘরে আগুন জ্বলত না।" হযরত উরওয়াহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন, আমি আরয করলাম, "ওহে খালাজান! আপনার দিনগুলো তখন কিভাবে কাটত?" বললেন, "আমাদের দিনগুলো কাটত দুইটি কালো বস্তু অর্থাৎ খেজুর ও পানির মাধ্যমে। এটা ছাড়া কিছু আনসার عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সারকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা কিছু দুগ্ধদানকারী উষ্ট্রী (বা ছাগল)। হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য বিশেষভাবে আলাদা করে রেখেছিলেন এবং তাঁরা এগুলোর দুধ মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। আর মদিনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ দুধ আমাদের পান করতে দিতেন।" (সহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠা-২৩২, হাদীস নং -৬৪৫৯)

মদিনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য বিশেষভাবে আলাদা করে রেখেছিলেন এবং তাঁরা এগুলোর দুধ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। আর সারকারে দোআলম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ দুধ আমাদের পান করতে দিতেন।"

(সহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠা-২৩২, হাদীস নং - ৬৪৫৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

সারারাতের ইবাদত থেকে উত্তম

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা আবূ সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমার নিকট রাতের খাবার থেকে এক লোকমা কম খাওয়া সারা রাতের ইবাদত থেকে অধিক প্রিয়। তিনি আরো বলেন, "ক্ষুধা আল্লাহর ভান্ডার সমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার, আর এটা শুধু নিজের পছন্দনীয় বান্দাদেরকেই তিনি দান করেন।"

(ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়,পৃষ্টা-৯০)

دُعا ہے کچھ نہ کچھ لقمے خدا کے واسطے چھوڑوں عَزَّوَجَلَّ
رِضائے حق کی خاطِر لذّتِ دنیا سے منہ موڑوں عَزَّوَجَلَّ

দুআ হে কুছ না কুছ লুকমে খোদা কে ওয়াসেতে ছোড়ো,
রেযায়ে হক কি খাতির লজ্জতে দুনিয়া ছে মুহ মুড়ো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায় এমন যদি হত! আমাদেরও "ইচ্ছাধীন ক্ষুধা" অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কম খাওয়ার মাদানী ভান্ডার ও পেটের কুফ্‌লে মদীনা নসীব হত! سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহ্ ওয়ালাগণের নিকট ক্ষুধা রহমতের ভান্ডার স্বরূপ আর এ ভান্ডার শুধু মাত্র নেক বান্দাদের অর্জিত হয় এবং যার তা অর্জিত হয় তিনি ঐ ভান্ডার লাভের শোকর আদায়ার্থে কি করেন, তা নিম্নের ঘটনা থেকে উপলব্ধি করুন। যেমন -

ক্ষুধার ভান্ডার ও সেটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

হযরত সায়্যিদুনা ইব্‌রাহীম বিন আদ্‌হাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলখের একজন ক্ষমতাশালী বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরকম

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আরামের বাদশাহী ছেড়ে ফকীরী জীবন অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। একদা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাওয়ার জন্য কিছুই পেলেন না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শোকর আদায়ার্থে চারশত রাকআত নফল নামায আদায় করলেন। দ্বিতীয় দিনও খাবার পেলেন না। তখন অনুরূপভাবে চারশত রাকআত কৃতজ্ঞতার নামায আদায় করলেন। সাত দিন পর্যন্ত এরূপ চলল। শারীরিক দুর্বলতা যখন বৃদ্ধি পেল তখন একদা আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, "ইয়া রাব্বুল ইয্যত! তোমার ইবাদত করার শক্তি লাভের জন্য কিছু খাবার প্রদান করলে তোমার বড়ই দয়া হবে।

ঐ সময় এক যুবক উপস্থিত হয়ে বলল, "হুযূর! আমাদের ঘরে আপনার দাওয়াত, আপনার পবিত্র পা রেখে আমাদেরকে ধন্য করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং তার সাথে তার বাড়ীতে গেলেন। যখন সেই যুবক তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ভালভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখল, তখন তাঁকে চিনতে পেরে হঠাৎ বলে উঠল, "হুযূর! আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পলাতক গোলাম। বর্তমানে যা কিছু আমার কাছে আছে, আজ থেকে তা সবই আপনার। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, আমি তোমাকে আমার গোলামী থেকে মুক্তি দিলাম আর যা কিছু তোমার নিকট রয়েছে ঐ সবকিছু তোমাকে দান করলাম। তার অনুমতি নিয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখান থেকে বিদায় নিলেন আর আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি এখন থেকে তোমাকে ছাড়া কিছুই চাইবনা, কারণ আমিতো তোমার নিকট শুধু রুটির টুকরাই চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি এত বড় দুনিয়া আমার সামনে রেখে দিলে! (তায্কিরাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা-৯৬)

کثرتِ دولت کی آفت سے بچانا یاخدا عَزَّوَجَلَّ
دے مجھے عشقِ محمّد ﷺ کا خزانہ یاخدا عَزَّوَجَلَّ

কসরতে দৌলত কি আ-ফত ছে বাঁচানা ইয়া খোদা,
দে মুঝে ইশকে মুহাম্মদ কা খাজানা ইয়া খোদা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

একটি হারাম লোকমার ধ্বংসলীলা

যা হাতে আসে তা যাচাই বাছাই না করে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া পেটে ভর্তি করলে তা দুঃশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা মা'রূফ কার্‌খী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, শুধু একটি হারাম লোকমা অনেক সময় অন্তরের অবস্থাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, এরপর সারাজীবন চেষ্টা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তর আর সঠিক পথে আসে না এবং অনেক সময় এমনও হয় যে, ঐ খারাপ লোকমাটিই সারা বছর তাহাজ্জুদ নামাযের মত অতি মূল্যবান নে'মত থেকে ঐ মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। এছাড়া অনেক সময় একবার কুদৃষ্টি প্রদানকারী অনেক দিন পর্যন্ত কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।" (মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-১৫৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাদের ইবাদতে ও তিলাওয়াতে মন না বসার, না'ত শরীফ ও দু'আতে মনোযোগ ও ভাবাবেগের সৃষ্টি না হওয়ার এবং হাজার রকমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদের সময় চোখ না খোলার মত অভিযোগ রয়েছে তাদের জন্য হযরত সায়্যিদুনা মা'রূফ কার্‌খী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনাতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনেক কিছু রয়েছে। হারাম রিয্‌ক থেকে প্রত্যেকের বেঁচে থাকা একান্ত উচিত, অন্যথায় তা দ্বারা ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু লাভ হবে না। আল্লাহর প্রিয় রসূল, রসূলে মকবূল, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে, যে হারামের মাত্র একটি লোকমা খেল, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং তার দু'আ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল হবেনা। (ফির্‌দাওসুল্ আখবার, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-২৪৩, হাদীস নং-৬২৬৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

হারাম লোকমার শাস্তি

কথিত আছে যে, মানুষের পেটে যখন হারামের লোকমা পড়ে তখন যমীন ও আসমানের প্রত্যেক ফিরিশ্‌তা তার উপর ঐ সময় পর্যন্ত অভিশাপ করে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ হারাম খাবার তার পেটে বিদ্যমান থাকে। আর যদি সে ঐ হারাম খাবার পেটে থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা-১০)

পরিপূর্ণ বক্ষ

তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, "যখন বান্দা নিজের খাবার কম করে, তখন তার সীনা বা বক্ষকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়। (আল জামি'উস্ সাগীর, পৃষ্ঠা-৩৫, হাদীস নং-৪৬৯)

চারটি উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ইব্‌রাহীম বিন আদ্‌হাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমি - লেবাননের পাহাড়ে অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এর সংস্পর্শে ছিলাম। তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই আমাকে এটাই ওয়াসিয়্যাত করেছেন যে, যখন মানুষের মাঝে যাবে তখন এ চারটি বিষয়ের উপদেশ দেবে। (১) যে পেট ভরে খাবে, তার ইবাদতের স্বাদ অর্জিত হবে না। (২) যে বেশী ঘুমাবে তার বয়সের মধ্যে বরকত হবে না। (৩) যে শুধু মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। (৪) যে গীবত বা পরনিন্দা ও অনর্থক কথা বেশী বলবে, সে ইসলাম ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। (মিনহাযুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-১০৭)

ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুর ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বাস্তব যে, বেশী খেলে পেট ভারী হয়ে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও শরীর অলস হয়ে যায় এবং ইবাদতে মন বসানোর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

সৌভাগ্য নসীব হয় না। এটার অভিজ্ঞতা রমযানুল মুবারকের তারাবীতে অনেকেরই অর্জিত হয়ে থাকে। কারণ বর্তমান সময় হলো "ফুড কালচার" এর যুগ। দশ রকমের খাদ্য পেটে ভরে দিয়ে পেটকে পরিপূর্ণ করে ফেলে, ফলে কাবাব, চমুচা, বুটভাজি পিয়াজু ও বেগুনী ইত্যাদি একসাথে মিলে পেটে গোলমাল শুরু করে দেয়। গরমের দিনে ঠান্ডা পানি, মজাদার শরবত ও টক জাতীয় বস্তু অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে কাঁশি, গলা পরিস্কার করার শব্দ ও ঢেকুর তোলার শব্দ আজ-কাল মসজিদসমূহে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

এছাড়া যদি কোন এক জনের কাঁশি আসে তখন অনেক সময় মানসিক কারণে অন্যেরও কাঁশি আসা শুরু হয়ে যায়, আর এভাবে কাঁশির আওয়াজ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে! হযরত সায়্যিদুনা ইব্‌রাহীম আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চতুর্থ বাণীও সীমাহীন চিন্তামূলক, "যে ব্যক্তি গীবত ও অনর্থক কথা অধিকহারে বলবে, সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবেনা।" আহ! হয়তো জরিপ চালালে দেখা যাবে লাখো মানুষের মধ্যে কোন একজনই এমন হবে যার আজ গীবত ও অনর্থক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার মন-মানসিকতা রয়েছে। ইয়া আল্লাহ আমাদের ঈমান সালামত রেখো। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

مسلماں ہے عطار تیری عطا سے
ہو ایمان پر خاتمہ یاالٰہی عزوجل

মুসলমা হে আত্তার তেরি আতা ছে,
হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী।

দ্বীনের গিলাফ

হযরত সায়্যিদুনা হামিদ লাফ্‌ফাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি উপদেশ চাইল, তখন তিনি বললেন, "দ্বীনের হিফাযতের জন্য কুরআনে পাকের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মত গিলাফ তৈরী করো।" আরয করল, "দ্বীনের গিলাফ কি?" বললেন, "প্রয়োজনের অধিক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা, মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলা-মেশা না রাখা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খাওয়া।" আরো ইরশাদ ফরমালেন, "যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহ্ এর কাছে শাহে খায়রুল আনাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে ঈমানদারদের জান্নাতে কিরূপ মেহমান দারী হবে, তবে তোমরা দুনিয়ার অল্প দিনের জীবনে কখনো পেট ভরে খাবার খেতে না।" (তায্কিরাতুল ওয়ায়িযীন, পৃষ্ঠা-২৩৪)

ইবাদতের মিষ্টতা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতের মিষ্টতা বা স্বাদ দূরীভূত হয়ে যায়।" আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, কখনো পেট ভরে খাইনি, যাতে ইবাদতের মিষ্টতা লাভ করতে পারি এবং যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, তখন থেকে দিদারে ইলাহীর শরবত পান করার আশায় কখনো পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানি ইত্যাদি পান করিনি।"

(মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-১৯৩)

عَزَّوَجَلَّ

بھوک کی اور پیاس کی مولیٰ مجھے سوغات دے
یاالٰہی عَزَّوَجَلَّ! حشر میں دیدار کی خیرات دے

ভূক কি আওর পিয়াস কি মওলা মুঝে সাওগাত দে,
ইয়া ইলাহী! হাশর মে দীদার কি খায়রাত দে।

হযরত সায়্যিদুনা সুফইয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী হচ্ছে, "ইবাদত একটি কৌশল বিদ্যা যা শিক্ষা করার স্থান হচ্ছে নির্জনতা আর সেটার ভাষা হচ্ছে ক্ষুধা। (প্রাগুক্ত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

কিয়ামতে কে ক্ষুধার্ত হবে?

হযরত সায়্যিদুনা আবূ বুজাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় মুস্তফা, সুলতানে আম্বিয়া, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী, "অনেক লোক দুনিয়াতে উত্তম খাবার গ্রহণকারী ও পরিতৃপ্ত জীবন যাপনকারী রয়েছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-২, পৃ-১৭০, হাদীস-১৪৬১)

بُھوک کی نعمت بھی دے اور صَبر کی توفیق دے

عَزَّوَجَلَّ

یاخدا ہر حال میں تُو شُکر کی توفیق دے

ভূক কি নে'মত ভি দে আওর সবর কি তওফিক দে,

ইয়া খোদা হার হাল মে তু শুকর কি তওফিক দে।

হযরত সায়্যিদুনা আ'বদুল্লাহ্ বিন উমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির ঢেকুরের শব্দ শুনে ইরশাদ করলেন, "নিজের ঢেকুর তোলা কমাও, এজন্য যে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক ক্ষুধার্ত সেই হবে, যে দুনিয়াতে অধিক পরিমাণে পেটকে ভর্তি করে।" (তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-২১৭, হাদীস নং - ২৪৮৬)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালিবুল মাক্কী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, যিনি ঢেকুর নিয়েছিলেন ঐ সাহাবী (অর্থাৎ-আবূ জুহাইফা) বলেন, "আল্লাহর কসম! যে দিন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে একথা ইরশাদ করেছিলেন, ঐ দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি কখনো পেট ভরে খাবার খায়নি। আর আল্লাহ্ এর নিকট আমি আশা পোষণ করছি যে, আমাকে আগামীতেও পেট ভরে খাবার খাওয়া থেকে তিনি যেন রক্ষা করেন।" (কূতুল কুলূব, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৩২৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

مجھے بھوک کی دے سعادت الٰہی عَزَّوَجَلَّ
رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ
پئے غوث دے استِقامت الٰہی عَزَّوَجَلَّ

মুঝে ভূক কি দে সাআদাত ইলাহী,
পায়ে গউস দে ইস্তিকামত ইলাহী।

সবুজ চামড়াধারী বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালিবুল মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন যুগের অনেক বড় আলিম, মুহাদ্দিস ও মুফাক্কির এবং খুব বড় ধরনের ওলিয়্যুল্লা ও তাসাওউফ-এর মহান ইমাম ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাসাওউফ-এর উপর লিখিত তাঁর কিতাব কূতুল কুলূব থেকে খুবই ফায়দা লাভ করেছেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তাকওয়ার অবস্থা এরূপ ছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত খাবার খাওয়াই ত্যাগ করেছিলেন। শুধুমাত্র মুবাহ্ বস্তু ঘাস (অর্থাৎ কুদরতী ভাবে মাটি থেকে ওঠা ঘাস) খেয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন। তাই তাঁর শরীরের চামড়া সবুজ হয়ে গিয়েছিল!

জানাযাতে মিস্‌রী ও বাদাম বিতরণ করা হয়েছে

ইনতিকালের পূর্ব মূর্হুতে কেউ হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালিবুল্ মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মহান খিদমতে আরয করলো, হুযূর আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, "যদি আমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়ে যায়, তবে আমার জানাযাতে বাদাম ও মিসরী বিতরণ করবে।" সে জিজ্ঞাসা করল, "আমি তা কিভাবে বুঝব?" বললেন, "আমার নিকট বসে থাকো আর তোমার হাত আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রেখো। যদি আমি তোমার হাত শেষ মূহুর্তে শক্তি সহকারে চেপে ধরি, তবে তুমি বুঝে নেবে যে, আমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়েছে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সুতরাং কথামত সে ওনার হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে দিল। যখন বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার হাতে স্বজোড়ে চাপ দিলেন আর এরপরই তাঁর পবিত্র রূহ, দেহ পিঞ্জর থেকে বের হয়ে গেল। যখন পবিত্র জানাযা উঠানো হলো তখন তাতে মিসরী ও বাদাম বিতরণ করা হলো। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও'রসের দিন হলো, ৬ই জুমাদিউস ছানি, ৩৮৬ হিজরী। বাগদাদে শরীফে "মালিকিয়্যাহ্ কবরস্থানে" তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাযার শরীফ সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর সকল মানুষের যিয়ারাতের স্থানে পরিণত রয়েছে। (আল মুনতাজিম ফি তারিখিল মুলূক ওয়াল উমাম, খন্ড-১৪, পৃ-৩৮৫)

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے

আশেক কা জানাযা হে জরা ধুম ছে নিকলে,

মাহবুব কি গলিইয়ু ছে জরা গুম কে নিকলে।

দুনিয়ার চাবি

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "দুনিয়ার চাবি হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া, আর আখিরাতের চাবি হচ্ছে ক্ষুধা।"

(নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৭৭)

কিয়ামতে কার পেট ভর্তি হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা মজাদার বস্তু ভক্ষণকারী ও একটু ক্ষুধা না লাগতেই তাড়াহুড়া করে খাবার ভক্ষণকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় এটা যে, খোদার শপথ! ক্বিয়ামতের দিনের ক্ষুধা এত অধিক হবে যে, যা সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হবে। কিয়ামতে পরিতৃপ্ত থাকার জন্য উত্তম আমল হলো দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত থাকা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

যেমন-হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাস্তবরূপী বাণী হচ্ছে, "যে দুনিয়াতে ক্ষুধাকে গ্রহণ করে, সে কিয়ামতের দিন পরিতৃপ্ত হবে।"

(ইত্হাফুস্সাদাতুল মুত্তাক্বীন, খন্ড-৯ম, পৃষ্ঠা-১৭)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান, "(কিয়ামতের দিন) হিসাবের কঠোরতা ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির উপর হবে না, যে দুনিয়াতে উপবাস ও ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করেছে।" (আলবুদূরুস্সাফিরাহ্, পৃষ্ঠা-২১২)

عَزَّوَجَلَّ

یاالٰہی! جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے
ساقیٔ کوثر شہِ جُود و عطا کا ساتھ ہو

ইয়া ইলাহী! যব যবানে বাহের আয়ে পিয়াছ ছে,
সাকীয়ে কাউসার শাহে জু দো আতা কা ছাথ হো।

কিয়ামতের কঠিন রোদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবেতো দেখুন! কিয়ামতের অবস্থা কিরূপ কঠিন হবে? দুনিয়াতে শুধু কয়েক মিনিট নফসের স্বাদ উপভোগের জন্য অতিমাত্রায় পেট ভর্তি করে পানাহারকারীদের জন্য কিরূপ কঠোর পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। আহ! আহ! আহ! একদিকে ক্বিয়ামতের দগ্ধকারী রোদ অপরদিকে যমীনও তামার, তদুপরি খালি পা, এছাড়া ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতা। (আল্লাহ রক্ষা করুন) নফসের অনুসরণে ধ্বংসই ধ্বংস রয়েছে। যেমন

নফস জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিল

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান রাযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পিতার মৃত্যুর দু'বৎসর পর স্বপ্নে তাকে আলকাতরা মিশ্রিত পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি! আপনাকে জাহান্নামীদের পোষাকে কেন দেখছি?" তাঁর পিতা জবাব দিল, "প্রিয় বৎস! আমার নফস আমাকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে, তুমি নফসের ধোঁকাবাজি থেকে বেঁচে থাকো।" (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা-২০)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سرورِ دیں لیجے اپنے ناتُوانوں کی خبر
نفس و شیطان سیدا! کب تک دباتے جائیں گے

ছরওয়ারে দি লিজে আপনে না-তুয়ানো কি খবর,
নফছো শয়তা সায়্যিদা! কব তক দাবাতে যায়ে গে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো আর শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য "পেটের কুফ্‌লে মদীনা" লাগিয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার জযবা ও স্পৃহা দান করো। এবং আমাদেরকে কিয়ামতের প্রচন্ড ক্ষুধা, পিপাসা ও সব ধরনের ভয়াবহতা আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দান করো।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

عَزَّوَجَلَّ

یاالٰہی! خوب ڈٹ کر کھانا پینا چھوڑ دوں
کر کرم کہ نفسِ امّارہ سے رِشتہ توڑ دوں

ইয়া ইলাহী! খুব ঢাট কর খানা পিনা ছোঁড় দো,
কর করম কে নফসে আম্মারা ছে রিশতা তোড় দো।

ক্ষুধার দশটি উপকার

(১) অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। (২) অন্তরের ভাবাবেগের সৃষ্টি। (৩) মিসকীনদের ক্ষুধার অনুভূতি। (৪) আখিরাতের ক্ষুধা-পিপাসার কথা স্মরণ। (৫) গুনাহের প্রতি কম আগ্রহ। (৬) কম ঘুম। (৭) ইবাদতে সহজতা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(৮) সামান্য রুযীতে তুষ্টি। (৯) সুস্থতা। (১০) অবশিষ্ট সম্পদ দান খায়রাত করার আগ্রহ। (ইহ্ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯১-৯২ হতে সংক্ষিপ্ত)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, বুযুর্গানে দীন رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى বলেছেন, اَلْجُوْعُ رَأْسُ مَالِنَا অর্থাৎ ঃ "ক্ষুধা আমাদের উত্তম মূলধন। এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের যে আরাম, নিরাপত্তা, ইবাদতে মিষ্টতা ও উপকারী ই'লম (জ্ঞান) অর্জন হয়, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ক্ষুধার্ত থাকা ও এর জন্য ধৈর্যধারণ করার কারণে অর্জিত হয়।" (মিনহাজুল 'আবিদীন, পৃষ্ঠা-১০৮)

عَزَّوَجَلَّ

بھوک سرمایہ بنے میرا خدائے ذوالجلال
از طُفیل مصطفٰے ﷺ کر بھوک سے مجھ کو نِہال

ভূক ছরমায়া বনে মেরা খোদায়ে যুলযালাল,
আয তোফাইলে মুস্তফা কর ভূক ছে মুঝ কো নেহাল।
(হাদায়েকে বখশিশ)

কিয়ামতের দিন মেহমানদারী!

প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহ্বার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, "কিয়ামতের দিন একজন আহবানকারী আহবান করবেন, ওহে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকা লোকেরা, উঠো। এ কথা শুনে ক্ষুধা সহ্যকারীরা এসে বিছানো দস্তর খানায় বসে যাবেন, অন্যদের তখন হিসাব-নিকাশ চলতে থাকবে।

(নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৭৮)

گدا بھی مُنتَظِر ہے خُلد میں نیکوں کی دعوت کا
خُدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضِیافت کا

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

গদা ভী মুনতাযির হে খুলদ মে নে-কু কি দা'ওয়াত কা,
খোদা দিন খায়র ছে লায়ে ছখী কে ঘর যিয়াফত কা।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

জান্নাত ও দোযখের দরজা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "পেট ও লজ্জাস্থান হল জাহান্নামের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা, আর এর মূল হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া। বিনয় ও নম্রতা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা, আর এর মূল বা ভিত্তি হলো ক্ষুধা। নিজের উপর জাহান্নামের দরজা বন্ধকারী নিঃসন্দেহে নিজের জন্য জান্নাতের দরজা খোলে। কেননা এ দু'টো বিষয়ের মধ্যে একের সাথে অন্যের পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে একটি দরজার নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিঃসন্দেহে অন্যটি থেকে দূরে সরে যাওয়া। অর্থাৎ যে ক্ষুধার মাধ্যমে বিনয়কে গ্রহণ করে জান্নাতের নিকটবর্তী হলো সে জাহান্নাম হতে দূরবর্তী হলো, আর যে অতিভোজন করার মাধ্যমে পেট ও লজ্জাস্থানের বিপদে লিপ্ত হলো, সে জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে জান্নাত থেকে দূরে সরে পড়ল। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯২)

دور آفت ہو ڈٹ کے کھانے کی
کاش! صورت ہو 'خُلد پانے کی
দূর আ-ফত হো ঢটকে খানে কি,
কাশ! ছুরত হো, খুলদ পানে কি।

শরীরের সুস্থতা

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, "তোমরা পেট ভরে পানাহার করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তা শরীরকে নষ্ট করে দেয়, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে ও নামাযে অলসতা আনে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আর তোমাদের পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ এতে শরীরের সংশোধন হয় এবং অনর্থক খরচ থেকে মুক্তি লাভ হয়।"

(কান্‌যুল উম্মাল, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৮৩, হাদীস নং - ৪১৭০৬)

পেট ভরে খাওয়ার ছয়টি বিপদ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, পেট ভরে খাওয়াতে ছয়টি বিপদ রয়েছে। (১) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা থেকে বঞ্চিত হওয়া। (২) ই'লাম ও হিকমত রক্ষার্থে জটিলতা। (৩) সৃষ্টি কুলের উপর দয়া করা থেকে দূরে সরে পড়া, কেননা পেট ভর্তি করে ভক্ষণকারী মনে করে যে, সকলের পেট পূর্ণ রয়েছে। এভাবে মিসকীন ও ক্ষুধার্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতি কমে যায়। (৪) ইবাদতকে বোঝা অনুভূত হতে শুরু হয়। (৫) কামনা-বাসনা বেড়ে যায়। (৬) নামাযী যখন মসজিদের দিকে যেতে থাকে আর অধিক আহারকারী শৌচাগারের দিকে ঘুরাঘুরি করতে থাকে। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯২)

শুকনো রুটি ও লবণ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শুকনো রুটি লবণ দিয়ে খেতেন। আর বলতেন, "যে দুনিয়াতে এতটুকুর মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে কারো মুখাপেক্ষী থাকেনা। (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা-১২২)

খাবার বিবেককে শেষ করে দেয়

ইবনে নাজীহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, ইমামে আ'যাম আবূ হানীফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমাকে বলেছেন, যখন দুনিয়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে আসে তখন তা পূর্ণ করার আগে খাবার খাবে না, কারণ فَاِنَّ الْاَ كُلِّ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ অর্থাৎ-খাবার বিবেককে নিঃশেষ করে দেয়। (মানাক্বিবে আবী হানীফা, লিল্ কুরদী, পৃষ্ঠা-৩৫১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অন্তরের কঠোরতার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, অন্তরের কঠোরতা দু'টি কারণে হয়। (১) পেট ভরে খাবার খাওয়া। (২) অধিক কথা বলা।

یاوہ گوئی کی، ڈٹ کے کھانے کی
دُور عادت ہو یاخدا یارب! عَزَّوَجَلَّ

ইয়া উও গোঈ কি, ঢটকে খানে কি,
দূর আদত হো ইয়া খোদা ইয়া রব!

সাতটি গ্রাস

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সাতটি কিংবা নয়টি গ্রাসের চেয়ে (লোকমার চেয়ে) বেশী খেতেন না।

(ইহ্ইয়াউল্ উ'লূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৭)

পেট পূর্ণ করার দূরাবস্থা

পেট পূর্ণ করে খাওয়ার বিপদ সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মাদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, (পেট পূর্ণ করে আহারকারীর চোখে) অধিকাংশ সময় নিদ্রা পূর্ণমাত্রায় থাকে অতঃপর যদি এ অবস্থায় তাহাজ্জুদ আদায় করেও নেয় তবু ই'বাদাতের স্বাদ লাভ হয় না। এছাড়া অবিবাহিত ব্যক্তি যখন পেট ভরে খেয়ে ঘুমায় তখন তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। এখন যদি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে হয় তবে এটাও কষ্টদায়ক ব্যাপার। আর যদি "বিতর" নামায তাহাজ্জুদ নামাযের পর পড়ার জন্য না পড়ে থাকে তবে তাহাজ্জুদ নামাযতো গেল, "বিতরও" পড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩, পৃ-৯৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

স্বপ্নদোষের একটি কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "স্বপ্নদোষ একটি মুসিবত।" আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এটা এ কারণে বলেছেন যে, অসময়ে গোসল করার সমস্যাবলীর কারণে অনেক ইবাদত হাত ছাড়া হয়ে যায়। এছাড়া নিদ্রা মুসিবতের কারণ, পেট ভরে খাওয়ার কারণে এসব মুসিবতে পড়তে হয় আর ক্ষুধার্ত থাকা এসব মুসিবতকে অতিক্রম করার প্রধান উপায়। (প্রাগুক্ত)

শয়তান রক্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে

এক হাদীসে মুরসালে রয়েছে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে রক্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। তাই ক্ষুধা ও পিপাসার সময় ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তার রাস্তা সংকীর্ণ করে দাও। (আতহাফুস্‌সাদাতুল্ মুত্তাকীন, খন্ড-৯ম, পৃষ্ঠা-১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনার মধ্যে হাদীসে মুর্‌সালের আলোচনা রয়েছে। হাদীসে মুরসাল ঐ হাদীসকে বলা হয়, "যেটাতে তাবিঈ সরাসরি হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণনা করেন আর সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বাদ দিয়ে দেন।" (নুযহাতুল নাযর ফীতাওদ্বীহি নুখবাতুল ফিকর, পৃষ্ঠা-৬৩)

দু'টি নহর

সালফে সালিহীন رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى গণ বলেন, "পেট ভরে খাওয়া এটা নফসের একটি নহর, যেখানে শয়তান পৌঁছে আর ক্ষুধা হচ্ছে রূহের একটি নহর, যা ফিরিশতাগণের বিচরণ স্থান।" (সাবয়ে সানাবিল, অনুদিত পৃষ্ঠা-২৪১)

عَزَّوَجَلَّ
ہمیں بارِ خدایا پیٹ کا قفلِ مدینہ دے
صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
وسیلہ مصطفےٰ کا پیٹ کا قفلِ مدینہ دے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

হামে বারে খোদা ইয়া পেট কা কুফ্‌লে মদীনা দে,
ওসীলা মুস্তফা পেট কা কুফ্‌লে মদীনা দে।

চল্লিশ দিনের উপবাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی ক্ষুধা ও পিপাসার মাধ্যমে শয়তানের রাস্তা সংকীর্ণ করে দিতেন। হযরত সায়্যিদুনা সাহ্‌ল বিন আবদুল্লাহ্ তুসতারী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ চল্লিশ দিন উপবাস থাকতেন, তারপর কিছু খেতেন। (ইহ্‌ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৮) তাঁর সারা বছর খাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি দিরহামই যথেষ্ট হয়! (আর্ রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-৪০১)

ছয়টি মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা সাহ্‌ল বিন আবদুল্লাহ্ তুসতারী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ এর ছয়টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) কিয়ামতের দিন কোন আমল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া ত্যাগ করা থেকে উত্তম হবে না কেননা এটা নবীর সুন্নাত (২) জ্ঞানী ব্যক্তিরা দ্বীন ও দুনিয়াতে ক্ষুধাকে খুব বেশি উপকারী সাব্যস্ত করেন। (৩) আখিরাতে ভাল পুরস্কার প্রত্যাশীদের জন্য খাবার থেকে অধিক ক্ষতিকারক অন্য কোন বস্তুকে আমি মনে করিনা। (৪) ইলম ও হিকমতকে ক্ষুধার মধ্যে, আর গুনাহ্ ও মুর্খতাকে পেট পূর্ণ করে খাওয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। (৫) যে নিজ নফসকে ক্ষুধার্ত রাখে, তার অন্তর থেকে কুমন্ত্রণা সমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়। (৬) বান্দা যখন ক্ষুধার্ত, অসুস্থ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সে সময় আল্লাহর রহমত তাঁর প্রতি ধেয়ে আসে, তবে যাকে আল্লাহ্ চান। (ইহ্‌ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯১)

عَزَّوَجَلَّ
یاالٰہی بھوک کی دولت سے ملامال کر
دو جہاں میں اپنی رحمت سے مجھے خوشحال کر

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

ইয়া ইলাহী ভুক কি দৌলত ছে মালামাল কর
দো জাহা মে আপনি রহমত ছে মুজে খূশহাল কর।

পেটুক ব্যক্তি অপদস্ত হয়

কূতুল কুলূব এ রয়েছে, "ক্ষুধা হল বাদশাহ স্বরূপ, আর পেট ভরে খাওয়া হল গোলাম স্বরূপ। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সম্মানিত, আর (অধিক) পেট পূর্ণ ব্যক্তি অপদস্ত।" এছাড়া এটাও বলা হয়েছে যে, "ক্ষুধা সম্পূর্ণই সম্মান, অপরদিকে পেট ভর্তি করা একেবারে অপমান।" আর অনেক পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, "ক্ষুধা আখিরাতের নে'মত লাভের চাবি এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এর দরজা। অন্য দিকে পেট ভর্তি করা দুনিয়ার চাবি আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির দরজা। (কূতুল্ কুলূব, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৩৩২)

ক্ষুধার্ত থাকার তাগিদ কেন?

হযরত সায়্যিদুনা বায়েযীদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, "আপনি ক্ষুধার্ত থাকার প্রতি এত তাগিদ দেন কেন?" তিনি বললেন, "যদি ফিরআউন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে কখনো নিজেকে খোদা দাবী করতনা। আর যদি ক্বারূন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে কখনো বিদ্রোহ করত না।" (উদ্দেশ্য এইযে, এদের কাছে সম্পদের আধিক্য হওয়াতে এরা অবাধ্য হয়েছে)। (কাশ্ফুল মাহ্জুব, অনুদিত পৃষ্ঠা-৬৪৭)

আল্লাহ্ পাকের গোপন তদবীর থেকে ভয়হীন হওয়া কবীরা গুনাহ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই সুস্থতার নে'মত ও সম্পদের আধিক্য অধিকাংশ সময় মানুষকে গুনাহের প্রতি আসক্ত করে দেয়। অতএব যে খুবই স্বাস্থ্যবান ও ধনবান অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাবান তার জন্য খোদায়ে আলীম ও খাবীর এর গোপন রহস্যের ব্যাপারে অনেক বেশি ভয় করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

যেমন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "যাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে রুযীতে প্রাচুর্য্য, বাধ্য সন্তানের ন্যায় নে'মত, মাল-সম্পদ, উত্তম স্বাস্থ্য, ইজ্জত-সম্মানের পদ, মন্ত্রী বা রাষ্ট্র প্রধানের পদ অথবা শাসন ক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদশালী করেন, কিন্তু তার এটা যদি ভয় না হয় যে, আরাম-আয়েশ আল্লাহ্ এর গোপন রহস্য। তবে বুঝতে হবে এ ধরণের ব্যক্তি আল্লাহ্ এর গোপন রহস্য থেকে উদাসীন।" (তামবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা-৫৪)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহ্মদ যাহ্বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কর্তৃক রচিত "কিতাবুল কাবাইর"-এর আল্লাহর গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় না করাকে কবীরা গুনাহ্ সমূহের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সুতরাং ধনবান ও অন্যান্যদের সাথে গরীব, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থদেরও আল্লাহর গোপন তদবীর সম্পর্কে ভয় করা জরুরী। কারণ, হতে পারে এসব মুসিবতের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে। তাই সকলের মনে এ ভয় থাকা উচিত যে, না-জায়িয অভিযোগ, শরীআত বিরোধী ধৈর্যহীনতা ও অসচ্ছলতা এবং মুসিবতকে হারাম পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃশেষ করার চেষ্টা করা, এসব অখিরাতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুখ-শান্তি তে জীবন-যাপনকারীদেরও রব্বে্ আযীম ও কাদীর এর গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় করা ওয়াজিব। কারণ আবার যেন এমন না হয় যে, দুনিয়াবী নে'মত লাভ হওয়ার কারণে অহংকার, অবাধ্যতা ও নানা ধরণের গুনাহের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এ কারণে সুন্দর স্লিম ফিগার ও ধন-সম্পদ জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফ ও আল্লাহ তাআলার বাণী শুনুন, আর আল্লাহ্ এর গোপন রহস্যের ব্যাপারে প্রকম্পিত হোন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ

হযরত সায়্যিদুনা উকবাহ্ বিন আমির رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবিয়্যে আকরাম, নূরে মজাস্সাম, রসূলে মুহতাশাম, শাহে বনী আদম

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী, **"যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখো যে, আল্লাহ্ তাকে (নে'মতসমূহ) দান করেছেন আর সে গুনাহের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে (বুঝবে) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ বা সুযোগ প্রদান**। অতঃপর এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত ফরমালেন

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿۴۴﴾

কান্‌যুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- অতঃপর যখন তারা বিস্মৃত হলো সেসব উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা আনন্দিত হলো সেটার উপর, যা তারা পেয়েছিলো তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, এখন তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো।

(পা-রাহ্-৭ম, সূরাহ-আল আন্'আম, আয়াত নং-৪৪)

(মুস্‌নাদে ইমাম আহ্‌মাদ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং-১২২, হাদীস নং-১৭৩১৩)

গুনাহ্ সমূহকে ভাল মনে করা কুফর

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির মুফ্‌তি আহ্‌মদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এ আয়াতে কারীমার ভিত্তিতে বলেন, "জানা গেল যে, সকল আযাবের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আযাব হলো অন্তরের কঠোরতা। কারণ যেটার কারণে নবী কারীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষার প্রভাব হৃদয়ে বিস্তার করতে পারে না। এ আয়াতে করীমা হতে এটাও জানা গেল যে, গুনাহ্ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও দুনিয়াবী প্রকাশ্য আরাম-আয়েশ অর্জিত হওয়ার অন্তরালে রয়েছে আল্লাহর গযব ও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আযাব। কেননা এর কারণে মানুষ আরো বেশী উদাসীন হয়ে গুনাহের প্রতি সাহসী হয়ে উঠে। বরং অনেক সময় এমনও মনে করে যে, গুনাহ্ ভাল বস্তু, অন্যথায় আমার এসব নে'মত অর্জিত হতো না, এরকম মনে করাটা কুফর। (অর্থাৎ - গুনাহকে গুনাহ্ হিসাবে মেনে নেয়া ফরয, এটাকে জেনে বুঝে ভাল বলা অথবা উত্তম মনে করা কুফরি) এটাও জানা গেল যে, নেক্কারদের উপর প্রকাশ্য মুসিবত আসার মধ্যে আল্লাহ তাআলার রহমতের গোপন ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে সালিহ (অর্থাৎ - নেককার) এর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(নূরুল ইর্ফান, পৃষ্ঠা-২১০)

নবী করীম ﷺ এর দুআ

আল্লাহর প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায়ই এ দু'আ করতেন -

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থাৎ-ওহে অন্তরসমূহকে প্রত্যাবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। (মুস্নাদে ইমাম আহ্মাদ, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৫১৫, হাদীস নং-১৩৬৯৭)

عَزَّوَجَلَّ

یا خدا تُو مِرا ایمان سلامت رکھنا

رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى

از پئے غوث و رضا سائیہ رَحمت رکھنا

ইয়া খোদা তু মেরা ঈমান সালামত রাখ না,

আয পায়ে গওছো রযা ছায়ায়ে রহমত রাখ না।

চল্লিশ হাজারের মধ্যে চারটি

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, এক হাকীম চল্লিশ হাজার কথা থেকে চারটি কথা বাছাই করে নিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(১) প্রত্যেক মহিলার উপর প্রতিটি ব্যাপারে ভরসা বা বিশ্বাস করো না। (২) কখনো নিজের সম্পদের উপর ভরসা করোনা। (৩) নিজের পাকস্থলীর উপর সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাবেনা। (অর্থাৎ-অতিভোজন করবে না) (৪) এমন ই'লম (অর্থাৎ - জ্ঞান ও খবর ইত্যাদি) এর পিছু নিওনা, যা থেকে তুমি উপকার লাভ করতে সক্ষম হবেনা। (আলমুনাব্বিহাত, কৃতঃ হযরত আসকালানী, পৃষ্ঠা-৪৭)

সাতটি অন্ত্র

আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী, "মু'মিন একটি অন্ত্র (নাড়) দিয়ে খায় আর কাফির বা মুনাফিক সাতটি অন্ত্র (নাড়) দিয়ে খায়।" (সহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২৪৬, হাদীস নং - ৫৩৯৪)

সাতটি অন্ত্রের উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক থেকে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, মুসলমানের একটি অন্ত্র আর কাফিরের সাতটি অন্ত্র রয়েছে। প্রত্যেকেরই সাতটি অন্ত্র থাকে। এখানে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া এটা কাফিরের কাজ। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসে মুবারাকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, অর্থাৎ ঃ মু'মিনের মোকাবিলায় মুনাফিক সাতগুণ বেশী খাবার খায় অথবা মুনাফিকের দুনিয়াবী খায়েশ, মু'মিনের খায়েশ বা ইচ্ছা থেকে সাতগুণ বেশী হয়ে থাকে। অন্ত্রের আলোচনা এখানে কামনার রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ কামনা খাবার খাওয়ার প্রতি মানুষকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করে যেভাবে অন্ত্র করে থাকে। এ থেকে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, মুনাফিকের অন্ত্র মু'মিনের অন্ত্র থেকে অধিক রয়েছে।

(ইহ্ইয়াউল্ উ'লূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৮৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মু'মিন ও মুনাফিকের খাবারের মধ্যে পার্থক্য

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "মু'মিন একটি ছোট্ট ছাগলের ন্যায়, যার নিকট এক হাতের তালু পরিমাণ শুকনো খেজুর, এক মুষ্ঠি জব ও এক ঢোক পানিই যথেষ্ট। আর মুনাফিক একটি হিংস্র জন্তুর ন্যায়, চাবানো ব্যতিরেকেই গো-গ্রাসে গিলে ফেলে। তার পেট নিজের প্রতিবেশীর জন্য সংকুচিত হয় না এবং নিজের ভাইকে স্বীয় কোন বস্তু "ঈসার" করেনা। (ঈসার হচ্ছে অন্যকে নিজের উপর প্রধান্য দিয়ে কিছুদান করা) (কূতুল্ কুলূব, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৩২৪)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খাবার

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মওলানা শাহ্ আহ্‌মদ রাযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই কম খাবার খেতেন। যেমন - হযরত সায়্যিদ আইয়ূব আ'লী শাহ্ সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খাবার খুব বেশী হলে এক পেয়ালা ছাগলের গোস্তের ঝোল, তাও আবার মরিচ ছাড়া এবং এক বা দেড় টুকরা পরিমাণ সুজির (তৈরী) বিস্কুট। আবার তাও প্রতিদিন নয়। অনেক সময় এই স্বল্প খাবারও দৈনন্দিন রুটিন থেকে বাদ পড়ে যেত। (হায়াতে আলা হযরত, খন্ড-১, পৃ-২৭)

کر عطا احمد رضائے احمدِ مرسَل ہمیں
میرے مولیٰ حضرتِ احمد رضا کے واسطے

কর আতা আহমদ রযায়ে আহমদে মুরসাল হামে,
মেরে মওলা হযরতে আহমদ রযাকে ওয়াসেতে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

সাতটি মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত যে, সাতটি বিষয়কে যেন সাতটি বিষয়ের উপর প্রধান্য দেন। (১) অসচ্ছলতাকে সম্পদ প্রাপ্তির উপর (২) অপমানকে সম্মানের উপর (৩) বিনয়কে নিজের পছন্দের উপর (৪) ক্ষুধাকে পেট ভরে খাওয়ার উপর (৫) শোককে আনন্দের উপর (৬) গরীব নেককারদেরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দুনিয়াদার লোকদের উপর এবং (৭) মৃত্যুকে জীবনের উপর।

(আল্ মুনাব্বিহাত, কৃতঃ হযরতে আসক্বালানী, পৃষ্ঠা-৮৫)

বার দিনে একবার অযূ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ বলেন, "আমি অনেক আল্লাহ্ওয়ালা رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تعالٰی কে ক্ষুধার মধ্যে কঠোরভাবে অটল থাকতে দেখেছি। এমনকি তাঁদের মধ্যে অনেকেতো সপ্তাহে শুধু একবার শৌচকর্মের জন্য যেতেন। কারণ তাঁরা বারংবার শৌচাগারে গিয়ে উলঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে লজ্জাবোধ করতেন। সায়্যিদী শায়্খ তাজুদ্দীন যাকির رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ তো এ ব্যাপারে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁর শুধুমাত্র বার দিনে একবার অযূ করার প্রয়োজন হতো।"

(তামবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা-৩৬)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মাদানী কাফিলার এক মুসাফির

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেটের কুফ্লে মাদীনা লাগিয়ে কম খাওয়াতে পিপাসাও কম লাগে, আর পানি কম পান করাতে ঘুমও কম আসে অর্থাৎ কম ঘুমই শরীরের প্রয়োজন মিঠাতে যথেষ্ট হয়ে যায় এবং এতেই ঐ ব্যক্তি সতেজ হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক অবস্থায় একদা আমাদের মাদানী কাফিলা (বাবুল মদীনা, করাচী) থেকে পাঞ্জাব সফরে ছিল। কাফিলায় অংশগ্রহণকারী একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুযুর্গ সফররত অবস্থায় আমাকে (অর্থাৎ লিখককে) বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দু'দিন হয়ে গেছে আমার এখনো অযূ রয়েছে। আর তাঁর মরহুম পীর ও মুরশিদের ব্যাপারে বললেন যে, তাঁর (পীরের) পনের দিন পর্যন্ত অযূ থাকত! এসব কিছু পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো অর্থাৎ কম খাওয়ার বরকত বা কল্যাণ। কেননা এতে করে শৌচকর্মের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় আর এভাবে ইবাদত ও দ্বীনী কাজ করার জন্য খুব বেশি সময়ও পাওয়া যায়।

میں کم بولوں کم سوؤں کم کھاؤں یارب ! عَزَّوَجَلَّ
تِری بندگی کا مزا پاؤں یارب ! عَزَّوَجَلَّ

মে কম বোলু কম ছুয়ো কম খাও ইয়া রব!
তেরি বন্দেগী কা মযা পা-ও ইয়া রব!

তিন দিনের উপবাস

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, খাতূনে জান্নাত, সায়্যিদাতুন নিসা, ফাতিমাতুয্ যাহ্‌রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا একদিন রুটির একটি টুকরা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হাজির হলেন। মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাস করলেন, এ টুকরা কোত্থেকে? আরয করলেন, আমিই এ রুটি তৈরী করেছি। আপনাকে صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছাড়া খাওয়াটা পছন্দ করলাম না, তাই এ টুকরাটা নিয়ে এসেছি। আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

"তিন দিন পর এটাই প্রথম খাবার, যা তোমার পিতার (পবিত্র) মুখে প্রবেশ করলো।" (আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্তাবারানী, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২৫৯, হাদীস নং - ৭৫০)

دونوں جہاں کے داتا ہو کر، کون و مکاں کے آقا ہو کر
فاقہ سے ہیں سرکارِ دو عالم، صلّی اللہ علیہ وسلّم

দুনো জাহাকে দাতা হো কর, কওনো মকা কে আকা হো কর,
ফাকা ছে হি ছরকারে দোআলম, صلّی اللہ علیہ وسلّم

আল্লাহু আকবর ! উভয় জাহানের ভান্ডার যাঁর হাতে রয়েছে, তাঁর দুনিয়ার প্রতি এরূপ অনাসক্তি! এটা মাহ্বূবে রাব্বে বারী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছাধীন ক্ষুধা শরীফ ছিল। অন্যথায় তিনি অন্যদেরকে ঝুলি ভরে ভরে দান করতেন। যেমন-

এক পেয়ালা দুধ ও সত্তরজন সাহাবা

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, ঐ খোদার শপথ যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি ক্ষুধার কারণে কখনো কখনো স্বীয় পেট যমীনের উপর চেপে রাখতাম আবার কখনো কখনো ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধতাম। এমনি অবস্থার স্বীকার হয়ে একদিন আমি ঐ রাস্তায় বসে গেলাম, যেটা দিয়ে লোকেরা বাইরে যেত। সারকারে দো-আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমাকে দেখে তিনি মুছকি হাসলেন আর আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝে গেলেন। ইরশাদ করলেন, "ওহে আবূ হুরাইরা!" আমি বললাম, "লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফরমালেন, "আমার সাথে এসো।" আমি, খুশী হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। যখন শাহানশাহে মদীনার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

নিজের মুবারক ঘরে তাশরীফ রাখলেন, তখন আমিও অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সার্ওয়ারে কায়িনাত, শাহে মাওজূদাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পেয়ালায় দুধ দেখে বললেন, "এ দুধ কোথেকে এসেছে?" ঘরের কেউ বললেন, "অমুক সাহাবা বা সাহাবিয়্যা আপনার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্য হাদিয়্যা স্বরূপ পাঠিয়েছেন।" ইরশাদ করলেন, "আবূ হুরাইরা!" আমি আরয করলাম, "লাব্বায়্কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্" صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "যাও আহলে সুফ্ফাদের সকলকে ডেকে নিয়ে আস।"

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, "আহলে সুফ্ফাগণ হলেন ইসলামের মেহমান। তাঁদের না ঘর-বাড়ির প্রতি আসক্তি আছে, না ধন-দৌলতের প্রতি, আর না তাঁরা কারো সাহায্য গ্রহণ করেন। যখন মাহ্বূবে রাব্বে যুলজালাল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সাদকার মাল আসত, তখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ মাল (আস্হাবে সুফ্ফা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণের নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি নিজে তা থেকে কিছু নিতেন না। আর যখন তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছে কোন হাদিয়্যা আসত, তখন তা থেকে তিনি নিজেও নিতেন আর তাঁদেরও তাতে শরীক করতেন।

আমার কাছে এ কথাটা আশ্চর্য মনে হলো আর মনে এ ধরণের খেয়াল আসল যে, এতজন আহলে সুফ্ফা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণের এ সামান্য দুধ দিয়ে কি হবে! ক্ষুধার অবস্থার বিচারে আমিই তো এটার অধিক হক্বদার, এ দুধ থেকে কয়েক ঢোক আমাকে পান করতে দিলে আমি তাতে কিছু শক্তি অর্জন করতে পারতাম। যখন আস্হাবে সুফ্ফা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আসলেন, তখন মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকেই ইরশাদ করলেন যে, এঁদেরকে দুধ পেশ করো। এ অবস্থায় কয়েক ঢোক দুধ আমার পাওয়া খুবই মুশকিল হবে ভাবলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। আমি আস্হাবে সুফ্ফাহ্ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে আনলাম। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হয়ে শাহান্শাহে আরব, মাহ্বূবে রব্ব্, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তখন তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে বসে গেলেন। প্রিয় আকা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "আবূ হুরাইরা!" আমি আরয করলাম, "লাব্বায়্কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্" صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । ইরশাদ করলেন, "পেয়ালা নাও, আর এঁদের এক এক করে সকলকে দুধ পান করাও।" হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, হুকুম পেয়ে আমি পেয়ালা হাতে নিলাম। আমি ঐ পেয়ালা একজনকে দিতাম আর তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করতেন, তারপর পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এমননিভাবে (দুধ) পান করাতে করাতে সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করার পর আকা-এ-মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছলাম। এমতাবস্থায় সমস্ত লোক পরিপূর্ণরূপে পান করেছিল।

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেয়ালাটি নিয়ে নিজের পবিত্র হাতে রাখলেন। অতঃপর আমার দিকে দেখে মুছকি হাসলেন আর বললেন, আবূ হুরাইরা! আমি আরয করলাম, "লাব্বায়্কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্" صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । ইরশাদ করলেন, "এখন শুধু আমি ও তুমি রয়ে গেছি।" আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি সত্যি বলেছেন। ইরশাদ করলেন, "বসো এবং পান করো।" আমি বসে গেলাম এবং দুধ পান করতে লাগলাম। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "পান করো"! আমি পান করলাম। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একাধারে ইরশাদ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

করতে লাগলেন, "পান করো"! এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি আরয করতে বাধ্য হলাম, "না।" ঐ মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এখন আর (পেটে) জায়গা নেই। বললেন, "পেয়ালাটি আমাকে দেখাও।" আমি পেয়ালাটি পেশ করে দিলাম। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন, এরপর বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে অবশিষ্ট দুধ পান করে নিলেন।" (সহীহ বুখারী শরীফ, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠা-২৩০, হাদীস নং - ৬৪৫২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এটা সারকারে মাক্কায়ে মুকাররামা, তাজদারে মাদীনায়ে মুনাওওয়ারা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মু'জিযা যে, সকল অর্থাৎ সত্তরজন আহলে সুফ্ফা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মিলেও এক পেয়ালা দুধ সম্পূর্ণ পান করতে পারলেন না। আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এ ঈমান উদ্দীপক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আরয গুযার করেছেন

رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ

کیوں جنابِ بُوہُریرہ! تھا وہ کیسا جامِ شِیر

عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان

جس سے سَتّر صاحِبوں کا دُودھ سے مُنہ بِھر گیا

কিউ জনাবে বু হুরাইরা! থা উও কেইছা জাম শের,

যিজছে সত্তর সাহিবো কা দুধ ছে মু' ফির গেয়া।

মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী

হযরত সায়্যিদুনা আবূ ইয়াহ্ইয়া মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমি হযরত সায়্যিদুনা আবূ আ'বদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললাম, ওহে আবূ আবদুল্লাহ্! ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যার কাছে সামান্য খাদ্য থাকে আর তা তার জন্য যথেষ্ট হয়। আর এভাবে সে মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে। এটা শুনে তিনি আমাকে বললেন, ওহে আবূ ইয়াহ্ইয়া!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে সকাল-সন্ধ্যা ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে আর আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। (ইহ্ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯০)

প্রভাবহীন উপদেশ

বর্ণিত আছে যে, "পেট ভরে আহারকারীর উপদেশ লোকের কাছে প্রভাবহীন হয়ে থাকে আর যখন তাকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তার হৃদয় তা গ্রহণ করে না।" (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৭৮)

মৃত্যুর সময় দুর্গন্ধ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "নিজেকে পেট ভরে খাওয়া থেকে রক্ষা করো। কারণ পেট ভরে খাওয়াটা জীবনে বোঝা স্বরূপ ও মৃত্যুর সময় এটা হবে দুর্গন্ধ।" (ইহ্ইয়াউল উ'লূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯০)

খাবার বেশি হলে, আয়ও বেশি প্রয়োজন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যি বলেছেন সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সত্যিই "পেটের কুফ্লে মাদীনা" না লাগানো এবং খুব বেশি পরিমাণে পেট ভর্তি করে খাওয়াতে জীবনের উপর বোঝা হয়ে থাকে। কারণ খাবার বেশি খেতে হলে, এজন্য আয়ও বেশি করতে হয়। খানার আয়োজনও বেশি করতে হয় তাই খুব পরিশ্রম করে রান্না করতে হয়, অতঃপর খেতেও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। আবার অনেকক্ষণ ধরে পেটে এটার বোঝাও বহন করতে হয়। অতিরিক্ত খাবার খাওয়াতে হজম শক্তিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর ফলে কোষ্টকাঠিন্য, গ্যাষ্টিক জানিনা আরও কত রকমের পেটের কষ্ট সহ্য করতে হয়। মোট কথা, অধিক খাওয়াতে মাল-পত্র কেনাতেও খরচ অধিক করতে হয়। জিহবার অল্প সময়ের স্বাদ গ্রহণের পর কণ্ঠনালীর নীচে যেতেই মজা লাভের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

পরিসমাপ্তি ঘটে আর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পেটের "গন্ডগোল"-এর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এছাড়া শরীরের মেদ বেড়ে যাওয়াতে ডাক্তার ও ঔষধ ইত্যাদির খরচের বোঝা বহন করতে হয়। তাই এভাবে এসব কিছু বোঝা, বোঝা আর শুধু বোঝাই হয়। এমন যদি হত! অল্প ক্ষণের স্বাদের জন্য সারাজীবন বোঝা বহন ও মৃত্যুর সময়ের দুর্গন্ধের মত বিপদ থেকে, নিজেকে রক্ষার মানসিকতা তৈরীতে আমরা সফল হয়ে যেতাম!

ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত

বর্ণিত আছে যে, যদি তুমি পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হও, তবে ইবাদতের স্বাদ লাভের আশা পোষণ করোনা। আর ইবাদত ছাড়া অন্তরে নূর কিভাবে সৃষ্টি হবে? আর যদি ইবাদতই স্বাদহীন হয়, তবে ঐ ধরনের ইবাদতের মাধ্যমে কিভাবে অন্তরে নূর আসবে? (মিনহাজুল 'আবিদীন, পৃষ্ঠা-১০৭)

ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "আমার ক্ষুধার কারণে এমন হত যে, মদীনার তাজওয়ার, মাহবূবে রব্বে আকবর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মিম্বর ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পবিত্র হুজরার মধ্যখানে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতাম। কোন লোক এসে আমার গর্দানের উপর পা রেখে দিত। সে মনে করত যে, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, অথচ আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি কিছুই হতোনা। এ অবস্থা ক্ষুধার কারণে হতো।"

(সহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-৮ম, পৃষ্ঠা-১৯৩, হাদীস নং - ৭৩২৪)

بخش دے میری ہر خطا یارب ! عَزَّوَجَلَّ

فاقہ مستوں کا واسطہ یارب ! عَزَّوَجَلَّ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

বখশ দে মেরি হার খাতা ইয়া রব!
ফাকা মস্তু কা ওয়াসেতা ইয়া রব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট ই'ল্‌ম বা জ্ঞান অর্জনের খুব বেশী আগ্রহ ছিল। তাই সবকিছু ত্যাগ করে নানায়ে হাসানাইন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদমে পড়ে থাকতেন। ক্ষুধার পর ক্ষুধা সহ্য করতেন আর জ্ঞানের পর জ্ঞান অর্জন করতেন। আর তাঁরই رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এ সম্মান লাভ হয়েছে যে, সব চেয়ে বেশী হাদীসে মুবারাকা সমূহ তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে পেট ভরে খাওয়া, প্রসিদ্ধি লাভের কামনা, লোভ-লালসা ও উচ্চ পদের মায়া এগুলির সবই অমঙ্গল। এ অমঙ্গল মিশ্রণের কারণে শিক্ষার্জনে রূহানিয়্যাত (আধ্যাত্মিকতা) অন্বেষণকারীদের গন্তব্যে পৌঁছা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ই'ল্‌মে দীন অর্জনে আপাদ-মস্তক ইখলাস বা আন্তরিকতার নমুনা হয়ে যান আর এর বিনিময়ে আল্লাহর রহমত বেশি পরিমাণে অর্জন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র সুন্নাত সমূহের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাগুলোর মাধ্যমেও জ্ঞানার্জন হয় এবং অগণিত বরকত নসীব হয়। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার একটি বাহার লক্ষ্য করুন

অজানা ব্যথা

পাঞ্জাব প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, "আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মার্‌কায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা, করাচীতে "তারবিয়্যাতী কোর্স" করার জন্য এসেছিলাম। এরই মধ্যে একদিন বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ৪টার সময় পেটের বাম পাশে হঠাৎ ব্যথা শুরু হল। ব্যথা এতই প্রচন্ড ছিল যে, পর পর সাতটি ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছে এরপর কোন রকমে শান্তি এলো। নিয়মানুযায়ী বৃহস্পতিবার অনুষ্টিতব্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

করার জন্য (মাদানী মার্‌কায ফয়যানে মাদীনা) তে সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম। ইজতিমায় কৃত সম্মিলিত দু'আর সময় ভাল হয়ে গেল। এক ঘন্টা পর পুনরায় প্রচন্ড ব্যথা শুরু হল। তখন ডাক্তার তিনটি ইঞ্জেকশন দিলেন অতঃপর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। এখন অবস্থা এমন হলো যে, যখনই খাবার খেতাম তখনই ব্যথা শুরু হয়ে যেত। প্রতিদিন তিনটি, চারটি ইঞ্জেকশন দেয়া হত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষপর্যন্ত স্যালাইনও দেয়া হল, আলট্রাসাউন্ডও করিয়েছি কিন্তু ডাক্তারদের ব্যথার কারণ কোন রকমে বুঝে আসল না। নিরুপায় হয়ে এই অবস্থায় আমি হাসপাতালে পড়ে রইলাম। সেখানে আমার কাছে খবর এল যে, আমার সাথী ইসলামী ভাইয়েরা ১২ দিনের জন্য সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ডাক্তার সফরে বের হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করল কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না। আমি ঢেরাহ্ বুগ্‌টা বেলুচিস্তান প্রদেশ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। ঢেরাহ্ বুগ্‌টা যাওয়ার সময় পথিমধ্যে সামান্য ব্যথা অনুভব হল। কিন্তু তা পরক্ষণেই সেরে গেল। ভালভাবেই ঢেরাহ্ বুগটা পৌঁছে গেলাম। অতঃপর আমরা সেখান থেকে "সূঈ" এসে বৃহস্পতিবারের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম এবং এরপর ঢেরাহ্ বুগ্‌টা ফিরে আসলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলার বরকতে ব্যথা এমনভাবে দূর হল যে, মনে হচ্ছে যেন কখনো ব্যথা ছিলইনা। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখনও পর্যন্ত পুনরায় আমার ব্যথার কষ্ট হয়নি এবং সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এটা অর্জিত হল যে, মাদানী কাফিলাতে স্বপ্নের মাঝে আমার মদীনার তাজদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو
دردِ سر ہو اگر دُکھ رہی ہو کمر
پاؤ گے صحّتیں قافلے میں چلو
ہے طلب دید کی، دید کی عید کی
کیا عجب وہ دِکھیں قافلے میں چلو

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
ছিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
দরদে ছর হো আগর দুখ রাহী হো কোমর,
পাওগে সিহ্যাতে কাফিলে মে চলো।
হে তলব দিদ কি দিদ কি ঈদ কি,
কিয়া আজব উহ দেখি কাফিলে মে চলো।

যদি ক্ষুধা কিনতে পাওয়া যেত!

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "যদি ক্ষুধা বাজারে বিক্রি হত, তবে আখিরাত প্রত্যাশীরা অবশ্যই তা কেনা-কাটা করতেন।" (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৪১)

চতুর্দিকে খাবার ক্রয় করা হচ্ছে

আল্লাহ্! আল্লাহ্! আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى এর মাদানী চিন্তা ধারার কথা কি বলব! হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ক্ষুধা" কেনার কথা বলছেন, অথচ বোকা লোকদের মধ্যে রীতিমত অধিক খাবার খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। যে সবচেয়ে বেশি খাবার খেতে পারে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

তাকে অনেক বড় বাহাদুর মনে করা হচ্ছে! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষেরা বাজারের পণ্য সামগ্রী ও সেগুলোর সাথে বিভিন্ন প্রকারের "রোগ" কেনাতে ব্যস্ত রয়েছে। চতুর্দিকে পানাহারের বস্ত সমূহ কেনার জুলুশ শুরু হয়ে গেছে। কারণ এখন চলছে ফুড কালচারের যুগ। এক একটি এলাকায় নানা জাতীয় কয়েকটি করে খাবারের হোটেল বা রেস্তোরা খোলা হয়েছে।

চতুর্দিকে হোটেল সমূহ অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতিতে আলোকিত রয়েছে। চতুর্দিকে কাবাব, চমুচার স্তুপ, দই ও চনাবুট ভাজা ইত্যাদি লোভনীয় খানায় ভর্তি সাজানো থালা যেন হাসছে। চারিদিকে বোঁ বোঁ করে শিখ কাবাব ও চিকেন টিক্কা এর খুশবু ছড়িয়ে আছে। আইসক্রীম ও সোডা লেমন বা পানীয় সামগ্রীর বোতল বিক্রির দোকানের খুবই রমরমা অবস্থা। যার প্রয়োজন এমন ক্রেতার সাথে সাথে অনেক লোক শুধুমাত্র নফসের তৃপ্তির জন্য পানাহারের বস্তুগুলোর প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। যা হাতে আসে তা-ই মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যা সামনে পাচ্ছে তা-ই গিলে ফেলছে। না কারো দুনিয়াবী ক্ষতির চিন্তা রয়েছে, না রোগের পরওয়া করছে আর না আখিরাতের হিসাব নিকাশের চিন্তা করছে। প্রত্যেকেরই আকাঙ্খা হচ্ছে খাও আর খাও শুধু খেয়েই যাও চতুর্দিক থেকে যেন এরূপ আওয়াজ উঠছে।

খাও, পান করো, জান বানাও!

হায়! এমন যদি হত! মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম ও শহীদানে কারবালা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আওলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى এর মুবারক ক্ষুধার কথা আমাদের মনে থাকত। হায়! হায়! আমরা শুধু "খাও, খাও" এর শ্লোগান দিচ্ছি আর এসকল পবিত্রাত্মা মনীষীদের পক্ষ থেকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

"ক্ষুধা ক্ষুধা" এর পয়গাম আসছে। আমরা যদিওবা সর্বদা পানাহারে রয়েছি কিন্তু তবুও কথা থেকে যায় যে, যখন সকল আম্বিয়া عليهِمُ الصّلٰوةُ وَالسَّلام সাহাবা ও আওলিয়া عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পক্ষ থেকে কম খাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে, তখন আমাদের তা গ্রহণ করা এবং আমলে আনার চেষ্টা করা উচিত।

شوق کھانے کا بڑھ چلا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
نفس کا داؤ چل گیا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
خوب کھانے کی خُو مٹا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
نیک بندہ مجھے بنا یارب ! عَزَّوَجَلَّ

শওক খানে কা বড় চলা ইয়া রব!
নফস কা দা-ও চল গেয়া ইয়া রব!
খুব খানে কি খু মিঠা ইয়া রব!
নেক বন্দা মুঝে বানা ইয়া রব!

বেশি খাওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র নফসের স্বাদ লাভের জন্য কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়। সাদরুশ শারীআ, বদরুত তারীকা হযরত আ'ল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "কুরআনে কারীমে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে যে, তাদের খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে - শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদ ও স্বাদ লাভ করা। আর হাদীসে পাকে অধিক খাওয়াকে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে।

(বাহারে শরীআ'ত, খন্ড-১৬ তম, পৃষ্ঠা-৩০ হতে সংকলিত)

کھاؤں کھاؤں کی خُو نکل جائے
نَقلِ کُفّار سے بچا یارب ! عَزَّوَجَلَّ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

"খাও খাও" কি খু নিকাল যায়ে,
নকলে কুফ্ফার ছে বাঁচা ইয়া রব।

ক্ষুধার মধ্যে শক্তি

হযরত সায়্যিদুনা সাহ্ল বিন আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখন তিনি ক্ষুধার্ত থাকতেন তখন তিনি শক্তিমান হতেন। কিন্তু যখন কিছু খেয়ে নিতেন তখন দুর্বল হয়ে যেতেন! (রিসালাতুল্ কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৪২)

কোন ফার্সী কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন -

اگر لذّتِ ترکِ لذّت بدانی
دِگر لذّت نفس، لذّت نخوانی

আগর লজ্জতে তরকে লজ্জতে বাদানি,
দিগর লজ্জতে নফসে,লজ্জতে নাখানি।

অনুবাদ ঃ যদি তুমি স্বাদগুলো ছেড়ে দেওয়ার স্বাদ জেনে নাও। তাহলে নফসের স্বাদকে কখনও স্বাদ মনে হবে না।

তাসাওউফ অর্জন

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদে বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ বলেন, "আমি তাসাওউফকে তর্ক বিতর্ক করে নয় বরং ক্ষুধা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নফ্সের স্বাদকে বর্জন করে অর্জন করেছি।" (সাবয়ে সানাবিল, অনুদিত, পৃষ্ঠা-২৪১)

আমি সবচেয়ে মন্দ

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "নেক বান্দার পাঁচটি আলামত রয়েছে - (১) উত্তম সংস্পর্শে থাকেন (২) জিহবা ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করেন (৩) দুনিয়ার নে'মতকে বোঝা ও দ্বীনী নে'মতকে রাব্বে যুলজালাল এর অনুগ্রহ মনে করেন (৪) হালাল খাবারও এ ভয়ে পেট ভরে খাননা যে, এতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

যদি আবার হারাম খাবার মিশ্রিত থাকে (৫) নিজেকে ছাড়া প্রতিটি মুসলমানকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত মনে করেন এবং নিজেকে গুনাহ্গার মনে করে নিজ ধ্বংসের ভয় অনুভব করেন।" (আল্ মুনাব্বিহাতুলিল আ'সক্বালানী, বাবুল খামা-সী, পৃষ্ঠা-৫৯)

ہائے حُسنِ عمل نہیں پلّے
حشر میں ہو گا کیا مرا یاربّ! عَزَّوَجَلَّ
خوف آتا ہے نارِ دوزخ سے
ہو کرم بَہرِ مصطفٰے صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یاربّ! عَزَّوَجَلَّ

হায় হুসনে আমল নেহী পাল্লে,
হাশর মে হোগা কিয়া মেরা ইয়া রব!
খওফে আ-তা হায় নারে দোযখ ছে,
হো করম বাহরে মুস্তফা ইয়া রব!

ক্ষুধার কারণে পড়ে যেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ফাজালাহ্ বিন উবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, হাবীবে কিবরিয়া, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন নামায পড়াতেন তখন কিছু সাহাবী নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় ক্ষুধার তীব্রতায় পড়ে যেতেন আর তাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফ্ফা। এমনকি গ্রাম্য লোক এ অবস্থা দেখে বলে ফেলত যে এসব মানুষ মনে হয় পাগল। যখন মদীনার তাজেদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায থেকে অবসর হতেন তখন তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে ইরশাদ করতেন, "যদি তোমরা জানতে যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কি প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে, তবে তোমরা এ বিষয়কে পছন্দ করতে যে, তোমাদের উপবাস ও অভাব যেন আরো বৃদ্ধি পায়।"

(জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস নং- ২৩৭৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

فاقہ مَستی کی دُھن ملے یاربّ! عَزَّوَجَلَّ
دل کا مُرجھا یا گُل کھلے یاربّ! عَزَّوَجَلَّ

ফাকা মস্তি কি ধুন মিলে ইয়া রব,
দিল কা মুরঝায়া গুলে খিলে ইয়া রব!

অনেক দিনের ক্ষুধার্ত

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আওলিয়ায়ে ইযাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এর মধ্যে অনেকে কয়েকদিন পর্যন্ত খাবার খেতেন না যেমন - হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ছয়দিন পর্যন্ত কিছু খেতেন না, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ সাতদিন পর্যন্ত খেতেন না, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا হতে শিক্ষা প্রাপ্ত শিষ্য হযরত আবূ জাওযা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ সাতদিন পর্যন্ত উপবাস থাকতেন। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদ্হাম رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ ও হযরত সায়্যিদুনা সুফইয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ প্রতি তিনদিন পর খানা খেতেন। এ সকল মহান ব্যক্তিত্বগণ ক্ষুধার মাধ্যমে আখিরাতের পথ চলার সাহায্য গ্রহণ করতেন। (ইহ্ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৮)

فاقہ مَستوں کا واسِطہ مولیٰ عَزَّوَجَلَّ
بخش دے میری ہر خطا مولیٰ عَزَّوَجَلَّ

ফাকা মাস্তিয়ো কা ওয়াসিতা মওলা,
বখশ দে মেরী হার খতা মওলা।

সারা বৎসর উপবাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ঐ সকল পূর্ণাত্মাদের বৈশিষ্ট্য ও তা তাঁদের কারামত ছিল। বাস্ত বিক পক্ষে তাঁদের রূহানীভাবে খাদ্য অর্জিত হত। আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতায়

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی চল্লিশ দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতেন বরং আমাদের গাউসুল আ'যম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ অনেক সময় এক বৎসর পর্যন্ত কিছু পানাহার ব্যতীত কাটিয়েছেন। শাহানশাহে বাগ্‌দাদ আমাদের গাউসে পাক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে আল্লাহ নিজেই পানাহার করাতেন। যেমন - আমার আকা আ'লা হযরত رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর একখানা মুবারক কবিতার ছন্দ রয়েছে

قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے
پیارا اللہ عَزَّوَجَلَّ ترا چاہنے والا تیرا رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه

কসমে দে দে কে খিলাতা হায় পিলাতা হায় তুঝে,
পিয়ারা আল্লাহ তেরা চাহনে ওয়ালা তেরা।
(হাদায়েকে বখশিশ)

পানাহার করা ব্যতীত মানুষ কতদিন জীবিত থাকতে পারে ?

দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানাহার করা ব্যতীত জীবিত থাকা এবং জীবন প্রণালীর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হওয়ার ব্যাপারটা "বিশেষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের" কাজ। তাঁদের রূহানী খাদ্য অর্জিত হয়ে থাকে। "সাধারণ লোক" এরূপ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুধার্ত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। যদি কেউ আবেগ আপ্লুত হয়ে উপবাস থাকা শুরু করেও দেয়, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই দূর্বল হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং হতে পারে আগামীতে এ ব্যাপারে পুনরায় সাহস করতেও পারবে না। এক ডাক্তারের গবেষণা অনুযায়ী কোন কিছু না খেয়ে ১৮ দিন, বেশি শক্তিশালী হলে বেশি থেকে বেশি ২৫ দিন, পানি পান করা ব্যতীত তিনদিন ও অক্সিজেন ছাড়া এক মিনিট থেকে শুরু করে বেশি হলে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকতে পারবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ খাবে?

সাধারণ মানুষের জন্য এটাই উত্তম যে, যদি বেশি খেতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে "পেটের কুফ্‌লে মদীনা" লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে কমাতে কমাতে পেটের এক তৃতীয়াংশ যাতে ভরে যায় এতটুকু খাবারকে যথেষ্ট মনে করে আমলে আনার অভ্যাস করে নিবেন। এর ফলে ক্ষুধার বরকতও অর্জিত হবে আর দুর্বলতাও আসবেনা এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে স্বাস্থ্যও উন্নত হয়ে যাবে। এছাড়া ডাক্তারদের মোটা অংকের ফিস দেয়া ও ঔষধ কেনার খরচ থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে। যদি কারো বিশ্বাস না হয়, তাহলে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

مِری ڈٹ کے کھانے کی عادت مٹادے
مجھے مُتّقی تُو بنا یا الٰہی عزوجل

মেরি ঢটকে খানে কি আদত মিঠাদে,
মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী

অসুস্থ হৃদয়ের ঔষধ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ আনতাকী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, অসুস্থ হৃদয়ের পাঁচটি ঔষধ রয়েছে - (১) নেককারদের সংস্পর্শ (২) কুরআনে পাকের তিলাওয়াত (৩) কম খাওয়া (৪) তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করা (৫) রাতের শেষাংশে কান্নাকাটি করা। (আল্ মুনাব্বিহাতু লিল্ আ'সক্বালানী, বাবুল খামাসী, পৃষ্ঠা-৬০)

এক হাজার বৎসর যাবত জীবিত পাখী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস শত কোটি আফসোস! অনেক মানুষ এত বেশি খাবার খেয়ে বসেন যে, সম্ভবত পেটও নিরাপত্তা লাভের জন্য আহবান করে আওয়াজ দিয়ে থাকে আর সাথে সাথে শরীরে অলসতাতো চলে আসবেই। চলা-ফেরা করাতো দূরের কথা বসা থেকে উঠাও মুশকিল হয়ে পড়বে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

এখানে সম্ভবত শকুন এর উদাহরণ দেয়াটা যথোচিত হবে। কারণ শকুনের যখন কোন মৃত জন্তু খাওয়ার জন্য গাছ থেকে নেমে আসে তখন তার দাপটে অন্য কোন পাখী নিকটেও আসতে পারেনা কিন্তু সেটা এত অধিক খেয়ে বসে যে, তার জন্য তখন উড়াও মুশকিল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যদি এ অবস্থায় সেটাকে কোন দুর্বল ব্যক্তি (বরং বাচ্চাও) ধরে ফেলতে চায় তবে সহজে ধরে ফেলতে পারবে! আপনারা শুনলেন তো! পেটের কুফ্লে মদীনা না লাগানো অর্থাৎ খুব বেশী পরিমাণে খেয়ে নেয়া মৃত জন্তু ভক্ষণকারী শকুনের অবস্থা। শকুন এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে। দুর্গন্ধ খুবই পছন্দ করে আর সুগন্ধ বস্তুকে খুবই ঘৃণা করে। যদি কোন কারণে সুগন্ধ বস্তুর ঘ্রাণ একবার নিয়ে ফেলে তখন সেটা মরে যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইমামে হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, শকুন যখন (নিজের ভাষায়) কথা বলে, তখন বলে যে, "ওহে মানব সন্তান! যত ইচ্ছা দম নিতে থাক, অবশেষে একদিন মৃত্যু আসবেই"। (হায়াতুল হায়্ওয়ানুল কুবরা-, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৪৭৪)

موت اکر ہی رہے گی یاد رکھ
جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ
قبر میں میّت اُترنی ہے ضَرور
جیسی کرنی وَیسی بھرنی ہے ضَرور

মওত আকর হি রহে গি ইয়াদ রাখ,
জান জা কর হি রহে গি ইয়াদ রাখ।
কবর মে মায়্যিত উতারনি হায় জরুর,
যেইছি করনি ওয়াইছি ভরনি হায় জরুর।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মশা উটকে হত্যা করে ফেলে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বাদ গ্রহণের লোভ-লালসা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মশা মানুষের রক্তের প্রতি লোভী হয়ে থাকে। এটা রক্ত প্রবাহের রগের উপরিভাগের চামড়ায়, যেটা তুলনামূলকভাবে নরম হয়ে থাকে, তাতে বসে নিজ শুড় ঢুকিয়ে রক্ত পানে ব্যস্ত হয়ে যায়।

অনেক সময় এত বেশি পরিমাণে পান করে নেয় যে, উড়তে অক্ষম হয়ে যায় অথবা সেটার পেটই ফেঁটে যায় আর মরে যায়। মশার মধ্যে আল্লাহ্ পাক এরূপ ক্ষমতা রেখেছেন যে, অনেক সময় উটকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলতে পারে। শুধু উটই নয় বরং প্রতিটি চতুস্পদ প্রাণীকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে। মশার দংশনে যে প্রাণীর মৃত্যু হয়, সেটা যে পশু-পাখী খাবে সেটাও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। প্রাচীন কালে ইরাকের বাদশাহদের নিকট মৃত্যুদন্ড দেয়ার ভীষণ কষ্টদায়ক নিয়ম প্রচলিত ছিল আর তা হল, অপরাধীকে উলঙ্গাবস্থায় বেঁধে মশার নালার নিকট ফেলে রাখা হত আর সে মশাগুলোর বারংবার কামড় এর কারণে ছটফট করতে করতে অবশেষে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ত। (নমরূদকেও এই মশাই হত্যা করেছিল) (হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৮৪)

মোটা মশা

হযরত সায়্যিদুনা রবী বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "মশা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকে আর যখন রক্তপান করে পরিতৃপ্ত হয়ে মোটা হয়ে মরে যায়। এ অবস্থা মানুষেরও। যখন সে দুনিয়ার নে'মতসমূহ অধিক হারে লাভ করে ধনবান হয়ে যায় তখন তার অন্তর মরে যায়"।

(তাম্বীহুল মুগ্তার্বীন, পৃষ্ঠা-৫৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মশাতো মোটা হতেই মৃত্যুর ঘাঁটি অতিক্রম করে নেয়, আর মাটির সাথে মিশে যায় কিন্তু হায়! মানুষ যখন স্বাস্থ্যবান হয়ে যায় তখন অনেক সময় দুনিয়াতেই নানা ধরণের বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন ধরণের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্ তাআলা ও রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অর্জন করে মৃত্যুবরণ করে। তখন মৃত্যু, ক্ববর ও হাশ্‌রের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের কষ্টদায়ক আযাবে জড়িয়ে পড়ে। যেমন-

স্বাস্থ্যবান শরীরের বিপদ

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া মুআয রাযী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন - যে পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার শরীরে গোস্ত বেড়ে যায়। আর যার শরীরে গোস্ত বেড়ে যায় সে কামভাবের পূজারী হয়ে যায়। আর যে কামভাবের পূজারী হয়ে যায় তার গুনাহ্ বেড়ে যায়, আর যার গুনাহ্ বৃদ্ধি পায় তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আর যার অন্তর শক্ত হয়ে যায়, সে দুনিয়ার বিপদাপদে ও বিলাসীতায় ডুবে যায়।

(আল্ মুনাব্বিহাতুলিল আ'সক্বালানী, বাবুল খামানী, পৃষ্ঠা-৫৯)

کھانے کی حرص سے تُو یا ربّ نَجات دیدے
اچھا بنادے مجھ کو اچھی صفات دیدے

খানে কি হারস ছে তু ইয়া রব নাযাত দে দে,
আচ্ছা বানা দে মুঝ কো আচ্ছি সিফাত দে দে।

পেটুকের উপর গুনাহের আক্রমণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ, দুশ্চিন্তা এবং খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে যে, পেট ভরে খাবার খাওয়া, মানুষকে গুনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। যেমন - হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন - "অধিক পরিমাণে খাবার খাওয়াতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় আর ফ্যাসাদ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

করা ও অহেতুক কাজ-কর্ম করে জীবন যাপন করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কেননা, যখন মানুষ পেট ভরে খায় তখন তার শরীরে অহংকার ও চোখে কু-দৃষ্টি দেয়ার খায়েশ জন্ম নেয়। কান খারাপ কথা শুনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে, জিহবা মন্দ কথা বলতে উৎসাহী হয়ে যায়, লজ্জাস্থান কামভাবের ইচ্ছা পোষণ করে, পা গুলো অবৈধ পথের দিকে চলার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। অপরদিকে যদি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে তবে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শান্তি বজায় থাকে। তখন সেগুলো না কোন মন্দ কাজের আগ্রহ প্রকাশ করে, না মন্দ বিষয় দেখে সন্তুষ্ট হয়। উস্তাদ আবূ জাফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র বাণী হচ্ছে, "যদি পেট ক্ষুধার্ত থাকে তবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো দূর্বল থাকার কারণে শান্তিতে থাকে, কোন জিনিসের দাবি করে না। যদি পেট ভরা হয়, তখন অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি বিভিন্ন মন্দ কাজের প্রতি ধাবিত হয়।" (মিন্‌হাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-৯২)

হালকা পাতলা শরীরের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا হতে বর্ণিত নবিয়্যে করীম, রাঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমায়েছেন, "আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় ঐ বান্দা, যে কম আহারকারী ও হালকা-পাতলা শরীরের অধিকারী।"

(আল্ জামিউ'স্‌সাগীর, পৃষ্ঠা-২০, হাদীস নং-২২১)

নারী পুরুষের ওজন কতটুকু হওয়া উচিত

অধিক খাওয়ার একটি প্রধান বিপদ হচ্ছে, শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া। আর পেট বের হওয়াও তো আছে। আজকাল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ওজনের পরিমাণ নিজ নিজ শারীরিক উচ্চতা অনুযায়ী হয়ে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

থাকে। মধ্যম আকৃতির (সাড়ে পাঁচ ফুট অর্থাৎ ৬৬ ইঞ্চি লম্বা) পুরুষের ওজন ১৫০ পাউন্ড (৬৮ কেজি) ও মধ্যম আকৃতির (সোয়া পাঁচ ফুট, অর্থাৎ - ৬৩ ইঞ্চি লম্বা) মহিলার ওজন ১৩০ পাউন্ড (অর্থাৎ - ৫৯ কেজি) থেকে কখনো বেড়ে যাওয়া উচিত নয়। নিজের শারীরিক উচ্চতা মেপে উপরে দেয়া পরিমাপ অনুসারে যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের ওজনের হিসাব করে নিতে পারেন।

সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ওজন

যে যতটুকু দীর্ঘাকৃতির হবে, সে হিসাবে তার ওজনও বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সৃষ্টির শুরুতে মানুষের শারীরিক আকৃতি অনেক বড় হত। এ হিসাবে ওজনও অধিক হত। যেমন- প্রখ্যাত মুফাস্‌সির মুফ্‌তি আহ্‌মদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, আযীযে মিসর, মিসরের বাজার থেকে হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে এভাবে ক্রয় করেছেন যে, তাঁর عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ওজনের সম পরিমাণ স্বর্ণ, ঐ পরিমাণ রূপা, তাতারী মেশক, মণি-মুক্তা ও রেশমী কাপড় দিলেন। ঐ সময় তাঁর عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ওজন চারশত রাতাল (এক রাত্বালের পরিমাণ আধা সেরের সমান, এ হিসাবে) পাঁচ মণ ছিল। আর তখন তাঁর পবিত্র বয়স ছিল ১২ বছর। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সুটাম ও সীমাহীন সুন্দর ছিলেন। আর তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের ওজন অনুসারে নিশ্চয় দীর্ঘাকৃতিরই অধিকারী ছিলেন। (নুরুল ইর্‌ফান, পৃষ্ঠা-৩৭৮)

মোটা হওয়ার কারণসমূহ

মনে রাখবেন! যে বেচারা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাকে দেখে হাসা, ঠাট্টা করা, অথবা শরীআত অনুমোদন ব্যতীত যে কোন ভাবে তার মনে কষ্ট দেয়া হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। এছাড়া এটাও আবশ্যক নয় যে, শুধু অধিক পানাহারের কারণে পেট বের হয়ে যায়। অনেক পেট ভরে খাওয়া ব্যক্তিও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হালকা-পাতলা হয়ে থাকে। যা হোক বসে বসে দীর্ঘক্ষণ লেখা-পড়া করার কারণে বা অফিসিয়াল কাজ করাতে, হেঁটে চলার পরিবর্তে শুধু মোটর সাইকেল বা কার ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে সফর করাতে, চার যানু হয়ে বসে খাবার খাওয়াতে, চেয়ার টেবিলে পা লটকিয়ে খাবার খাওয়াতে, প্রচন্ড গরম খাবার খাওয়াতে, শরীরের ওজন প্রায় সময় বাম দিকে রাখাতে, যেমন - বসাবস্থায় অথবা খাবার খাওয়াবস্থায় বাম হাতে মাটিতে ভর দিয়ে, দেয়াল ইত্যাদিতে বাম পার্শ্ব দিয়ে হেলান দেয়ার অভ্যাস ইত্যাদির কারণেও পেট ও শারীরিক ওজন বাড়তে পারে। যে পেটের কুফলে মদীনার উপর আমল করে না অর্থাৎ খুব ভালভাবে পেট ভর্তি করে খায়, PIZZA পরাটা ও নানা প্রকারের তেল ও ঘিয়ে ভরা খাদ্য অনবরত গিলতে থাকে, আইসক্রীম ও ঠান্ডা পানীয়ও পেটে ভরতে থাকে আর তার ওজনও বেশী এবং পেটও বের হয়ে আসে। তবে তার এটা বুঝা উচিত যে, আমি নিজেই আমার ওজন বাড়িয়েছি। লোকেরা সম্ভবত ঠান্ডা পানীয় সামগ্রীকে ক্ষতিকারক নয় মনে করে, অথচ ২৫০ মিলি লিটারের একটি ঠান্ডা পানীয়'র বোতলে প্রায় সাত চামচ চিনি থাকে। আর আইসক্রীম তো একটি "চিনি বোমা"। ভারী শরীরধারী ব্যক্তিকেতো ঠান্ডা পানীয় বোতল আইসক্রীমের দিকে দৃষ্টি দেয়াও অনুচিত। কারণ এটা তার জন্য একটি মিষ্টি বিষ! বিশেষতঃ তিনটি বস্তু শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে।

(১) ময়দা (২) চর্বি জাতীয় জিনিস (৩) মিষ্টি জাতীয় জিনিস। আমাদের প্রায় প্রতিটি খাদ্যে এ তিনটি বস্তু পাওয়া যায়। মানুষের শরীরের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ হওয়াও আবশ্যক। কারো রক্তে সুগার বেড়ে গেলে যেমন অসুস্থ হয়ে থাকে আবার যার প্রয়োজনের চেয়ে সুগার কম হয়ে যায় সেও অসুস্থ হয়ে যায়। তাই যে পেট ভরে আহারকারী হবে, তার পেটে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

এ তিনটি বস্তুর পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রবেশ করবে। যার ফলে তার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর একারণে অনেক রোগ-ব্যাধিও হওয়া শুরু করবে। অনেকের কুদরতী ভাবে শারীরিক গঠন এরূপ হয়ে থাকে যে, তারা যতই আহার করুক না কেন শরীর বৃদ্ধি পায় না। হালকা-পাতলাই থেকে যায়। এর মানে নিশ্চয় এটা নয় যে, তাদের কোন রূপ ক্ষতিসাধন করেনা। এসব লোকেরাও অধিক খাবার খাওয়াতে পেটের গন্ডগোল ও হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে হৃদরোগের কারণ যদিও অধিক খাবার খাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু টেনশানের কারণেও হৃদরোগ হতে পারে এবং এতে মানুষ হার্ট-ফেলও করতে পারে। যদি যৌবনেই ময়দা, চর্বি জাতীয় দ্রব্য ও মিষ্টি জাতীয় বস্তু খাওয়া কমিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বেঁচে থাকলে বৃদ্ধ বয়সে তা উপকারে আসতে পারে।

যৌবনের সংজ্ঞা

অভিধান অনুযায়ী (প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া থেকে নিয়ে) ৩০ থেকে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষ যুবক অবস্থায় থাকে ৪০ থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যৌবন ও বৃদ্ধকালের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ - প্রৌঢ় বা মধ্য বয়সী আর এরপর বৃদ্ধ কাল এসে যায়। উত্তমতো এটাই যে, একদিনের শিশুর খাদ্যেও সতর্কতা অবলম্বন করা। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক হতেই খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রতি মনযোগ বৃদ্ধি করা। যদি ৩০ বৎসর বয়সী হওয়ার পরও যাই হাতের কাছে আসে তাই খেতে শুরু করে, তবে এর প্রতিক্রিয়া নিজেই দেখতে পাবে। আর যতই বয়স বাড়তে থাকবে রোগ-ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করা শুরু করবে।

যদি কেউ ৫০ বৎসর বয়সী হয়ে যাওয়ার পরও সবকিছু আহার করে তবে মূলত যেন তিনি বলছেন, "আবেল মুঝে মার" (ষাঁড়, আমায় মার) এ ধরণের মানুষের সুগার, কলষ্ট্রোরল ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ৩০ বৎসর বয়সের পর প্রায়ই রক্তের মাঝে রোগ-ব্যাধি জন্ম নিতে শুরু করে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

সুতরাং ছয়মাস পর পর বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা করানো উত্তম। আর যদি কোন রোগ পাওয়া যায় তবে চিকিৎসা করানোর সাথে সাথে প্রতি দেড় মাস পর পর সেটার টেষ্ট করানো উচিত। এটা ভেবে টেষ্ট না করানো মারাত্মক ভুল যে, কোন রোগ ধরা পড়লে টেনশান শুরু হবে। এটা মনে রাখবেন যে, রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে উদাসীন হওয়াটা রোগের প্রতিকার নয়। উদাসীনতা ভবিষ্যতে ভীষণ ক্ষতির কারণ হতে পারে। বাকী রইল যে, এ বয়সের অনেকেরই হঠাৎ হার্টএ্যাটাকই হয়ে যায়। মুখের অর্ধাঙ্গ ও প্যারালাইসিস রোগের অভিযোগও অনেক রয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না করেন।

আমিন! বিজাহিন নবীয়্যিল আমিন! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

PIZZA এর ক্ষতি সমূহ

PIZZA ও তৈল, ঘি দ্বারা প্রস্তুত বাজারের বিভিন্ন খাবার (FAST FOOD) খুব দ্রুত শরীরে মেদ সৃষ্টি করে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য সীমাহীন ক্ষতিকারক। বাজারের খাবার সমূহে প্রায়ই নিম্নমানের ও অনেকদিনের পঁচা বস্তুও ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে (FUNGUS) নামক জীবাণু বিস্তার লাভ করে। যে কারণে ফুড পয়জনে'র শিকার হয়ে রোগাক্রান্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আ'রব আমারাত অর্থাৎ - মধ্য প্রাচ্যে) যেখানে হোটেলের খাবারের মান খুবই উন্নত মনে করা হয়, সেখানকার ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা "খালীজ টাইমজ" এর ২০০৪ সালের ৪ই আগষ্ট সংখ্যার একটি সমালোচনামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সংযুক্ত আ'রব আমীরাতের রাজধানী আবূধাবীর হোটেল গুলোর ফাষ্ট ফুড অর্থাৎ তৈল, ঘি দ্বারা প্রস্তুত খাবার ও বিশেষতঃ PIZZA এর ব্যাপারে সীমাহীন নিন্দা করা হয়েছে। পত্রিকার ভাষ্যমতে (সারাংশ এ যে) আবূধাবীর প্রায় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সপ্তাহে তিন থেকে চারজন রোগী এমনই আসছে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

যারা PIZZA ইত্যাদি খাওয়ার কারণে ফুড পয়জনে আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের রোগের মধ্যে বমি, ডায়রিয়া, বদহজম, জ্বর, দুর্বলতা ও বিষন্নতা ইত্যাদি রয়েছে। এক ডাক্তার বলেন, আগের সপ্তায় আমার নিকট তিনজন রোগী এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই PIZZA খেয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন দু'দিন পর্যন্ত ক্লিনিকে ছিল। এ রিপোর্টে আরো অনেক ডাক্তারের বক্তব্য ছিল। প্রত্যেকের অভিমতের মূল কথা এটাই ছিল যে, বাজারজাতকৃত খাদ্য ও PIZZA ইত্যাদি খাওয়া মানে রোগ-ব্যাধিকে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! PIZZA ফাষ্ট ফুড ও ঘিয়ে ভাজা খাবার খাওয়াতে রক্তের মধ্যে কলষ্ট্রোলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কলষ্ট্রোলের প্রভাব রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রগগুলোকে শক্ত ও সংকীর্ণও করে ফেলে। যার কারণে সর্বদা সরাসরি হৃদপিন্ডের ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা থাকে। যদি রোগীর এর সাথে সুগারও থাকে এবং তিনি যদি ধূমপানেও অভ্যস্ত হন, তবে STROKE হওয়ার আরো অধিক আশংকা থাকে। শারীরিক সুস্থতার জন্য নির্ভেজাল ও টাটকা খাবার আর ওজনের সাদৃশ্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এতে মেদ বৃদ্ধি ও অপ্রয়োজনীয় কলষ্ট্রোল আয়ত্বে রাখতে সহজ হয়।

এক PIZZA আহারকারীর ঘটনা

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি হালকা-পাতলা ছিলাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত লাভের পূর্বে মডার্ণ প্রকৃতির বন্ধুদের সংস্পর্শে ছিলাম। আমাদের বন্ধুমহলে খাবারের প্রতিযোগীতা হত। আর আমি প্রায়ই সবচেয়ে অধিক পরিমাণ খাবার খাওয়াতে সফলকাম হতাম। কিন্তু এরপরও শরীর পাতলাই ছিল। শেষ পর্যন্ত কেউ আমাকে PIZZA এবং পেপসি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

কোলায় অভ্যস্ত করে দিল। আমি প্রথমবার যখন PIZZA খেলাম তখন সম্ভবত আমার ওজন ৬০ থেকে ৬২ কেজি ছিল। শুরুতে মাসে-দুই মাসে একবার খেতাম। এরপর যখন লালসা বেড়ে গেল তখন সপ্তাহে একবার কখনো দুই বার খেয়ে নিতাম। এর সাথে পেপসি অথবা কোন কোলা অর্থাৎ কালো রংয়ের পানীয়, যেমন কোকা-কোলা ইত্যাদি ও MAYONNAISE (অর্থাৎ এক ধরণের বিশেষ চর্বিযুক্ত) চাটনীর মজাও উপভোগ করতাম।

পর্যায়ক্রমে আমার ওজন বাড়তে লাগল আমি এ সুধারণা পোষণ করতে লাগলাম যে, "বাহ! আমারতো দারুন স্বাস্থ্য গঠন হচ্ছে!" আমার কি জানা ছিল যে, স্বাস্থ্য গঠনের পরিবর্তে ধ্বংসই হতে চলেছি। আমার কি এটা উপলব্ধি ছিল যে, এসব বাজারের PIZZA রক্তের মধ্যে COLESTROL মিশ্রণ করতে করতে আমার হৃদপিন্ডের ক্ষতি সাধন করছে। আর আহ! ৬০ কেজি হতে বাড়তে বাড়তে আমার ওজন ৯৫ কেজিতে গিয়ে দাঁড়াল। আমি মোটা হয়ে গেলাম আর আমার পেট ফোলে ঢোল হয়ে গেল। রক্তের মধ্যে কোলেষ্ট্রল বৃদ্ধি পেল আর অনেক রোগ স্থায়ীভাবে আমার পিছু নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সৌভাগ্যক্রমে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে পেটের কুফ্‌লে মাদীনার উপর আমলের ফযীলত শুনে আমার এমন মন-মানসিকতার সৃষ্টি হলো, আর আমি কম খাওয়া শুরু করলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কিছু দিনের মধ্যেই (বর্ণনা সময় পর্যন্ত) আমার ৫ কেজি ওজন কমে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের মধ্যে সজীবতা ও হালকাভাব অনুভব করছি। আমাকে অনেক জায়গায় সফর করতে হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। যেহেতু পেটের কুফ্‌লে মাদীনা পাকস্থলীকে আশ্চর্য্যজনকভাবে সঠিক করে কোষ্ঠকাঠিণ্য ইত্যাদি সমূলে বিনাশ করে ফেলে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

সুতরাং সবচয়ে বড় উপকার এটা হয়েছে যে, সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার "মাদানী ইন্‌'আম" এর উপর আমল শুরু হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের ঘরে জব শরীফের রুটি বানানোরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দু'আ করবেন যেন আমি এ মাদানী পরিবেশে সারাজীবন থাকতে পারি আর যেন প্রত্যেক মুসলমানের পেটের কুফ্‌লে মাদীনা সম্পর্কে জ্ঞান এসে যায়। এখন PIZZA ইত্যাদির ব্যাপারে আমার অভিমত হচ্ছে যে, "কাউকে PIZZA পেপসি, কোলা ও কোকাকোলা ইত্যাদি পান করার অভ্যাস করানো বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতা"।

মোটা স্বাস্থ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

রব্বে্ যুলজালাল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পেটের কুফলে মাদীনা লাগানোবস্থায় খাবার কম খাওয়ার অভ্যাস করাতে ওজন বৃদ্ধি ও অনেক রোগ ব্যাধি হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ শুনে সতর্কতা অবলম্বনের পরিবর্তে কতইনা উত্তম হত, যদি ডাক্তারদেরও ডাক্তার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ নির্দেশের আলোকে আমরা এখন থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা আরম্ভ করতাম। এমনকি তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী, "মানুষ নিজের পেট থেকে অধিক মন্দ (অন্য কোন) পাত্র পূর্ণ করেনা, মানুষের জন্য কয়েক গ্রাস খাবার যথেষ্ট, যা তার পিটকে সোজা রাখবে। যদি এরূপ করতে না পারে তবে এক তৃতীয়াংশ (১/৩) খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ বাতাসের জন্য হওয়া চাই।

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৪৮, হাদীস নং - ৩৩৪৯)

প্রথমে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন

যাদের ওজন বেশি রয়েছে তাদের প্রতি পরামর্শমূলক আরয করছি যে, কোন ল্যাবরেট্রীতে গিয়ে হৃদরোগ সংক্ষান্ত চারটি রক্ত পরীক্ষা, যেটাকে LIPID

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

PROFILE (লিপিড প্রোফাইল) বলা হয়, তা করিয়ে নিন। এতে ক্লোষ্টরলের টেষ্টও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। চৌদ্দ ঘন্টা খালি পেটে থাকার পর ক্লোস্টরলের টেষ্ট করালে এর ফলাফল সঠিক থাকে। সুগার টেষ্ট করিয়ে নিন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযাহ্ রেখে সূর্যাস্তের পূর্বে এচারটি টেষ্ট করে নেয়া যায়। এরপর ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের ওজন কমানোর ব্যাপারে চেষ্টা করুন। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিরও প্রতি ছয়মাস পরপর এ পরীক্ষাগুলো করিয়ে নেয়া কল্যাণকর। যাতে রোগ বিস্তৃতি লাভ করার আগেই প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

মেদ বিশিষ্ট শরীরের চিকিৎসা

ওজন কমানোর জন্য সবজি সমূহ (আলু ইত্যাদি বাত সৃষ্টিকারী বস্তু ব্যতীত) উত্তম নে'মত। তবে যেন শুধুমাত্র পানি দিয়ে সিদ্ধ করা হয় অথবা একজনের জন্য যেন শুধু এক চা চামচ পরিমাণ হিসাব করে যায়তূন শরীফের তেল (অলিভ অয়েল) দিয়ে রান্না করা হয়। হলুদ, মরিচ মসল্লা দিতে পারবেন। প্রতিদিন এক গ্রাম (অর্থাৎ-এক চিমটি) পরিমাণ হলুদ প্রত্যেকের খাওয়া উচিত। এতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ক্যান্সার হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক বেলার খাবার উপরোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী রান্নাকৃত সবজির কমপক্ষে পূর্ণ এক বাসন খাবেন।

যদি রুটি ও ভাত ইত্যাদি খাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে শুধুমাত্র অর্ধেক চাপাতি, শুধু আধা কাপ সাদা ভাত, ছোট্ট একখানা গোস্তের টুকরা, আম খেতে হলে, তবে সারা দিনে শুধু আধা আম, চা পান করতে চাইলে, তবে "ইস্কিম্ড মিল্ক" এর বিস্বাদই পান করে নিন। যদি তা পান করতে না পারেন, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এক কাপ চায়ের মধ্যে Canderel (কেন্ডিরিল) এর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

একটি বড়ি মিশান। যদি ডায়াবেটিক থাকে, তবে চিনির পরিবর্তে চায়ে পরিমাণ মত মধু দিতে পারেন। সালাদ, শশা, ক্ষীরা, ইত্যাদিও বেশী পরিমাণে ব্যবহার করুন। সব ধরণের খাবারে ও তরকারী ইত্যাদিতে যায়তূন শরীফের তেল (অলিভ অয়েল) ব্যবহারই উত্তম হবে।

অন্যথায় CORN OIL (ভুট্টা তেল), তাও সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করুন। খাবারের পূর্বে তরকারীর পেয়ালার উপর থেকে চামচ দিয়ে তেল, ঘি এমনভাবে নিয়ে ফেলুন যাতে এক ফোঁটাও অবশিষ্ট না থাকে। তবে শরয়ী অনুমোদন ছাড়া এ তেল, ঘি ফেলে দেয়া অপচয় ও গুনাহ্। এগুলো পুনরায় রান্নার কাজে ব্যবহার করুন। ভাত, গরু-ছাগলের গোস্ত, ঘি, মাখন, ডিমের জর্দা, কেক পেষ্টি, কোকো চকলেট ও টফি, বেকারীর তেলে ভাজা খাদ্যসামগ্রী, ক্রীম লাগানো অথবা মিষ্টি জাতীয় খাবার, মিষ্টি, আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয়, বেগুনী বা বেসন মিশিয়ে তৈরী খাবার, কাবাব চমুচা ইত্যাদি ঐ ধরণের প্রতিটি বস্তু যাতে ময়দা, চর্বি বা মিষ্টতা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা থেকে বেঁচে থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ওজন কমতে শুরু করবে।

আর আপনি اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মার্ট হয়ে যাবেন। ডাক্তারদের নিকট "খাদ্য তালিকা" পাওয়া যায়, এর মাধ্যমেও ওজনের সাদৃশ্য ঠিক রাখতে পারেন। নিজের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওজন কমানো খুবই উত্তম পন্থা। যথাসম্ভব এক ডাক্তারের কাছ থেকেই সর্বদা চিকিৎসা করানো উচিত। এতে এ উপকার হবে যে, ডাক্তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবেন। চিকিৎসা উত্তম পন্থায় করা সম্ভব হবে। আর যদি ডাক্তার বদলাতে থাকেন, তাহলে প্রতিটি নতুন ডাক্তার প্রথম থেকে চিকিৎসা করা শুরু করবেন আর আপনি বারবার প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির বস্তুতে পরিণত হবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

কোষ্ঠকাঠিণ্যের চারটি চিকিৎসা

কূতুল কুলূব এর ২য় খন্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রয়েছে যে, ছয় ঘন্টার পূর্বেই যদি খাবার বের হয়ে আসে (অর্থাৎ পায়খানা হয়ে যায়) তবে বুঝতে হবে পাকস্থলী অসুস্থ। আর যদি চব্বিশ ঘন্টার সময় ধরে পায়খানা না হয় তবেও বুঝে নেবেন যে, পাকস্থলী অসুস্থ হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জোড়ার ব্যথা, পেটের বায়ু বের না হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। যেভাবে খালে প্রবাহমান পানি যদি বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে খালের দু'পার্শ্বের ক্ষতি হয়ে থাকে এবং দু'পার্শ্ব ভেঙ্গে পানি প্রবাহিত হয়। অনুরূপভাবে প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ করে রাখাতে শরীরের ক্ষতি হয়ে থাকে। নিজের হজম শক্তি ঠিক রাখুন। অন্যথায় মেদ বৃদ্ধির চিকিৎসা করা কঠিন হবে। শাক-সবজি ও ফল-মূল খাবেন। যদি কোষ্ঠকাঠিণ্য থাকে তবে (১) চার, পাঁচটি পাঁকা পেয়ারা বীচিসহ অথবা (২) যতটুকু সম্ভব পেঁপে খাবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেট পরিস্কার হয়ে যাবে। (৩) প্রতি চার দিন পরপর চার চামচ ইসবগোলের ভূষি বা এক চামচ যেকোন হজমচূর্ণ পানির সাথে মিশিয়ে পান করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পেট পরিস্কার হতে থাকবে। প্রতিদিন যদি ইসবগোল বা হজমচূর্ণ ব্যবহার করেন তবে প্রায়ই এটার প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। (৪) যদি আপনার ডাক্তার অনুমতি দেন, তাহলে দু'তিন মাস পর পর পাঁচদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা একটি করে (গ্রামিক্স) ৪০০ মিলিগ্রামের GRAMEX 400 M.G (METRO MDAJOLE) ব্যবহার করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমী ইত্যাদি রোগ ও পেটের সুস্থতার জন্য اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ উত্তম ঔষধ হিসেবে পাবেন। কিন্তু যখনই এ টেবলেট খাওয়া শুরু করবেন, তখন একাধারে পাঁচদিন পূর্ণ করা জরুরী। খালি পেটেও খেতে পারেন। বদহজমীর সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে পেটের কুফ্‌লে মদীনা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

অসময়ে নিদ্রা আসার প্রতিকার

এক গ্লাস পানি (কুসুম গরম হওয়া উত্তম)-তে এক চামচ মধু মিশিয়ে খালি পেটে (অর্থাৎ সকালে কিছু খাওয়ার পূর্বে) ও রোযাবস্থায় ইফতারের সময় নিয়মিত ব্যবহার করুন, মেদ বৃদ্ধিসহ অনেক রোগ বিশেষ করে পেটের রোগ হতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ রক্ষা পাবেন। এর সাথে এক বা আধা টুকরা লেবুর রসও মিশিয়ে নেয়াটা অধিক উত্তম। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এতে উপকার আরো বৃদ্ধি পাবে। যদি পড়তে পড়তে কিংবা ই'জতিমা' ইত্যাদিতে বসে বসে অসময়ে ঘুম এসে যায়, তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা

সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা - আল্লাহ্‌র হাবীব, হাবীবে লবীব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবিবেচনামূলক বাণী হচ্ছে "ক্ষুধাকে তিন ভাগ করে নেয়া যায়। এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস (দ্বারা পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা উচিত)।" যদি খাবারের মধ্যে এ নিয়ম পালন করা হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কখনো শরীর (অতিরিক্ত) মোটা হবে না এবং কখনো বায়ু, বাত, পেটের গন্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগও হবে না। কিন্তু হায়! স্বাদ গ্রহণকারী নফসের টাল-বাহানাইতো মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

آئینِ نَو سے ڈرنا طرزِ کُہن پہ اڑنا
منزِل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

আ-ইনে নও ছে ঢরনা তরযে কুহান পে আড়না,
মনযিল ইয়েহী কঠিন হায় কওমু কি জিন্দেগী মে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

বেশি খাওয়াতে যে সকল রোগের সৃষ্টি হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেটের কুফ্‌লে মাদীনা লাগানোর পরিবর্তে বেশি খাবার খাওয়াতে পেট খারাপ হয়ে যায়। প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিণ্য হয়ে থাকে। প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, অর্থাৎ-কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ-ব্যধির মা।" ডাক্তারদের কথা অনুযায়ী ৮০ শতাংশ রোগ পেট খারাপ হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। এ সব রোগের মধ্যে ১২ প্রকার হচ্ছে এগুলো (১) মস্তিষ্কের রোগ (২) চোখের রোগ (৩) জিহবা ও গলার রোগ (৪) বক্ষ ও ফুসফুসের রোগ (৫) অর্ধাঙ্গ ও মুখের অর্ধাঙ্গ (৬) শরীরের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া (৭) সুউার (৮) উচ্চ রক্ত চাপ (৯) মাথার মগজের রগ ফেঁটে যাওয়া (১০) মানসিক রোগ (অর্থাৎ - পাগল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) (১১) কলিজা ও পিত্তের রোগ (১২) হতাশাজনিত রোগ।

সুস্থ থাকার উপায়

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে সালিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, যদি কেউ গমের তৈরী শুকনো রুটি নিয়মানুসারে খায়, তাহলে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন রোগ তার কাছে আসতে পারবেনা, অর্থাৎ-কখনো সে রোগাক্রান্ত হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নিয়ম কিরূপ? বললেন - ক্ষুধা লাগলে খাবেন আর পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বে হাত গুটিয়ে নেবেন। (ইহ্‌ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৫)

نا سمجھ بیمار کو اَمرت بھی زَہر آمیز ہے
...
سچ یہی ہے سو دَواء کی اِک دوا پرہیز ہے

না ছমজ বীমার কো আমরত ভি যহর আ-মীয হে,
সছ ইয়েহী হে সো দাওয়া কি এক দাওয়া পর হিয হে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ক্ষুধার পরিচয়

সুন্নাত এটাই যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার না খাওয়া। শুধুমাত্র খাবার খাওয়ার ইচ্ছা হলে খাবার খেয়ে নেয়া অথবা ক্ষুধা না লাগা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে আবশ্যিকভাবে খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বরং ক্ষুধার পরিচয় দিতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "ক্ষুধার আলামত হল শুধু রুটি হাতে আসতেই তরকারী ব্যতিত আগ্রহ সহকারে খাবার শুরু করে দেয়া। মোট কথা যখনই রুটি হাতে এসে যায় তা আগ্রহভরে খেয়ে নেয়া আর যদি নফস শুধু রুটি চায় না, বরং রুটির সাথে তরকারীও বায়না ধরে তবে মনে করবেন যে, এখনো ভালভাবে ক্ষুধা লাগেনি।

(ইহ্ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৭)

ক্ষুধার চেয়ে বেশি খাওয়া

ক্ষুধার চেয়ে বেশি খাওয়া হারাম। বেশি অর্থ এযে, এতটুকু খেয়ে নেয়া যে, পেট খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন - ডায়রিয়া হয়ে যাবে এবং শরীর খারাপ হয়ে যাবে। (বাহারে শারীআ'ত, খন্ড-১৬তম, পৃষ্ঠা-৩০)

প্রত্যেকের খাদ্যের পরিমাণ এক রকম হয় না

কাউকে বেশি খেতে দেখে তাকে নিকৃষ্ট মনে করা কিংবা তার সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা জায়িয নেই। কারণ প্রথমত পেট ভরে খাওয়া কোন গুনাহের কাজ নয় আর এটাও হতে পারে যে, তার শরীরের চাহিদা বেশি তাই তার খাবার পরিমাণও বেশী। কথাটা শুনে আপনি আশ্চর্য হলেন জ্বী হ্যাঁ যেভাবে প্রত্যেকের ঘুম এক রকম নয়, অর্থাৎ কেউ দু'ঘন্টা আরাম করে নেয়াতে সারাদিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় আর কেউ যদি দশ ঘন্টাও ঘুমিয়ে নেয় তারপরও অলসতাই অলসতা থেকে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

অনুরূপভাবে খাদ্যের ব্যাপারেও অর্থাৎ কারো শুধুমাত্র একটি রুটিতে পেট ভরে যায় আর কেউ চার বা পাঁচটি রুটি খাওয়ার পরও পরিতৃপ্ত হয় না। তাই এখন যদি পাঁচটি রুটি আহারকারী তিনটি রুটি খায় তবে নিশ্চয় সে ক্ষুধা থেকে কম খেল। আর একটি রুটি আহারকারীর তুলনায় কোরবানী দেয়া ব্যাপারে সে এগিয়ে রয়েছে। যা হোক অন্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার পরিবর্তে নিজের আ'মলের বিচার বিশ্লেষণ করাতেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে। কারণ যখন কারো দিকে একটি আঙ্গুল ইশারা করা হয় তখন তিনটি আঙ্গুলের মুখ এমনিই নিজের দিকে হয়ে যায়। মূলত এ থেকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্যের সমালোচনা করার পরিবর্তে নিজের দিকে দৃষ্টি দাও।

حِرص کھانے کی دور کر یاربّ! عَزَّوَجَلَّ
قلب کو نور نور کر یاربّ! عَزَّوَجَلَّ
بد گُمانی کی خُو نکل جائے
دُور دل سے غُرور کر یاربّ! عَزَّوَجَلَّ

হিরস্ খানে কি দূর কর ইয়া রব!
কলব কো নূর নূর কর ইয়া রব!
বদ গুমানী কি খু নিকাল যায়ে,
দূর দিল ছে গুরুর কর ইয়া রব!

অধিক আহারকারীর মনে কষ্ট দেয়া হারাম

অধিক আহারকারী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শরীআ'ত অনুমোদন ছাড়া তিরস্কার করে তার মনে কষ্ট দেয়া কাবীরা গুনাহ্ এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। অনেক সময় বেশী পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজনের তাগিদেও হয়ে থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

যেমন গাভীর ন্যায় ক্ষুধা নামক রোগীকে এত বেশী ক্ষুধা লাগে যে, যতই খাবার খায় না কেন তবুও ক্ষুধার অনুভূতি শেষ হয় না! মন চায়না তবুও বারংবার খেতে হয়। অনুরূপভাবে পাকস্থলীতে আলসার হয়ে পেট খালী থাকলে কষ্ট হয় সুতরাং কিছু না কিছু খেয়ে থাকতে হয়। যাহোক যদি কেউ বেশী খায়, তার ব্যাপারেও ভাল ধারণা পোষণ করা জরুরী। কেননা কম খাওয়া মুস্তাহাব। অপরদিকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা হারাম।

পেট পূর্ণ করে পানি পান করা

প্রচন্ড গরমের দিনে, রোযা অবস্থায়, প্রচন্ড পিপাসার্ত এবং ইফতারের সময় পিপাসা নিবারণের জন্য ঠান্ডা পানি ও মিষ্টি মধুর শরবতও যদি মওজুদ থাকে তবুও এমন অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শরবত বাদ দিয়ে পানিও এতটুকু কম পান করা যেন পিপাসা নিবারণ না হয়, এটা খুবই উত্তম আ'মল ও তাক্বওয়াবানদের নিয়ম আর যদি কেউ এতটুকু পানি পান করে নেয় যে, পিপাসা নিবারণ হয়ে যায় তবে এতে কোনরূপ গুনাহ্ নেই। গুর্দা বা প্লীহা'র পাথর ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হয়। আর এমনিতেই পরিতৃপ্ত (অর্থাৎ এতটুকু পানি পান করা যে, পিপাসা নিবারণ হয়ে যায়) হওয়ার পর জোর করে আরো পানি পান করে নেয়া আত্মার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়। যম্‌যম্ শরীফের পানির ব্যাপারটাইতো অন্য রকম। "এ পানি ইবাদাতের নিয়্যাতে দেখলে এক বৎসরের ই'বাদতের সাওয়াব লাভ হয়। তা পান করে যে দু'আই করা হয় তা কবূল হয়।"

(আল্ মাস্‌লাকুল মুতাক্বাসসিতুল মা'রূফ মানাসিকুল মুল্লা আ'লী ক্বারী, পৃষ্ঠা-৪৯৫)

সাওয়াব অর্জনের নিয়্যাতে তা পেট পূর্ণ করে পান করা উচিত। মুহ্‌সিনে আহ্‌লে সুন্নত, সাদরুশ শরীআ, বাদরুত তারীকা হযরত আল্লামা মওলানা মুফ্‌তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, সেখানে যখন পান

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

করবেন, পেট ভরে পান করবেন। হাদীসে পাকে রয়েছে, আমাদের ও মুনাফিক্বদের মধ্যে পার্থক্য এযে, তারা যম্‌যম্ শরীফের পানি পেট ভরে পান করে না। (বাহারে শারীআ'ত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা - ৪৭, আল মুসতাদরিক লিল হাকিম খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪৬, হাদীস নং-১৭৩৮)

یہ زم زم اُس لئے ہے جس لئے اس کو پئے کوئی
اِسی زم زم میں جنّت ہے اِسی زم زم میں کوثر ہے

ইয়ে জমজম উছ লিয়ে হায় জিস লিয়ে উস্ কো পিয়ে কো-য়ি,
ইছি জমজম মে জান্নাত হায় ইছি জমজম মে কাউছার হে।

পায়ে হাঁটুন

ফিজিও থেরাপিষ্টের সাথে পরামর্শ করে নিজের বয়স অনুসারে প্রতিদিন হালকা পাতলা ব্যায়াম করা উচিত। এছাড়া রাতে খাওয়ার পর ডাক্তারদের মতে কমপক্ষে একশত পঞ্চাশ কদম পায়ে হাঁটা উচিত। আমার মাদানী মাশ্‌ওয়ারা (পরামর্শ) হচ্ছে যে, হাঁটতে হাঁটতে কমপক্ষে চল্লিশ বার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد এ দুরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ একশত পঞ্চাশের চেয়ে অধিক কদম হাঁটা হয়ে যাবে। প্রত্যেককেই প্রতিদিন এক ঘন্টা পায়ে হাঁটা উচিত। যার একেবারে অভ্যাস নেই, সে প্রথমদিকে শুধু বার মিনিট যেন হাঁটে অথবা হাঁটতে হাঁটতে صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد ৩১৩ বার যেন পাঠ করে এবং শুরু ও শেষে একবার করে وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّم পাঠ করে নেন। একটু ধীর স্থির ভাবে পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এক কিলোমিটার হাটা হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়াতে বাড়াতে ৩০ দিনের মধ্যেই প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটার ব্যবস্থা করে নিন। ইসলামী বোনেরা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই টহল দিন। নিজের ওয়াযীফা গুলো বসে বসে পড়ার পরিবর্তে হাঁটা-চলায় পড়ার অভ্যাস করে নিন। আমার অনুরোধ গ্রহণ করে পায়ে হাঁটুন অন্যথায় খোদা-না করুন, ডাক্তারের কথায় যেন আবার অনুশোচনা ও টেনশনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হাঁটার পরিবর্তে দৌড়াতে না হয়।

সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা

তৃতীয় পারার সূরাতুল বাকারার সর্বশেষ আয়াতে কারীমার মধ্যে খোদায়ে রহমান এর রহমতপূর্ণ বাণী -

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর বোঝা অপর্ণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৬, পারা-৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আল্লাহ কারো উপর তার শক্তির অধিক বোঝা চাপিয়ে দেননা। কিন্তু আফসোস শত কোটি আফসোস! ঐ লোভী ব্যক্তির জন্য, যে নফসের স্বাদের জন্য একেতো খাবার পেট ভর্তি করে খায় অপরদিকে শরীরের চাহিদার অতিরিক্ত শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণের জন্য রাত-দিনের বিভিন্ন সময়েও এটা সেটা বিভিন্ন কিছু খেয়ে নিজের পাকস্থলীর উপর সেটার শক্তির অধিক বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকে। উদারণস্বরূপ বলা যায় যে, যে ব্যক্তি একমণ নিতে পারবে তাকে যদি আড়াই মণ তুলে দেয়া হয় তবে সে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবে। অনুরূপভাবে পাকস্থলীর কাজেরও একটি সীমা আছে। যদি ভালভাবে চাবানো ছাড়া অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য এতে দেয়া হয় তবে বেচারা অবশেষে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

বস্তুগুলো কিভাবে হজম করতে পারবে? ফলে হজমের ব্যবস্থাপনায় ওলট-পালট অবস্থা হয়ে যাবে। পাকস্থলী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে আর এরপর সমস্ত শরীরকে রোগ-ব্যাধি সরবরাহ করা শুরু করবে। যেমন - তবীবোঁ কে তবীব, মাহ্বূবে রব্বে্ মুজীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিকমাতপূর্ণ বাণী রয়েছে, পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের হাওজ বা কোয়ার ন্যায়, আর শরীরের) নলগুলো (রগগুলো) পাকস্থলীর দিকে ধাবিত রয়েছে। যদি পাকস্থলী সুস্থ থাকে তাহলে রগগুলো (পাকস্থলী হতে) সুস্থতা নিয়ে ফিরে যায় আর যদি পাকস্থলী খারাপ হয় তাহলে রগগুলো রোগ নিয়ে ফিরে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-৬৬, হাদীস নং-৫৭৯৬)

مَرَضِ عِصیاں کی ترقّی سے ہُوا ہوں جاں بَلَب
مجھ کو اچّھا کیجئے حالت مِری اچّھی نہیں

মরজে ইছইয়া কি তরক্কি ছে হুয়া হো জা বলাব,
মুঝ্ কো আচ্ছা কীজিয়ে হালত মেরী আচ্ছি নেহী।

আমি খাবার খুব কম খাই

অনেক ইসলামী ভাই এমন রয়েছে, যারা হয়তো মেদবহুল হয়ে থাকেন কিংবা পেটের রোগে আক্রান্ত। তাদেরকে বলতে শুনা যায়, "আমি খাবার খুব কম খাই"। তাদের মধ্যে অনেকেতো কঠিন হৃদয়ের কারণে মিথ্যা বলাতে নির্ভীক হয়ে থাকে আর কিছু সংখ্যক ভূল ধারণার বশীভূত হয়ে এমন বলে ফেলেন। কিন্তু তাদের সারাদিনের খাদ্যাভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যাবে যে, তারা যেটাকে "কম খানা" বলছেন, তাতে নাস্তায় ডিম পরাটা, মাখন লাগানো বন দুধের সরসহ, হালুয়া, চনাপুরি। অতঃপর সারাদিনের অন্যান্য খাদ্য দু' একটি ঠান্ডা পানীয়ের বোতল, এক আধটা আইসক্রীম, তিন চারবার চা-বিস্কেট, বার্গার, কেক পিস, সামান্য মিষ্টি ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আর এভাবে পাকস্থলীর ধ্বংস

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

প্রক্রিয়া, ওজন বৃদ্ধি অথবা রোগ-ব্যাধির গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। যদি সত্যিই কারো পেট অল্প খাওয়াতে ভর্তি হয়ে যায়, তবে তারও উচিত যে, আরো খাবার কম করে নেয়া। যেন ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে। যেমন পিঁপড়া নিজের (খাওয়ার) "অভ্যাস" থেকে কম করে এবং হাতি নিজের "মণ" (পরিমাণ খাওয়া) থেকে কম করে।

خدا ہم کو سچ بولنے کی دے توفیق عَزَّوَجَلَّ
تو منہ سوچ کر کھولنے کی دے توفیق

খোদা হামকো সাছ বোলনে কি দে তওফিক,
তু মুহ ছৌছ কর খুল্‌নে কি দে তওফিক।

কম আহার করার সতর্কতা

(১) বাবা কিংবা মা যদি নির্দেশ দেন যে, পেট ভরে খেয়ে নাও। তবে তাঁদের আনুগত্য করুন।

(২) যদি কারো চাকরী করেন আর সেখানে কম খেতে চান এমতাবস্থায় যদি কম খাওয়াতে শরীরে দুর্বলতা আসে যার কারণে ভালভাবে কাজ করতে অপারগ হন তাহলে কম খাওয়ার জন্য মালিকের অনুমতি নেওয়া জরুরী।

(৩) অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণে যদি কম-খাওয়ার কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে খেয়ে নিন।

(৪) আপনার মেহমান আপনার সাথে খেতে বসেছেন আর আপনার কম খাওয়ার কারণে এ আশংকা রয়েছে যে, লজ্জায় তিনিও হাত গুটিয়ে নেবেন, তবে সেদিকে লক্ষ্য করে চলুন।

(৫) যদি মেযবান (যার ঘরে খাবার খাচ্ছেন তিনি) অনুরোধ করেন এবং কোন অপারগতা না থাকে, তাহলে ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকাবস্থায় আরো কিছু পরিমাণ খেয়ে নিন কারণ এটা হল ভদ্রতা তদুপরি মুসলমানের অন্তরকে খুশী করা সাওয়াবের কাজ। আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনন্দদায়ক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি মুসলমানের পরিবার-পরিজনদেরকে খুশী করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ ছাড়া অন্য কিছু পছন্দ করেন না।

(তাবারানী সাগীর, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৫১)

কম খাওয়া উত্তম কিন্তু মিথ্যা বলা হারাম

দা'ওয়াতে যখন মেযবান বলেন, আর অল্প নিন! তখন যদি আপনি খাবার শেষ করে নেন এবং ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও আর খাওয়ার আগ্রহ না থাকে তবে খুব সাবধানে জবাব দেবেন। যেমন- এভাবে বলুন, আল্লাহ বরকত দান করুন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি আমার হিসাব মত খেয়ে নিয়েছি ইত্যাদি। কখনো মিথ্যা বাক্যাবলী বলবেন না। কম খাওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত মিথ্যা বাক্যসমূহের উদাহরণ হচ্ছে, আমি পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, আমার পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। না না, পেটে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। সত্যি বলছি একেবারে ক্ষুধা অবশিষ্ট নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখবেন! মিথ্যা বলা কাবীরা গুনাহ্, হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। তক্বওয়ার পথে খুবই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হবেন। যেন আবার এমন না হয় যে, ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার মুস্তাহাব ও উত্তম আমল করতে গেলেন আর নফস আপনাকে সেখান থেকে উঠিয়ে রিয়াকারী, মিথ্যা, অহংকার, মা-বাবার অবাধ্যতা ও মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা ও খারাপ ধারণা পোষণ ইত্যাদি হারাম কাজে লিপ্ত করে জাহান্নামী হওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। কারণ নফস বা কু-প্রবৃত্তির কাজই হচ্ছে মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করা। যেমন কুরআনে পাকে ইর্শাদ হচ্ছে

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- নিশ্চয় রিপুতো মন্দ কাজের বড় নির্দেশদাতা,

(পা-রাহ্-১৩, সূরাহ্-ইউসুফ, আয়াত-৫৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

نَفس کی چال سے بچا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
اِس کے جَنجال سے بچا یارب ! عَزَّوَجَلَّ
নফস কি চালছে বাঁচা ইয়া রব,
ইছকে জঞ্জালছে বাঁচা ইয়া রব।

নফসকে মেরে ফেলার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। কেননা যে নফসকে মারতে পেরেছে অথবা সেটাকে মন্দ আকাংখা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। যেমন খোদায়ে রহ্মান এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফসকে (মন) কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, তবে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা। (পারাহ্-৩০, সূরাহ্ আন্না-যি'আত, আয়াত-৪০, ৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

নফস কাকে বলে

যদি আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য "পেটের কুফ্লে মদীনা" লাগিয়ে ক্ষুধার্ত থাকার বরকতসমূহ লাভ করার জন্য আপনার মন-মানসিকতা তৈরী হয়, তাহলে এটা স্মরণ রাখবেন যে, নফসের সাথে প্রচন্ড লড়াই করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

নফস সহজেই আয়ত্বে আসার মত নয়। হযরত সায়িদ্যুনা বায়েযীদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "নফস এমন একটি বস্তু, খারাপ কাজ ছাড়া যেটার শান্তিই আসে না।" হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, নফসের বিরোধিতা করা খুবই উত্তম আ'মল। (কাশফুল মাহ্জূব, পৃষ্ঠা-৩৯৫-৩৯৬)

عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اللہ، اللہ کے نبی سے
فریاد ہے نفس کی بدی سے
ایماں پہ بہتر موت او نفس
تیری ناپاک زندگی سے

আল্লাহ,আল্লাহকে নবী ছে,
ফরিয়াদ হে নফস কি বদী ছে।
ঈমা পে বেহতর মওত ঊ নফস,
তেরি না পাক জিন্দেগী ছে।

হৃদয়ের জন্য এক বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "নফসের খায়েশ গুলো থেকে কোন একটি খায়েশকে পরিত্যাগ করা অন্তরের জন্য এক বৎসরের রোযাহ্ ও এক বৎসরের রাতের ই'বাদত থেকেও অধিক কল্যাণকর।"

(জাযবুল কুলূব, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

শিয়ালের বাচ্চার আকৃতিতে নফস

বুযুর্গানে দীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى অনেক সময় নফসকে, বিশেষ আকৃতিতে দেখেছেন এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ আলইয়ান নসবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় যখন আমি নফসের ধ্বংস প্রক্রিয়াগুলো

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সম্পর্কে জানতে পারলাম তখন সেটার সাথে আমার ভীষণ শত্রুতা হয়ে গেল। একদা দেখলাম, শিয়ালের বাচ্চার মত একটি প্রাণী আমার কণ্ঠনালী হতে হঠাৎ করে বের হয়ে গেল! আল্লাহ্ আমাকে সেটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর বুঝে গেলাম যে, এটা আমার নফস! আমি সাথে সাথে প্রবল আক্রোশে সেটার উপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং সমস্ত ঘৃণাকে একত্রিত করে নিজ পায়ে সেটাকে পিষতে লাগলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি যতই সেটাকে পিষতে থাকি ততই সেটা লম্বা হতে থাকে! আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ওহে নফস! প্রতিটি বস্তু কষ্ট ও আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় অথচ তুই এর বিপরীত বাড়তে শুরু করেছিস। সেটা জবাব দিল, "আমার ব্যাপারটাই উল্টা। যে বিষয়ে অন্য বস্তু গুলোর কষ্ট হয়, সেগুলো দ্বারা আমি শান্তি লাভ করি, আর যে সব বিষয়ে অন্যদের শান্তি লাভ হয়, আমার সেগুলো দ্বারা কষ্ট হয়!"

(কাশফুল মাহ্জূব অনুদিত, মুজাহিদাতে নফস অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪০৭)

نہنگ واژدہامارا اگرچہ شیر نرمارا
بڑے موذی کومارا نفسِ امّارہ کو گرمارا

নিহাঙ্গ ও আঝদাহা মা-রা আগর ছে শেরে নার মা-রা
বড়ে মূজি কো মা-রা নফসে আম্মারা কো গর মা-রা।

খাওয়ার জন্য বাঁচা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! নফসকে হত্যা করা খুবই কঠিন কাজ। তাই বলে তাকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা। যে কোনভাবেই এটাকে আয়ত্বে নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত। আর এর একটি উপায় এও যে, নফস যা বলে তার বিপরীত কাজ করা। যেমন সেটা ভাল ভাল খাবার, মজাদার খাবারের স্বাদ গ্রহণে যখন পরামর্শ দেয় বা পেট ভরে খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে, তখন তার কথা মানবেন না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

শুধু প্রয়োজন অনুপাতে খাবেন। হুযূর দাতা সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "ক্ষুধা সিদ্দীক্বীনদের খাবার ও মুরীদদের সুলূক (রীতি-নীতি) এর পথ। আগেকার যুগে লোকেরা জীবিত থাকার জন্য খেতেন অথচ তোমরা খাওয়ার জন্য জীবিত রয়েছ।"

(কাশ্‌ফুল মাহ্‌জূব অনুদিত, পৃষ্ঠা-৬০৫)

রোগী রূপী ডাক্তার

কথিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ খাজা মাহ্‌বূবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। মুরীদেরা আরয করল, "হুযূর এখানে একজন পন্ডিত "ঝাড়-ফুঁকের" কাজ করেন তার চিকিৎসা বহুল প্রচলিত। যদি অনুমতি দেন তবে তার কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।" তিনি বললেন, "আমি চিকিৎসার জন্য কাফিরের নিকট যাব না।" রোগ আরো বৃদ্ধি পেল এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বেহুশ হয়ে গেলেন। মুরীদেরা তাঁকে তুলে ঐ "পন্ডিতের" নিকট নিয়ে গেল। সে যখন ফুঁক মারল তখন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হুশ ফিরে আসল আর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। নিজেকে সুস্থবোধ করলেন। পন্ডিতকে দেখে জিজ্ঞাস করলেন, "চিকিৎসায় তোমার এ যোগ্যতা কিভাবে অর্জিত হলো?" সে বলল, "আমার উস্তাদ আমার কাছ থেকে শপথ নিয়েছেন যে, নফস যা কিছু বলে, এর বিপরীত করবে।

তাই আমার যখন ঠান্ডা পানি পান করার ইচ্ছা হয় তখন গরম পানি পান করি। নফস ভাত খেতে চাইলে রুটি খেয়ে নিই। এভাবে নফসের কথার বিপরীত করতে করতে আমার মাঝে এ শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, "এটা বল যে, তোমার নফস তোমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য বলে নাকি বলে না?" সে বলল, "আমাকে নিষেধ করে," তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, "এটা মুসলমান হতে নিষেধ করছে, তাই তোমার মূলনীতি অনুযায়ী সেটার কথার বিপরীত কাজ করে তোমার উচিত মুসলমান হয়ে যাওয়া।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

একথা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছুটা এরূপ হৃদয়গ্রাহী নিয়মে বললেন যে, সেটা প্রভাব সৃষ্টিকারী তীর হয়ে তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে গেল আর সে হঠাৎ বলে উঠল, "আমি আমার কুফর থেকে তওবা করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছি এবং সে পাঠ করতে লাগল

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ! সে পন্ডিত হযরত খাজা নিযামুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাহ্যিক রোগের চিকিৎসা করল আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার সে উপকারের বিনিময় তার আভ্যন্তরীন রোগের চিকিৎসা করে দিলেন। সে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শরীরের চিকিৎসা করলেন, তিনি তার রূহের চিকিৎসা করে দিলেন। সে বাহ্যিক রোগ দূর করল, তিনি তার আভ্যন্তরীন অর্থ্যাৎ কুফরের রোগ দূর করে দিলেন।

نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

নেগাহে ওলী মে উও তাছির দেখি,
বদলতী হাজারো কী তাকদীর দেখি।

দাঁতের মাড়ির ক্যান্সার

চা, পান খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি খাবারের সাথে সাথে চা ও পান খাওয়ার পরিমাণ কমানোর মন-মানসিকতা তৈরী করুন। এমন যেন না হয়ে যায় যে, আপনি খাবার কমাবেন আর ধোঁকাবাজ নফস আপনাকে ক্ষুধা নিবারণের আশা দিয়ে চা ও পান চিবানোর হার বাড়ানোর বিপদে লিপ্ত করে দিবে। চা গুর্দার জন্য ক্ষতিকারক আর পান খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করার মধ্যেই ফায়দা রয়েছে। যারা এগুলো বেশি পরিমাণে খেয়ে থাকে তাদের মাড়ির, মুখ ও গলার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশি পান খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মুখ ভেতরে লাল লাল হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

যদি মাড়িতে রক্ত কিংবা পুঁজ জমে যায় তখন তা ঐ কারণে দেখা যায় না আর ওগুলো নিজের অজান্তে পেটে প্রবেশ করতে থাকে। হয়তো তাদের ঐ সময়ই জানা হবে, যখন খোদা না করুন কোন মারাত্মক রোগ শিকড় গেড়ে বসবে। আর তা তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকবে।

নকল খয়ের এর ধ্বংসযজ্ঞ

পাকিস্তানে সম্ভবত পানের খয়ার উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সম্পদ লোভী ব্যক্তিবর্গ, যাদের দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না ঐ সব লোকেরা মাটির সাথে চামড়ার রং মিশিয়ে "খয়ার" এর মত একটা বস্তু বানিয়ে বিক্রি করে! আর এভাবে বেচারা পান ভক্ষণকারী বিভিন্ন ধরণের রোগের শিকার হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

খাবার স্বাদ শুধুমাত্র কণ্ঠনালী পর্যন্ত অনুভব হয়ে থাকে

জবের শুকনো রুটি হোক কিংবা ঘিয়ে ভাজা পরাটা, পেটে যাওয়ার সাথে সাথে সবই একাকার হয়ে যায় । যে মাত্র খাবার কণ্ঠনালী থেকে নীচে আসে, তখনই তার স্বাদ নিঃশেষ হয়ে যায়। যা-ই হাতে আসে তা-ই পেটে নিক্ষেপ করা ও চেপে চেপে পেট ভর্তি করে খাওয়াতে শুধুমাত্র জিহবারই স্বাদ গ্রহণ হয়ে থাকে। আর স্বাদ গ্রহণ শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্যই। কিন্তু এদ্বারা দ্বীনী ও দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ হয়ে থাকে দীর্ঘস্থায়ী। যদি কেউ ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে তবে তার সামনে এবিষয় প্রকাশ পাবে যে, দু'মিনিটের স্বাদ লাভের জন্য আখিরাতের দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের বোঝা মাথায় নেয়া, এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বরং কবর পর্যন্ত পিছু ধাওয়াকারী রোগ-ব্যাধিকে আলিঙ্গন করে নেয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই "পেটের কুফ্‌লে মদীনা" লাগিয়ে কম খাওয়াতেই নিরাপত্তা বিদ্যমান রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আবূ দার্‌দা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "মুহূর্তের জন্য কামনা-বাসনার আনুগত্য করা, দীর্ঘস্থায়ী পেরেশানীর কারণ হয়ে থাকে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

یاوہ گوئی، ڈٹ کے کھانا خوب سونا چھُوٹ جائے
دُنیوی لذّات سے دل کاش میرا ٹوٹ جائے
ইয়াউও গোয়ী, ডাট কে খানা খোব ছুনা ছুট জায়ে,
দুনিয়াবী লাজ্জাত ছে দিল কাশ মেরা টুট জায়ে।

মজাদার লোকমার অদ্ভুত বাস্তবতা

ভেবে দেখুন! জিহবাকে স্বাদদানকারী সুগন্ধে ভরা, ঘিয়ে ভাজা, খুবই মজাদার পরিপাটি খাবার অত্যন্ত আগ্রহ ভরে যদি কেউ মুখে দেয় আর চপ চপ করে চিবিয়ে যেমাত্র কণ্ঠনালীর নীচে নেমে গেল, তখন তার সব স্বাদ শেষ হয়ে গেল। এরপর যদি ঐ মজাদার খাবারই বমিরূপে বের হয়ে আসে, তখন সেটার দিকে তাকাতেও ঘৃণার সৃষ্টি হবে। এটাই হলো ঐ স্বাদপূর্ণ খাবারের বাস্তবতা। এছাড়া এ মজাদার খাবার মর্যাদা কতটুকু সে সম্পর্কে এ ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন।

হৃদয় বিগলীত ঘটনা

একটি মহল্লায় পায়খানা পরিস্কার করা হচ্ছিল, যে কারণে চারিদিকে মল-মূত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। লোকেরা দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য নাকে রুমাল দিয়ে দ্রুতবেগে সে জায়গা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, এমন সময় ঐ মল-মূত্র গুলো তাদেরকে ডাক দিয়ে (আপন অবস্থার ভাষায়) বলতে লাগল, "ওহে পলায়নকারীগণ! একটু থামো! আমাদেরকে চিনে নাও, আমরা কারা? আমরা সেই বস্তু যাদেরকে তোমরা খুবই কষ্টে অর্জন করেছ, অনেক পরিশ্রম করে রান্না করেছ আর খুব মজা করে গো-গ্রাসে খেয়েছ এবং তা দিয়ে নিজের পাকস্থলী ভর্তি করেছ। আফসোস! তোমাদের সাথে মূহুর্তের সংস্পর্শ আমাদেরকে এ অবস্থা করেছে! আমাদের কাছ থেকে তোমরা কেন পালাচ্ছ! আমরাতো ঘন্টা কয়েক পূর্বেও তোমাদের মজাদার বিরিয়ানী, ... ঘিয়ে ভাজা পরাটা, ...

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এবং পরিপাটি কোরমা ছিলাম। মাত্র ঘন্টা কয়েক তোমাদের সংস্পর্শে থাকার ফলে আমাদেরকে এরকম ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত করেছে। এখনতো উল্টো তোমাদের দেখে আমাদেরই পলায়ন করা উচিত ছিল।

دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو

দেখো মুঝে জু দীদায়ে ইবরত নিগাহ হো।

নিজের অবস্থা সম্পর্কে স্মরণদানকারী চাবুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধু নসিহতই নসিহত। খাবার যত উত্তম হবে সেটার পরিণাম ততই মন্দ হবে। মানুষ যত মজাদার ও মসলাযুক্ত তেলে ভরা খাবার খায় সেটার পায়খানাও তত বেশী ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে থাকে। অথচ ঘাস ও তৃণলতা ভক্ষণকারী পশুর গোবর মানুষের পায়খানার তুলনায় একেবারে কম দুর্গন্ধযুক্ত হয়। হয়তো একথা গুলো পড়ে বা শুনে কারো মনে খারাপ লাগতে পারে এবং নফসও তাকে রাগান্বিত করার জন্য কুমন্ত্রণা দিতে পারে। তাই তাদের সামনে আমার বিনীত আরয, আপনার অসন্তুষ্ট হওয়াটা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, একেবারে অহেতুক। আপনার এ অসন্তুষ্ট হওয়াটাও সরাসরি একটি শিক্ষা।

ভেবে দেখুন যে, আমাদের মত গুনাহগার মানুষ খুব অহংকার ও গর্ব করে থাকি। অথচ এটা একবারও ভাবি না যে, আমার মর্যাদাইবা কি! আমিতো এমন অকর্মণ্য যে, উত্তম খাবারও আমার সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকার পর এমনভাবে বিলীন ও বিকৃত হয়ে যায় যে, এখন তা দেখতেতো চাইবই না এমনকি সেটার আলোচনা শুনাও আমার নিকট অপছন্দীয়। হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে গর্ব ভরে চলতে দেখে বললেন, এটা (গর্ব ভরে চলা) ঐ ব্যক্তির চালচলন বা কাজ নয়, যার পেটে দুর্গন্ধ বস্তু ভর্তি রয়েছে!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হযরত সায়্যিদুনা মুতার্‌রিফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাজ্জাজ বিন ইউসূফের ফৌজের সেনাপতি মুহাল্লাবকে রেশমী কাপড়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় গর্ব ভরে হাঁটতে দেখে যখন এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন সে বলতে লাগল, "আমাকে চেন না, আমি কে!" তিনি বললেন, "আমি তোকে খুব ভাল ভাবে জানি, পূর্বে তুই একটি নাপাক পানির ফোঁটা ছিলি আর অবশেষে পঁচা একটি লাশ হবি এবং এটাতো সকলেই জানে যে, তুই পেটের মধ্যে নাপাক বস্তু বহন করে চলা-ফেরা করিস।" এরূপ কড়া কথা শুনে সে লজ্জিত হয়ে গর্ব সহকারে চলা থেকে বিরত রইল। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, " অদ্ভুদ ব্যাপার, মানুষ অহংকার করে অথচ সে দু'বার প্রস্রাবের স্থান দিয়ে বের হয়েছে!" (একবার পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে নাপাক পানি হিসাবে এবং দ্বিতীয় বার নারীর প্রস্রাবের স্থান দিয়ে শিশু আকারে বের হয়েছে)

আপনি কি কম খাওয়ার অভ্যাস গড়তে চান?

যদি আপনি পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগাতে চান অর্থাৎ কম খাওয়ার অভ্যাস গড়তে ও এতে অটল থাকতে মনস্থ করেন তবে আমার এ মাদানী মাশওয়ারা (পরামর্শ) গুলোর উপর আমল করুন। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ অনেক ফায়দা হবে। নিজের মন-মানসিকতা এভাবে তৈরী করুন, যেভাবে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "পেট ভরে খাবার খাওয়াটাও আখিরাতের হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা ও মৃত্যুর সময় ভীষণ কষ্টের একটি কারণ।" হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন, "অধিক খাবার খাওয়া আখিরাতের সাওয়াবকে কমিয়ে দেয়। সুতরাং তোমরা যে পরিমাণ স্বাদ দুনিয়াতে অর্জন করবে, সে পরিমাণ আখিরাতে কম হয়ে যাবে।"

(মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-৯৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ڈٹ کے کھانے کی محبت قلب سے میرے نکال
نزع میں دے مجھ کو راحت اے خدائے ذُوالجلال عَزَّوَجَلَّ

ঢাটকে খানে কি মহ্ববত কলব ছে মেরা নিকাল,
নাযআ মে দে মুঝ কো রাহাত আয় খোদায়ে যুলযালাল।

জাহান্নামীদের খাবার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহবার কয়েক মিনিটের স্বাদ গ্রহণের জন্য বর্ণিত ভয়ানক বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল না করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে কম, কম আর কম খাওয়াতেই নিরাপত্তা রয়েছে। পেট ভর্তি করা কিংবা মজাদার বস্তু খাওয়া ও ঠান্ডা পানীয় পান করার প্রতি মনে লালসা হলে তখন হৃদয় কাঁপানো জাহান্নামের কষ্টদায়ক পানাহারের কথা স্মরণ করুন। যেগুলো কাফিরদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। জাহান্নামীদের খাবারের হৃদয় বিদায়ক পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করে খোদায়ে কাহহার ও জাব্বার ইরশাদ করেন

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿۴۳﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿۴۴﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿۴۵﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿۴۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ নিশ্চয় যাককুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য, গলিত তাম্রের ন্যায় পেটগুলোর মধ্যে ফুটতে থাকবে, যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে।

(সূরা-আদ্ দুখান, আয়াত, ৪৩-৪৬, পারা-২৫)

জাহান্নামীদের ধ্বংসকারী পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইর্‌শাদ হচ্ছে

وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভূড়িকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

(সূরা-মুহাম্মদ, আয়াত-১৫, পারা-২৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সাপের বিষের পেয়ালা

মুগীস বিন সামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "যখন কাউকে দোযখে নেয়া হবে, তখন তাকে বলা হবে, অপেক্ষা করো আমি তোমাকে একটি উপহার দিচ্ছি। অতঃপর সাপের বিষ ভর্তি একটি পেয়ালা তাকে দেয়া হবে। যখন সেটা সে নিজের মুখের নিকটবর্তী করবে তখন তার চেহারার মাংস ও হাঁড়গুলো খসে পড়বে।"

(আলবুদূরুস্‌সা-ফিরাহ্, পৃষ্ঠা-৪৪২)

ﷺ

کرم از پئے مصطفٰے یا الٰہی عَزَّوَجَلَّ
جہنّم سے مجھ کو بچا یا الٰہی عَزَّوَجَلَّ

করম আয্ পায়ে মুস্তফা ইয়া ইলাহী,
জাহান্নাম ছে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী।

বড় ধরণের নে'মতের হিসাবও বড় হবে

ঘরের সবাই যদি ঐক্যমত হয় তবে খাবার, তরকারী ইত্যাদিতে যে পরিমাণ তেল, মসল্লা ব্যবহার করেন তার চেয়ে পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে আসুন। এর ফলে খাবার স্বাদ কমে যাবে। যখন স্বাদ কমে যাবে তখন খাবারের প্রতি আগ্রহও কমে যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো অর্থাৎ কম খাওয়া তখন সহজ হয়ে যাবে। রুটির ছোট্ট টুকরা যা দ্বারা কোন রকমে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা হয়েছে, সেটার হিসাব কিয়ামতে হবে না।

অন্যথায় মনে রাখবেন! দুনিয়াতে খাবার যত উত্তম ও মজাদার খাবেন ততটুকুই কিয়ামতের হিসাব কঠোর থেকে কঠোরতর হবে। যদি কারো বিরিয়ানী পছন্দনীয় খাদ্য, তার জন্য তুলনামূলকভাবে খিচুড়ীর হিসাব সহজ হবে। কিয়ামতে বিচার ব্যবস্থাও এমন হবে যে, যার যে বস্তু অধিক পছন্দনীয় হবে, সেটা তার জন্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

বড় ধরণের নে'মত হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন-যার কাছে বিরিয়ানীর তুলনায় খিচুড়ি অধিক পছন্দনীয় তার জন্য খিচুড়ীই হবে বড় নে'মত। এরকম ক্ষেত্রে বিরিয়ানীর তুলনায় খিচুড়ীর হিসাবই হবে কঠিন। সাধারণ পানির তুলনায় ঠান্ডা পানির, সাধারণ খাবারের তুলনায় মজাদার খাবারের হিসাব অধিক কঠিনভাবে নেয়া হবে। পোলাও, কোরমা, রুটি ইত্যাদি গরম গরম হলে তখন হিসাব হবে কঠিন আর যদি একেবারে ঠান্ডা ও স্বাদহীন হয়ে যায় তখন হিসাবও হবে সহজ। কারণ যেহেতু নফসের এ ধরণের খাবার পছন্দনীয় হয় না। আহ! প্রতিটি নে'মত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

প্রতিটি নে'মতের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এ তিনটি প্রশ্ন করা হবে! (১) তুমি এ বস্তুটি কিভাবে অর্জন করেছ? (২) এটা কোথায় খরচ করেছ? (৩) কোন নিয়্যতে খরচ করেছ?" (মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-১০০)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নি'মাতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সূরা-তাকাছুর, আয়াত-৮, পারা-৩০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদার শপথ! দুনিয়ার জাঁকজমকের মধ্যে বিত্তশালী ও ক্ষমতার অধিকারীদের তুলনায় সুন্নাতের অনুসারী গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিরা হবে সেদিন অধিক ভাগ্যবান। তারাই আখিরাতে সফল কাম হবে যারা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

এখানে অভাব, রোগ-ব্যধি ও বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত করেছে। একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা শুনুন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যেমন

জাহান্নামে ডুব দেয়া

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন যে, হুযূর সারা-পা নূর, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে অনেক বেশী নে'মত দ্বারা ধনবান ছিল।" বলা হবে, "এ ব্যক্তিকে আগুনে ডুবিয়ে দাও।" তাকে আগুনে ডুবিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, "ওহে অমুক! কখনো কি তুমি নে'মত দ্বারা ধনবান হয়েছিলে? তখন সে বলবে, "না, আমি কখনো কোন নে'মত লাভ করিনি।" এরপর মুসলমানদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি মুসিবতগ্রস্ত ও খারাপ অবস্থায় ছিল। বলা হবে, "এ ব্যক্তিকে জান্নাতে একবার ঘুরিয়ে আন।"

তাকে জান্নাতে একবার ঘুরিয়ে আনা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "ওহে অমুক! তুমি কখনো কঠোরতা দেখছ, তুমি কি কখনো মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছ? তখন সে বলবে, না, আমি কখনো কঠোরতা দেখিনি আর না কখনোই আমি মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছি।" (ইবনে মাজাহ্, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-৫৩০, হাদীস নং-৪৩২১)

জানা গেল, জাহান্নাম এর আগুন এরূপ ভয়ানক যে, তাতে শুধু একটু প্রবেশ করাটা দুনিয়ার সকল জাঁকজমক বিলাসীতা ও শান্তি লাভের কথা ভুলিয়ে দেবে আর তার এমন মনে হবে যে, আমিতো সর্বদা পেরেশানিতেই ছিলাম। এছাড়া জান্নাতের মধ্যে একটু প্রবেশ করাটা এরূপ আনন্দদায়ক হবে যে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দুনিয়াতে নিঃস্ব ও বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের কারণে খারাপ অবস্থায় জীবন যাপন কারী শুধুমাত্র জান্নাতে একবার প্রবেশ করার কারণে সকল কষ্ট ভুলে যাবে এবং তার এ মন-মানসিকতা তৈরী হবে যে, আমিতো কখনো কষ্ট দেখিইনি যে, তা কিরূপ হয়ে থাকে!

میزاں پہ سب کھڑے ہیں' اعمال تُل رہے ہیں
رکھ لو بھرم خدارا عطارِ قادِری کا

মিযা পে ছব কাড়ে হে, আমাল তুল রহে হে,
রাখলো ভরম খোদারা আত্তারে কাদেরী কা।

কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ার নিয়ম

অধিক খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে যদি আবেগের বশীভূত হয়ে হঠাৎ খাবার কমিয়ে দেয়, তাহলে প্রবল আশংকা রয়েছে যে, সে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়বে আর তার ইবাদতে উৎসাহও কমে যেতে শুরু করবে। এজন্য সামান্য সামান্য করে কমান। যেমন- কেউ একদিনে ১২টি রুটি খায় সে নিজেকে ৬টি রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত করাতে চায় তাহলে ঐ ১২টি রুটিকে ৬০ভাগ করে নিতে হবে আর প্রতিদিন এক টুকরো করে কমাতে থাকবে অর্থাৎ প্রথম দিন ৫৯ টুকরো খাবে, দ্বিতীয় দিন ৫৮ টুকরো, এভাবে একমাসে ৩০ টুকরো অর্থাৎ ৬টিতে এসে পৌঁছবে।

আর এ উপায়ে দুর্বলতা ইত্যাদিও অনুভুত হবে না। যদি শুধু ভাত খাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে সেটা কমানোর ব্যবস্থা এভাবে করা যায়। যেমন - প্রতিদিন এক লোকমা করে কমাতে থাকবে আর এভাবে যে পরিমাণ কম খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে সে পরিমাণে চলে আসবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

এ উপায়ে অগ্রসর হতে চাইলে প্রথমে অন্তরকে শক্ত রাখতে হবে। আবার যেন এমন না হয় যে, মজাদার খাবার সামনে এসে গেলে অথবা দা'ওয়াত খেতে গেলে নফস বলে উঠল যে, আজকে একটু বেশি করে খেয়ে নাও, আগামী কাল পুনরায় পূর্বের নিয়মে ফিরে যেও। তখন যদি নফসের কথা শুনে নেয়া হয় তবে এতে স্থির থাকা কঠিন হয়ে যাবে। যত মজাদার খাবারই সামনে আসুক না কেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের নিয়মের মধ্যে স্থায়ী থাকার দৃঢ় ইচ্ছা যার থাকে, সেই সফলতা লাভ করতে পারবে। তবে যখন কম খাওয়ায় পাকাপোক্তভাবে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, তখন যদি কখনো দা'ওয়াত ইত্যাদিতে নির্ধারিত নিয়মের বাইরে সামান্য একটু বেশিও খেয়ে নেয় তবে এখন তা পেটে কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর ব্যাপারে আর বাঁধা হয়ে দাঁড়াবেনা।

بھائیو بہنو سبھی عادت بناؤ بھوک کی
پاؤگے رحمت ذرا زحمت اُٹھاؤ بھوک کی

ভাইয়ো বেহনো ছভী আদত বানাও ভুক কি
পাওগে রহমত যরা জহমত উঠাও ভুক কি।

খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ উপায়

নিজের জন্য খাবার পরিমাণ (যেমন আধা রুটি, এক চামচ ভাত, সাত টুকরো কদু (লাউ) শরীফ, বড় হলে একটি অন্যথায় দু'টি গোস্তের টুকরা, এক টুকরা আলু, তিন চামচ ঝোল ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করে নিন। এতটুকু পরিমাণ খাওয়ার পর চাই যতই ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকুক না কেন আর একটুও বাড়িয়ে খাবেন না। যখনই খেতে বসবেন তখন সম্ভাব্য অবস্থায় সিদ্ধান্তকৃত পরিমাণ খাবার পূর্ব থেকে নিজের প্লেটে আলাদা করে রেখে দিন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর আগ্রহীদের জন্য সম্ভবত এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর নেই। তবে যদি নফস নিজের প্লেটে বেশি পরিমাণ নেয়ার ব্যবস্থা করিয়েও নেয়, তবে আপনি কমিয়ে নিন।

একবার নিয়ে নেয়ার পর চাই লক্ষবার ইচ্ছা জাগুক তবুও আর খাবার নেবেন না। অন্যথায় নফস ক্রমাগত তার দাবী বাড়াতে থাকবে! কখনো বলবে আরো এক চামচ ভাত তুলে নাও, আরো এক টুকরো গোস্ত নাও, কখনো বলবে, আলু নাও, আরো এক চামচ ডাল নিয়ে নাও ইত্যাদি নফসের এ দাবীকে একেবারে পাত্তা দেবেন না। দা'ওয়াতেও কম খাওয়ার এ নিয়ম বজায় রাখুন। কেননা "পেটের কুফ্‌লে মদীনা" লাগানো অর্থাৎ-ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অভ্যাস এখনোও পর্যন্ত যার গড়ে উঠেনি সে যদি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড় থালা বা পেয়ালা থেকে বারংবার অল্প অল্প করে নিতে থাকে তাহলে এ বিষয়ের আশংকা রয়েছে যে, নফস তাকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়ে অধিক খাবার খাইয়ে দেবে। যদি এক থালায় সবাই মিলে-মিশে খান, আর নিজস্ব পরিবেশ হয় যেমন-সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলা হয় কিংবা দা'ওয়াতে ইসলামী'র জামিআতুল মদীনার পরিবেশ হয়, তাহলে যে ইসলামী ভাই বা মাদরাসার ছাত্র "পেটের কুফলে মদীনা" লাগাতে ইচ্ছা করেন, তিনি "মাদানী ইনআমাত" অনুসারে নিজের মাটির বাসনে প্রয়োজন পরিমাণ খাবার নিয়ে খেতে পারেন তবে বড় বাসনের নিকটে বসেই একসাথে খাবার খাবেন। এ অবস্থায় যদি সাথীদের এটা পছন্দ না হয় তবে সবার সাথে বসে একত্রে বড় থালা থেকেই খেয়ে নিন।

এ অবস্থায় সব চেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হল এটা যে, খাবারের লোকমাকে নির্দিষ্ট করে নিন যেমন ১২ লোকমা যদি অভ্যাস করে থাকেন তাহলে সবার সাথে একত্রে খাওয়ার সময়ও গুনে গুনে ১২ লোকমাই খেয়ে নিন। তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

عَزَّوَجَلَّ

بھوک کا یاالٰہی قرینہ ملے
پیٹ کا مجھ کو قفلِ مدینہ ملے
استِقامت کا مَدَنی خزینہ ملے
حرصِ لَذّاتِ دنیا کبھی نا ملے

ভুক কা ইয়া ইলাহী করিনা মিলে
পেট কা মুজ কো কুফলে মদীনা মিলে
ইসতিকামাত কা মাদানী খাজিনা মিলে
হিরসে লাজ্জাতে দুনিয়া কভী না মিলে।

খাবার মিশানো নফসের দমন

যদি ঘরে কয়েক রকমের খাবার রান্না করা হয়, যেমন-রুটি, ভাত, তরকারী, সমুচা, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি, তবে এরকমও করতে পারেন যে, প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু থেকে অল্প অল্প করে এক বাসনেই নিয়ে নিন এবং সবগুলোকে একত্রে মিশিয়ে নিন। যদি এরূপ করাতে মজা কমে যায় তবে অসুবিধা নেই। এতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নফস কিছুটা দমন হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণ দা'ওয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। যদি মাদানী পরিবেশের মধ্যেই দা'ওয়াত হয় এবং আপনার জানা আছে যে, এভাবে করলে দা'ওয়াত কারী খারাপ মনে করবেনা আর রিয়াকারীতে পরিণত হওয়ারও আশংকা নেই তাহলে খাবার একত্রে মিশিয়ে নেয়াতে অসুবিধা নেই।

উত্তম হচ্ছে যে, কোন একজন ইসলামী ভাই দা'ওয়াতকারীকে একথা বলে দিবেন যে, "যে যেভাবে খেতে চান, তাকে সেভাবে খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিন।" এখন যদি তিনি ঠিক আছে বলে দেন তাহলে সবার জন্য অনুমতি হয়ে গেল। কোন এক ব্যক্তি সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক)-কে বলেছিলেন যে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আমি এক ভদ্রলোককে দেখেছি যে, যখন দস্তর খানায় নানা ধরণের খাবার আনা হল তখন তিনি সবকিছু থেকে একটু একটু নিয়ে নিজের বাসনে সবগুলো মিশিয়ে নিলেন। কেউ অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে, তিনি তার জবাবে বললেন, "পেটে গিয়েতো সব খাবার একসাথে মিশেই যায়, আমি না হয় একটু পূর্ব থেকেই মিশিয়ে নিলাম।"

نفس کی چال میں نہ آئیں کاش!
ڈٹ کے کھانا کبھی نہ کھائیں کاش!
নফস কি চাল্ মে না আয়ি কাশ!
ডাটকে খানা কভী না খায়ি কাশ!

অন্যের উপস্থিতিতে কম খাওয়ার উপায়

অন্যের উপস্থিতিতে রিয়া থেকে বাঁচার জন্য ও মেযবান (দা'ওয়াতকারী) এর অনুরোধ হতে বাঁচার জন্য একটি নিয়ম এটাও হতে পারে যে, তিন আঙ্গুল দ্বারা ছোট ছোট লোকমা নিয়ে খুব ভালভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খান আর সর্বদা এ সকল সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। বিশেষতঃ দা'ওয়াতের মধ্যে প্রায় লোকেরা তাড়াতাড়ি খাবার খায়, হয়তো খাবারে মগ্ন থাকায় তারা আপনার প্রতি অমনোযোগী থাকতে পারে।

তারপরও যদি আপনি নিজেকে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যাচ্ছেন মনে করেন তাহলে আস্তে আস্তে হাড্ডি চুষতে থাকুন। আশা করি এভাবে করলে আপনিও সবার সাথে একত্রে খাবার শেষ করতে পারবেন। সবার সামনে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেয়া যদি রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো) হয় যেমন আপনার মনে এই খেয়াল আসল যে, লোকেরা আমাকে মনে করবে যে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

নেককার লোক তবে এরকম করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ ঐ আমলকে গ্রহণ করেন না যাতে এক অনু পরিমাণও রিয়া (অর্থাৎ-লোক দেখানোভাব) থাকে। (আততারগীব্ ওয়াততারহীব, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৮৭)

যদি কেউ নে'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বা শিক্ষক নিজের ছাত্রদের, পীর নিজের মুরীদদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজের আমল প্রকাশ করে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তবে এ অবস্থায় ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে যে, সত্যিই কি এ মূর্হুতে নে'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিংবা উৎসাহ প্রদানের উদ্দ্যেশ্যে করা হচ্ছে কিনা। যদি অন্তরের অন্তঃস্থলেও নিজের পুণ্যের প্রসিদ্ধি লাভের নিয়্যত লুকায়িত থাকে তাহলে তা হবে রিয়াকারী ও জাহান্নামের ভাগীদার হওয়ার উপযোগী কাজ।

একাগ্রতা ইবাদত কবুল হওয়ার চাবিকাটি

নিশ্চয় সারাজীবন পেট ভরে খেলেও গুনাহগার হবে না। আর কারো দ্বারা যদি জীবনে একবারও রিয়াকারী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার মত কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হবে। ইসলামী ভাইদের সামনেতো নিজেকে সামলিয়ে সামান্য পরিমাণে খেল, যাতে লোকেরা প্রভাবান্বিত হয় আর মনে মনে বলে সাবাস ভাই! এতো দেখি পেটের কুফ্লে মদীনা লাগিয়েছে।

অতঃপর "খাও খাও" করতে করতে ঘরে গেল আর ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এ ধরণের মানুষ যে পরিপক্ক রিয়াকার ও জাহান্নামের উপযোগী এতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় ঐ ইসলামী ভাই খুবই বুদ্ধিমান, যে অন্যদের সামনে এভাবে খাবার খায় যে, তার কম খাওয়াটা যেন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

কেউ উপলব্ধি করতে না পারে আর ঘরে খুব ভালভাবে পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে রাখে। আ'মল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। কারণ ইখ্‌লাস হচ্ছে ইবাদত কবুল হওয়ার চাবি-কাঠি।

ریاکاریوں سے بچا یاالٰہی عَزَّوَجَلَّ
کر اِخلاص مجھ کو عطا یاالٰہی عَزَّوَجَلَّ

রিয়াকারীয়ো সে বাচা ইয়া ইলাহী,
কর ইখলাছ মুজ কো আতা ইয়া ইলাহী।

কম আহারকারীদের পরীক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে পেটের কুফ্‌লে মাদীনা লাগানো অর্থাৎ কম খাওয়ার অভ্যাস করার জন্য রিয়াযত (সাধনা) করা শুরু করে, তার পরীক্ষা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাথমিকভাবে দুর্বলতা অনুভব হবে, মেজাজ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে যাবে, অনেক আপন-জনেরাও বুঝতে চাইবে না, দুর্বলতা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করবে আর এভাবে তখন মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর কম খাওয়ার বরকতে, হজম ব্যবস্থাপনায় উন্নতি হওয়ার কারণে হয়তো খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যাবে আর তাড়াতাড়ি ক্ষুধা পেয়ে বসবে।

আর এভাবে খাবারের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। এছাড়া যখনই কোথাও খাবার রান্না হবে তখন সেটার সুগন্ধে নাক পর্যন্ত সুগন্ধময় হয়ে যাবে এবং মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়বে। মন চাইবে, "বসো, আজকেতো পেট ভরে খেয়েই নাও।" অনুরূপভাবে ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাবার, সেগুলোর সুগন্ধ বিশেষ করে রমযানুল মুবারকে ইফতারের সময় প্রচন্ড ক্ষুধা পিপাসা আর সামনে সুস্বাদু খাবারের বড় থালা এবং কোরবানীর ঈদে গোস্তের স্তুপ, শিকের মধ্যে গাঁথা গোস্তের টুকরাগুলো ভুনার, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারী সুগন্ধে ভরা ধোঁয়া ও নানা ধরনের মসলাযুক্ত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

তেলে সিক্ত খাবার আপনার পরীক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু আপনি সাহস হারা হবেন না। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী সমূহ স্মরণ করতে থাকবেন اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ ঃ ইবাদত সমূহের মধ্যে উত্তম ইবাদত হচ্ছে সেটা, যাতে কষ্ট বেশি হয়। (কাশফুল খিফা, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৭৫)

একেধারে ৪০ দিন পর্যন্ত কম আহার করুন

এমনও হতে পারে যে, কয়েকদিন পেটের কুফ্‌লে মাদীনা লাগানো রইল অতঃপর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল আর ভালভাবে পানাহারের পূর্বের নিয়ম শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আপনি তবুও সাহস হারাবেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান। বারংবার নতুন করে চেষ্টা করতে থাকুন। যেমন-কখনো এরূপ নিয়্যাত করে নিন যে, (বিসমিল্লাহ্) এর সাতটি অক্ষরের সম্পর্ক অনুসারে সাত দিন পর্যন্ত পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগাব। এভাবে রবিউন্ নূর শরীফের ১২ দিন, শা'বানুল মুআ'য্‌যাম এর ১৫ দিন। রমযানুল মুবারকের শেষ ১০দিন পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নিন। চেষ্টা করুন যেন কখনো একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত কম আহারের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে দৃঢ়তাও অর্জিত হবে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "মানুষ যখন কোন বস্তুকে ৪০ দিন পর্যন্ত নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা সেটাকে (অর্থাৎ ঐ বস্তুকে) তার অভ্যাসে পরিণত করে দেন। (রিসালাতুল্ কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-২৪৩)

میں کم کھانا کھانے کی عادت بناؤں
عَزَّوَجَلَّ
خدایا کرم! استِقامت بھی پاؤں

মে কম খানা খানে কি আদত বানাও,
খোদায়া করম! ইস্তিকামাত ভি পাও।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার উপায়

পেটের কুফ্‌লে মাদীনা অর্জনের জন্য ও ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠুক এ নিয়্যত করে কখনো কখনো দুই রাকআত সালাতুল হাজাত আদায় করে নিন এবং কখনো এমনিতেই পেটের কুফ্‌লে মদীনার মধ্যে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য ও খাবারের প্রতি লোভ লালসা এবং আগ্রহ দূরীভূত হওয়ার জন্য দু'আ করুন।

এছাড়া ফয়যানে সুন্নাতের এ অধ্যায় অর্থাৎ ক্ষুধার ফযীলত প্রতি মাসে অথবা যখন খাবার লোভ পুনরায় বাড়তে থাকে তখন কমপক্ষে একবার পড়ে বা শুনে নিন। এছাড়া ইহ্‌ইয়াউল্ উলূম এর তৃতীয় খন্ড থেকেও পেট ভর্তি করে খাওয়ার মুসিবত সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক উপকার হবে। আর এ কথা ভালভাবে অন্তরে গেঁথে নিন যে, পেটের কুফলে মদীনা অর্থাৎ ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়াটা শুধু কয়েকদিন কঠিন মনে হবে। তাও বেশি হলে ঐ সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ দস্তরখানার কাছে বসা থাকবেন। দস্তরখানা উঠিয়ে নেয়ার পর اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মনোযোগ সরে পড়বে। এরপর পেটের কুফ্‌লে মদীনার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং সেটার বরকত গুলো নিজেই দেখতে পাবেন, তখন এমনিতেই اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বেশি খেতে মনও চাইবে না। আপনি সাহস করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কষ্টের পর স্বস্তি অর্জন হবেই। আল্লাহ্ ইর্‌শাদ করেন

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- (৫) সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

(সূরা-ইনশিরাহ, আয়াত-৫-৬, পারা-৩০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

তিক্ত উপদেশ

যদি কারো ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার এখনও পর্যন্ত কোন মন-মানসিকতা সৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে সে তা অর্জন করার চেষ্টা করবে। আর এর মধ্যে যার কাছে মাদানী মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, সে নিজেই কুফ্‌লে মদীনার ব্যবস্থা নিজে করে নেবে এবং পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নেবে আর যদি এটার উপর অটল থাকার দৃঢ় সংকল্প করে নেয়, তবে এটার নিয়ম নীতিও সে নিজে বের করে নেবে, আর যে বেচারা "কুকুরের ন্যায় ক্ষুধা" এর রোগে আক্রান্ত ও অধিক খাওয়ার প্রতি লোভী, তার জন্য অগণিত লেখা ও অসংখ্য বায়ানও যথেষ্ট হবে না। হয়তো এলেখাও তার মাথায় ঢুকবে না, শুনেও না শুনার ভান করবে। এ নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার যে কষ্টটুকু হবে তা করাটাও তার মনঃপূত হবেনা। বরং যথাসম্ভব আল্লাহর পানাহ সে-"পেটের কুফ্‌লে মাদীনা" লাগানোর ব্যাপারে সমালোচনা করা শুরু করবে। এ ধরণের মানুষের ব্যাপারে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একেবারে ঠিকই বলেছেন, "পেট ভরে আহারকারীকে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তার অন্তর তা গ্রহণই করেনা।" (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৭৮)

তাই এমন ব্যক্তি নফস ও শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী নিত্য-নতুন স্বাদ গ্রহণের জন্য রাস্তা বের করতে থাকবে আর নানা ধরনের খাবার তৈরী করার নিয়ম জানার জন্য বাজার থেকে বই সংগ্রহ করবে এবং বিভিন্ন তাল-বাহানা করে মজাদার খাবার আনিয়ে বার বার খেতে থাকবে, আর এর বদৌলতে শৌচাগারে বারংবার যাতায়াত করতে থাকে, শরীরে চর্বি জমিয়ে, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, ডাক্তারদের নিজের বিধ্বস্ত পেট দেখায় আর চিকিৎসার জন্য পানির মত টাকা পয়সা ব্যয় করতে থাকে। অথচ সে বুঝতে পারছেনা যে তার রোগের চিকিৎসা স্বয়ং তার কাছেই রয়েছে। যদি পেটের কুফ্‌লে মাদীনা লাগিয়ে নিত তাহলে রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা এবং ডাক্তারদের পিছনে পানির মত টাকা খরচ করা থেকে মুক্তি লাভ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

করতে পারত। কিন্তু যে নিজ জীবনের মূল নীতি হিসেবে "বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া" এর স্থলে "খানার জন্য বেঁচে থাকা" - কে গ্রহণ করে নিয়েছেন, ঐ নির্বোধ আরামদায়ক রোগমুক্ত জীবন যাপনই করতে পারবে না।

پھول کی پتّی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر
مردِ ناداں پر کلامِ نَرم و نازک بے اثر

ফুল কি পাত্তি সে কাট সেক্‌তা হে হিরে কা জিগর
মরদে নাদা পর কালামে নরমো ও নাযুক বে আছর।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে আমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ক্ষুধা ও সেটার কারণে পবিত্র পেটে বাঁধা আলোকিত পাথরের দোহাই দিচ্ছি, আমাদেরকে কম খাওয়া, কম ঘুমানো ও কম কথা বলার নে'মতগুলো দ্বারা ধন্য কর। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আওলিয়ায়ে ই'যামের পবিত্র ক্ষুধার সাদ্‌কায় আমাদের প্রত্যেককে পূণ্যময় ক্ষুধা ও পেটের কুফলে মাদীনা লাগানোর সৌভাগ্য দান কর।

الٰہی ! عَزَّوَجَلَّ پیٹ کا قفلِ مدینہ کر عطا ہم کو
کرم سے استِقامت کا خَزینہ کر عطا ہم کو

ইলাহী! পেট কা কুফলে মদীনা কর আতা হামকো,
করম ছে ইস্তিকামাত কা খজীনা কর আতা হামকো।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

৫২ টি ঘটনা

(১) সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরে দা'ওয়াত:

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা খন্দক (গর্ত) খনন করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি শক্ত পাথর সামনে পড়ল। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বারগাহে খায়রুল আনাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, গর্তের মধ্যে একটি শক্ত পাথর পড়েছে।" বললেন, "আমি নেমে আসছি"। অতঃপর তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উঠলেন এবং (তখন) তাঁর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্র পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায় ছিল আর আমরাও তিন দিন থেকে কিছু খায়নি। মাহ্বূবে রাব্বে যুল্জালাল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোদাল হাতে নিলেন এবং সেই পাথরের উপর আঘাত করতেই পাথরটি ভেঙ্গে চুড়ে মাটির স্তুপে পরিণত হয়ে গেল। আমি আরয করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।" অনুমতি পেয়ে ঘরে এসে আমি আমার বিবি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে বললাম, "আমি তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এ অবস্থায় দেখেছি যে, তা আমি সহ্য করতে পারছিনা। আপনার নিকট কি কোন খাবারের বস্তু আছে?" জবাব দিলেন, "জব ও একটি ছাগল আছে।" আমি ছাগলটি যবেহ (জবাই) করলাম ও জবগুলো পিষে নিলাম। এমনকি আমরা উভয়ে মিলে গোস্ত হাড়ির মধ্যে ঢেলে (রান্নার জন্য) চুলায় দিলাম। আমি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে উপস্থিত হলাম। ঐ সময় আটা নরম হয়ে রুটি প্রস্তুত করার উপযোগী হয়ে গেছে ও হাড়ির গোস্ত চুলার উপর প্রায় রান্না হয়ে গেছে। (আমি আরয করলাম) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার নিকট সামান্য খাবার আছে। আপনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে চলুন আর এক বা দু'ব্যক্তিকে সাথে নিন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

বললেন, "খাবার কতটুকু"? আমি যখন পরিমাণ বললাম, তখন বললেন, "খাবার অনেক আছে ও উত্তম রয়েছে"। ঘরে গিয়ে (তাকে) বলবে, যেন আমি আসার পূর্বে চুলা থেকে হাড়ি না নামায়, তাওয়া (কাঁচা মাটি দ্বারা প্রস্তুত রুটি পাকানোর চুলা) থেকে রুটি বের না করে।" (অতঃপর) তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, (সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে) বললেন, "উঠ!" তখন মুহাজির ও আনসারগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উঠে দাঁড়ালেন। (সায়্যিদুনা জাবির رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) বলেন আমি "আমার বিবি" رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নিকট গিয়ে বললাম, তোমার কল্যাণ হোক, সারকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাজির ও আনসারগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও যে সকল লোকেরা তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে ছিলেন তারা সকলে তাশরীফ এনেছেন। তিনি বললেন, "সারকারে আ'লী ওয়াকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?" আমি বললাম, "জ্বী।" এরই মধ্যে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে) বললেন, "ভেতরে প্রবেশ করো, ভীড় করো না।" হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে মুহ্‌তাশাম, শাহে বনী আদম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (স্বীয় মুবারক হাতে) রুটি টুকরো করে সেটার উপর গোস্ত রাখতে আরম্ভ করলেন। যখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রুটি ও গোস্ত বের করে নিতেন তখন- হাড়ি ও তাওয়াকে ঢেকে দিতেন। আর খাবার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে প্রদান করতেন এবং এরপর ঢাকনা খোলতেন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে রুটি টুকরা করতে আর হাড়ি থেকে গোস্ত বের করতে থাকেন। অবশেষে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন অথচ তারপরও অনেক খাবার বেঁচে গেল। তখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (তাঁদেরকে) বললেন, "তোমরা নিজেরাও খাও এবং মানুষকে উপহার স্বরূপ দাও, কেননা লোকেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে।"

(সহীহ্ বুখারী শরীফ, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-৫৫, হাদীস নং-৪১০১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাদানী ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ হল যে, আমাদের প্রিয় আকা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষুধার্ত থাকাটা ছিল নিজের ইচ্ছাধীন। এটাই, বর্ণিত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে যে, যেখানে তিনি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন ঐ সময়ে একটি মাত্র হাড়ি থেকে অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে পরিতৃপ্তভাবে আহার করাচ্ছেন। এ মু'জিযার মধ্যে রহস্যের হাজার হাজার মাদানী ফুল রয়েছে। এটাও একটি মাদানী ফুল হচ্ছে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অক্ষম ও অসহায় নন। নিজের পরওয়ারদিগার এর রহমতে উভয় জাহানের ভান্ডার সমূহের মালিক ও মুখতার (ক্ষমতাধর)।

এ মাদানী ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হলো যে, শাহে খায়রুল আনাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খুবই ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন, ক্ষুধার্ত থেকে ও নিজেদের পবিত্র পেটে পাথর বেঁধে নেকীর দা'ওয়াত চতুর্দিকে প্রসার করেছেন। আর হায় আফসোস! একটু লক্ষ্য করুন একদিকে আমাদের মত এমন লোকও রয়েছি যে, যারা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ এর পথে সামান্যটুকু কষ্টও সহ্য করতে রাজী নই। নিশ্চয় এখন আর কোন নবী আসবেন না। মুসলমানদেরকেই নেকীর দা'ওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। খোদার কসম! আজ মুসলমানদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। মসজিদ গুলোর উজাড় অবস্থা (অর্থাৎ মুসল্লী শূন্যতা) দেখে অন্তর কেঁদে উঠে। একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শুনুন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

(২) মাদানী কাফিলা মসজিদ আবাদ করল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের ১২ দিনের মাদানী কাফিলা বাবুল মদীনা করাচী থেকে পাঞ্জাব প্রদেশের একটি শহর সূহা-ওয়া এর একটি মসজিদে গিয়ে পৌঁছল। দেখতে পেলো মসজিদের দরজায় তালা লাগানো। তৎক্ষণাৎ চাবি সংগ্রহ করা হল। যখন দরজা খোলা হল তখন দেখা গেল, সবকিছুর উপর ধুলা-বালি জমে আছে। অবস্থা দেখে বুঝা গেল যে, দীর্ঘদিন থেকে মসজিদটি বন্ধ রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা সবাই মিলে-মিশে তা পরিস্কার করে নিলাম। আ'লাকায়ী দাওরাহ্ করে শহরের লোকদেরকে নেকীর দা'ওয়াত পেশ করে মসজিদে আসার জন্য অনুরোধ করা হল। আফসোস! আমাদের ইখ্লাসের মধ্যে ঘাটতি থাকার কারণে একজন মানুষও আমাদের সাথে আসলনা। কিন্তু আমরা সাহস হারায়নি। পাশেই দেখলাম খেলার মাঠ, তাতে কিছু ছেলে খেলাধুলায় ব্যস্ত। আল্লাহ্ এর নাম নিয়ে সেই খেলার মাঠে প্রবেশ করলাম এবং ভয়ে ভয়ে খেলায়রত যুবকদেরকে নেকীর দা'ওয়াত পেশ করলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর যে আমাদের কথায় তাদের অন্তর নরম হয়ে গেল। কয়েকজন যুবক সাথে সাথে আমাদের সাথে চলে আসলেন। মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায আদায় ও সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। আমাদের অনুরোধে তারা এ মসজিদকে আবাদ করার নিয়্যত করলেন। এ দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত প্রায় ৭০ বৎসর বয়সী এক বৃদ্ধ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতে লাগলেন, আমিতো লোকদেরকে মসজিদ আবাদ করার ব্যাপারে সর্বদা বলতে থাকি কিন্তু আমার কথা কে শুনে? اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ আশিকানে রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দের মাদানী কাফিলার বরকতে আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

تُوبُوا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

(৩) ৮০ জন সাহাবা ও সামান্য পরিমাণ খাবার

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালহা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঘরে গিয়ে হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সুলাইম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বললেন, "আমি হুযূরে পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দূর্বল আওয়াজ শুনলাম, যাতে আমি তাঁর-ক্ষুধার্ত থাকার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আপনার নিকট কি খাবারের কোন কিছু আছে?" উম্মে সুলাইম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বললেন, "জ্বী হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি জবের রুটির কিছু টুকরা বের করলেন, আর নিজের ওড়না নিয়ে সেটার এক প্রান্তে রুটি জড়িয়ে দিয়ে সেটা আমার কাপড়ের নীচে আঁড়াল করে দিয়ে ওড়নার অন্য প্রান্ত আমার (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর) উপর দিয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে তাজদারে রিসালাত, মাহে নুবুওওয়াত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে পাঠালেন। আমি ঐ রুটি নিয়ে হাজির হলাম। তখন দেখলাম যে, মাহ্বূবে রাব্বুল ই'বাদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক মানুষসহ মসজিদে বসা আছেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম।

তখন আল্লাহর মাহ্বূব, অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (গায়বের সংবাদ দেয়াবস্থায়) ইরশাদ করলেন, "তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে?" আমি আরয করলাম, "জ্বী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ " صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "খাবার খাওয়ানোর জন্য এসেছ?"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আমি আরয করলাম, "জ্বী সারকার"। শাহে খায়রুল আনাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করলেন, "চলো।" সবাই চলতে শুরু করলেন আর আমি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম।

অবশেষে আমি হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালহা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট আসলাম এবং অবস্থা সম্পর্কে বললাম। তখন আবু তালহা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন, "ওহে উম্মে সুলাইম! رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনার শাহান্‌শাহ্ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের সাথে নিয়ে আসছেন, আর আমাদের কাছে কিছু নেই যা তাঁদের সকলকে খাওয়ানো যেতে পারে। হযরত সায়্যিদুনা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন, اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন। হযরত সায়্যিদুনা আবূ তালহা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ চললেন। অবশেষে সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত হলেন। শাহান্‌শাহে কাওনাইন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে ঘরে এসে পৌঁছলেন। সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ওহে উম্মে সুলাইম! رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا যা কিছু তোমার নিকট রয়েছে তা নিয়ে এসো।" তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঐ রুটি গুলো নিয়ে আসলেন। মদীনে ওয়ালে আকা, মিঠে মিঠে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশে রুটি টুকরো করা হলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا সে গুলোতে ঘিয়ের বাসন থেকে ঘি লাগালেন। আর তা তরকারী হিসাবে ব্যবহার করলেন। অতঃপর সরকারে নামদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা কিছু আল্লাহ্ এর অনুমোদন ছিল তা এর উপর পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, "দশজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও।" তারা দশজনকে ডাকলেন। তাঁরা খেলেন এমনকি পরিতৃপ্ত হয়ে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

বাইরে চলে গেলেন। পুনরায় বললেন, "আরো দশজনকে ডাক।" তারা দশজনকে ডাকলেন। তাঁরা খানা খেলেন এবং বাইরে চলে গেলেন। পুনরায় বললেন, "আরো দশজনকে ডাক।" শেষ পর্যন্ত দলের সকলে খাবার খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন। ঐ দলটি ৭০ কিংবা ৮০ জন সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর দ্বারা গঠিত ছিল।

(মুসলিম শরীফ, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-১৭৮, হাদীস নং-২০৪০)

এক বর্ণনা মতে, পর্যায়ক্রমে দশজন করে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকেন আর দশজন করে বের হতে থাকেন। অবশেষে তাঁদের মধ্যে কেউই এমন ছিল না যে, যিনি ভেতরে গিয়ে খাবার খাননি। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ খাবারকে যখন একত্রিত করলেন তখন তা ততটুকুই ছিল যতটুকু খাওয়ার পূর্বে ছিল। অন্য আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, দশজন করে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খাবার খেতে থাকেন এমনকি ৮০জন সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খাবার খেয়েছেন। এরপর শাহানশাহে যামানা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও ঘরের বাসিন্দারা খাবার খেলেন তবুও তা অবশিষ্ট রইলো। আরো এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, "যে খাবার বেঁচে গেছে তা তাঁরা প্রতিবেশীদেরকে দিয়ে দিলেন।"

(সহীহ্ মুসলিম, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-১৭৮, হাদীস নং - ২০৪০)

আল্লাহ্ এর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'জিযা ছিল যে, বাহ্যিকভাবে দেখতে সামান্য পরিমাণ খাবার ৮০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খাওয়ার পরও যতটুকু ছিল ততটুকুই রয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান মর্যাদাই কি রূপ যে, নিজে ক্ষুধার্ত থাকেন আর নিজের গোলামদেরকে প্রচুর পরিমাণে নে'মত সমূহ খাওয়ান। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঈমান সতেজকারী বাণী হচ্ছে;

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللّٰهُ يُعْطِىْ

অর্থাৎ-আল্লাহ দান করেন আর আমি বণ্টন করি। (বুখারী শরীফ, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৩০, হাদীস নং - ৭১)

عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ربّ ہے مُعطی یہ ہیں قاسِم
رزق اُس کا ہے کِھلاتے یہ ہیں
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
پیتے ہم ہیں پِلاتے یہ ہیں
اُس کی بخشِش اِن کا صدقہ
دیتا وہ ہے دِلاتے یہ ہیں
اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَر
ساری کثرت پاتے یہ ہیں
کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ
مُژدہ رِضا کا سناتے یہ ہیں

রব হে মু'তি ইয়ে হে কাসিম
রিয্ক উস কা হে খিলাতে ইয়ে হে
ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা,
পিতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে
উছ কি বখ্শিশ ইন কা সদ্কা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

দেতা উহ হে দিলাতে ইয়ে হে

اِنَّا اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَر

ছারি কাসরাত পাতে ইয়ে হে

কেহ দো রযা ছে খুশ হো কুশ রাহ,

মুঝদাহ রযা কা ছুনাতে ইয়ে হে।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

(৪) ৩০০ যোদ্ধার কুদরতি খানা

হযরত সায়্যিদুনা আবূ আবদুল্লাহ্ জাবির বিন আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন, ইমামুল মুবাল্লিগীন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের (৩০০ জন) কে কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন আর হযরত সায়্যিদুনা আবূ উ'বাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে আমাদের সিপাহ্সালার নিযুক্ত করলেন এবং আমাদেরকে খেজুরের একটি ছোট বস্তা পথ খরচা স্বরূপ প্রদান করলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবূ উ'বাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আমাদেরকে (প্রতিদিন) একটি করে খেজুর দিতেন। জিজ্ঞাসা করা হল, "আপনারা عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان একটি খেজুর দ্বারা কিভাবে জীবনধারণ করতেন?" তখন বললেন, "আমরা এটাকে চুষতাম যেভাবে শিশু (কোন বস্তু) চুষে এবং এরপর পানি পান করে নিতাম। তখন তা ঐ দিন রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা নিজেদের বর্শা দ্বারা গাছের পাতা (যেগুলো উট আহার করে) নীচে ফেলতাম আর সেগুলো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম।" তিনি বলেন, "আমরা সমুদ্রের কিনারা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন (দূর থেকে) এক পার্শ্বে বালুর বড় টিলার ন্যায় কিছু একটি দৃষ্টিগোচর হল। আমরা যখন কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখতে পেলাম যে, সেটা একটা প্রাণী (মরা),

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

যেটাকে আম্বর (মাছ) বলা হয়।" হযরত সায়্যিদুনা আবূ উ'বাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "এটাতো মৃত বস্তু।" অতঃপর নিজেই বললেন, "না, বরং আমরা আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (পক্ষ থেকে) প্রেরিত আর আমরা আল্লাহর পথে (ঘর থেকে বের হয়েছি) আর আপনারা عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان উপায়হীন অবস্থায় রয়েছেন, তাই (এটা) খেয়ে নিন।" আমরা তিনশত জন একমাস এটা খেয়ে কাটিয়েছি। এমনকি আমরা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলাম। আমার স্মরণ আছে যে, আমরা সেটার চোখের গর্ত থেকে বড় মটকা ভরে ভরে চর্বি বের করতাম। আর আমরা ঐ (মাছ) থেকে ষাড়ের ন্যায় বড় বড় টুকরা কেটে নিতাম। (এ মাছের চোখের বৃত্ত এত বড় ছিল যে,) হযরত সায়্যিদুনা আবূ উ'বাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদের মধ্য থেকে ১৩ জন কে সেটার চোখের গর্তে বসালেন। (আর তাতে সহজে সবার বসার জায়গা হয়ে গেল। এটার একটি পাঁজরের হাড় ধরে (কামানের মত) দাঁড় করালাম অতঃপর একটি বড় উটের উপর বসার ঘর স্থাপন করলাম আর উট এ এর নীচ দিয়ে চলে গেল।

আমরা সেটার শুকনো গোস্তের টুকরা পথ খরচার জন্য সাথে রাখলাম। যখন আমরা মদীনায়ে মুনাওওরায় পৌঁছলাম তখন সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট হাজির হলাম এবং তাঁর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিকট এটার আলোচনা করলাম। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "সেটা রিয্ক ছিল, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের নিকট ঐ গোস্তের কোন অংশ আছে কি? (যদি থাকে) তবে আমাদেরকেও খাওয়াও। আমরা হুযূরে পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট ঐ মাছ এর গোস্ত পেশ করলাম। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা খেলেন। (সহীহ্ মুসলিম, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-১৪৭, হাদীস নং-১৯৩৫)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৫) উম্মতের আমানতদার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রেরণা ও আগ্রহের প্রতি উৎসর্গ হোন! তাদের এমন নিঃস্ব অবস্থা ছিল যে, প্রতিদিন শুধু একটি মাত্র খেজুর ও গাছের পাতা খেয়ে আল্লাহর পথে শত্রুদের সাথে লড়াই করতেন আর নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেন। এখন যে ঘটনা আপনারা লক্ষ করলেন এ অভিযানের নাম সাইফুল বাহর। এটাকে "জায়সুল উসরাহ্"ও বলা হয়। তিনশত জন বীরের সিপাহ্সালার হযরত সায়্যিদুনা আবূ উবাইদা বিন আল্ জাররাহ্ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ "আ'শারায়ে মুবাশ্শারাহ্" (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০জন) এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বারগাহে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে তাঁকে "আমীনুল উম্মাহ্" (অর্থাৎ উম্মতের আমানতদার) এই প্রিয় উপাধীটি দান করা হয়েছিল। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে তিনি মুসলমান হয়ে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, শক্তিমান ও দীর্ঘ দেহী ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে গোস্ত কম ছিল। উহুদের যুদ্ধের সময় মদীনার তাজদার, শাহানশাহে আবরার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখমন্ডল মুবারাকে যখন লোহার টুপির দুটি কড়া ঢুকে গিয়েছিল তখন তিনি নিজের দাঁত দ্বারা সেগুলো টেনে বের করেছিলেন, যার কারণে তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনের দুটি দাঁত শহীদ হয়ে গিয়েছিল। (আল্ উসাবা, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৪৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রত্যেকেরই এই মাদানী চিন্তা-ধারা হচ্ছে, "আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এ মাদানী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আশিকানে রসূল এর মাদানী কাফিলা সমূহ সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফর করতে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে সেটার বরকত সমূহ অর্জন করা উচিত। আল্লাহর পথে সফরে বের হওয়া ঐ পবিত্র সত্ত্বাগণের বিশাল আকৃতির মাছের মাধ্যমে অদৃশ্য থেকে সাহায্যের ঘটনা আপনারাও লক্ষ্য করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজও যে ইখ্‌লাসের সাথে ইসলামের সাহায্যে প্রবল আগ্রহ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়, সেও বঞ্চিত থাকে না। যেমন - দা'ওয়াতে ইসলামী'র মাদানী কাফিলার ঘটনা শুনুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৬) মাদানী কাফিলার আশ্চর্য কারামাত

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের হৃদপিন্ডে ব্যথা শুরু হল। ডাক্তার বললেন যে, আপনার হৃদপিন্ডের দুটি শিরাই বন্ধ রয়েছে, ANGIOGRAPHY (এনজিওগ্রাফী) করে নিন। এ রোগের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে ভর্তি হলে হাজার হাজার টাকা খরচ হত। এ বেচারা গরীব মানুষ, এত বড় খরচের অংক শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত সমূহ প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফর করে সেখানে দু'আ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাই তিনি তিন দিনের জন্য মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় সুস্থতা অনুভব করলেন। ফিরে এসে যখন পরীক্ষা করালেন তখন সব রিপোর্ট সঠিক পাওয়া গেল। ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কোথাও চিকিৎসা করিয়েছ? তোমারতো হৃদপিন্ডের দুটি বন্ধ শিরা পুনরায় চালু হয়ে গেছে?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

এটা কি করে সম্ভব হলো? জবাব দিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সফর করে দু'আ করার বরকতে হৃদপিন্ডের জীবন নাশক রোগ থেকে আমার মুক্তি লাভ হয়েছে।"

لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو
دل میں گر درد ہو ڈر سے رُخ زرد ہو
پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو
লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো
ছিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো
দিল মে গর দরদ হো ডরসে রুখ যরদ হো,
পাও গে রাহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৭) ইয়াহ্ইয়া عَلَيْهِ السَّلَام ও শয়তান

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একদা শয়তানের কাছে প্রচুর সংখ্যক ফাঁদ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি? সে জবাব দিল, এগুলো কামভাব এর জাল, যা দ্বারা আমি মানুষদেরকে শিকার করে থাকি। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জিজ্ঞাস করলেন, এগুলোর মধ্যে আমাকে আটকানোর জন্যও কি কোন জাল আছে? সে বলল না, তবে শুধুমাত্র এক রাতে আপনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পেট ভরে খাবার খেয়ে ছিলেন। তখন আমি ঐ রাতে আপনার উপর নামাযকে ভারী করে দিয়েছিলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! আগামীতে কখনো আমি পেট ভরে খাব না। শয়তান বলল, আমিও ভবিষ্যতে কখনো কাউকে এ ধরনের উপকারী কথা বলব না।"

(মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-৯৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

পেটুক ইবাদতে স্বাদ পায় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "এটা ঐ নিষ্পাপ সত্ত্বার অবস্থা, যিনি সারাজীবনের মধ্যে একবার মাত্র পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে, যে সারাজীবন শুধুমাত্র একবার পেটকে ক্ষুধার্ত রেখেছে? এ ধরণের পেটুক মানুষ কি ইবাদতের স্বাদ লাভের আকাঙ্খা করতে পারে? পেট ভরে খাওয়ার কারণে ইবাদতে ঘাটতি আসে। কারণ মানুষ যখন খুব ভালভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেয়ে নেয় তখন তার শরীর ভারী হয়ে যায়, চোখ ঘুমে ভরে আসে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অলস হয়ে পড়ে। চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন কাজ-কর্ম করতে পারে না। অধিকাংশ সময় মাটিতে মৃত লাশের ন্যায় পড়ে থাকে। কথিত আছে যে, যখন তুমি পেটুক হয়ে যাবে তখন তুমি নিজেকে শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় মনে করো। হযরত সায়্যিদুনা আবূ সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আমি ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্বাদ ঐ সময় অনুভব করি, যখন ক্ষুধার কারণে আমার পেট পিঠের সাথে লেগে থাকে।

(মিন্হাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-৯৩)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৮) তাকওয়ার অবিশ্বাস্য কাহিনী

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর গোলাম তাঁর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ খিদমতে দুধ নিয়ে আসল। তিনিতা পান করে নিলেন। গোলাম বলল, আমি পূর্বে যখনই কোন কিছু আপনার নিকট পেশ করতাম তখন আপনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু এ দুধের ব্যাপারে আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না? এটা শুনে তিনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ কি রকম? গোলাম বলল যে, আমি অন্ধকার যুগে এক অসুস্থ ব্যক্তির উপর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়েছিলাম, যার বিনিময়ে আজকে সে এ দুধ প্রদান করেছে। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এ কথা শুনার সাথে সাথে নিজের কণ্ঠ নালীতে আঙ্গুল দিয়ে ঐ দুধ পেট থেকে বের করে দিলেন। অতঃপর খুবই বিনয় সহকারে দরবারে ইলাহী এ আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ্ যা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল তা আমি করেছি। আর এটার সামান্য পরিমাণ অনেক ক্ষুদ্র অংশ যা রগের মধ্যে রয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দাও।

(মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা-৯৭)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী ছিলেন। কাফিরেরা কুফরী বাক্য পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুঁক করে থাকে। অন্ধকার যুগেও এরকম করা হত। এ গোলাম যেহেতু অন্ধকার যুগে ফুঁক মারার কাজ করেছিল, সে কুফরি মন্ত্র পাঠ করে ফুঁক দিয়েছে হয়তো এ ভয়ে সেটার বিনিময়ে অর্জিত দুধ সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বমি করে বের করে দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

عَزَّوَجَلَّ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

یقیناً منبعِ خوفِ خُدا صِدّیقِ اکبر ہیں
حقیقی عاشقِ خیرُ الوریٰ صِدّیقِ اکبر ہیں
نہایت متّقی و پارسا صدّیقِ اکبر ہیں
تقی ہیں بلکہ شاہِ اتقیا صدّیقِ اکبر ہیں

ইয়াকিনান মাম্বায়ে খওফে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে
হাকিকি আশিকে খায়রুল ওরা সিদ্দিকে আকবর হে
নিহায়েত মুত্তাকী ও পারসা সিদ্দিকে আকবর হে
তাকি হে বলকে শাহে আতকিয়া সিদ্দিকে আকবর হে।

(৯) ভুনা ছাগল

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিছু মানুষের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ভুনাকৃত ছাগল (এর গোস্ত) রাখা ছিল। তারা তাঁকে খাবার খাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এ কথা বলে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালেন যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনো জবের রুটিও পেট ভরে খাননি। (সহীহ্ বুখারী, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২৫২, হাদীস নং- ৫৪১৪)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

عَزَّوَجَلَّ

خدایا میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں
غمِ مصطفٰے ﷺ میں بس آنسو بہاؤں

খোদায়া মে উমদা গিজায়ে না খাও
গমে মুস্তফা মে বস আছো বাহাও।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

খাবার যেন জামাআত তরকের কারণ না হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিরহ বেদনা এরূপ ছিল যে, প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ক্ষুধার কথা স্মরণ করে ভুনাকৃত ছাগলের গোস্ত খেতে অস্বীকার করলেন।

আর আহ! অপরদিকে আমাদের ন্যায় নামমাত্র আশিকরা, যদি জ্বলন্ত কয়লায় ভুনা ছাগলের গোস্ত বরং রানও সামনে এসে যায় তবে ইশক্ব ও প্রেম সবকিছু ভুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আর উভয় হাত দ্বারা চুষে চুষে খাবারের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যাব যে, সম্ভবত জামাআত সহকারে নামায পড়ার ব্যাপারেও হুশ থাকবেনা। আহ! আজ-কাল প্রায় দা'ওয়াতে এ রকমই হয়ে থাকে। এমনকি বুযুর্গদের ওরশ এর দা'ওয়াতের ন্যায় নফল কাজ করার সময় আল্লাহর পানাহ! প্রায় নামাযী খাবারের প্রতি লোভী হওয়ার কারণে জামাআত ত্যাগ করে বসেন। আমার মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, যখনই কোন দা'ওয়াতের আয়োজন করেন, তখন এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, এ সময়ের মধ্যে যেন কোন নামাযের সময় এসে না পড়ে। যদি খাবারের মাঝে নামাযের সময় চলে আসে তবে দা'ওয়াতকারী ও মেহমান প্রত্যেকেই লক্ষ ব্যস্ততা সত্ত্বেও খাবার বন্ধ করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ মসজিদে চলে যাবেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত শরীআ'ত সম্মত কোন অপারগতা থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের প্রথম জামাআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব। যদি ঘরে জামাআত করেও নেন তবুও জামাআত তরকের গুনাহ থেকে রেহাই পাবেন না। এ কথার স্বপক্ষে মুফতীগণ কি বলেন শ্রবণ করুন; বরং কিছু ফুক্বাহায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰہُ تعالٰی মতে **"ইকামাতের পূর্বে মসজিদে যে আসবেনা সে গুনাহ্গার হবে।"**

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

কুফরের উপর মৃত্যু হওয়ার ভয়

ইফতার পার্টি, দা'ওয়াতে ওরশ ও না'তের মাহফিল ইত্যাদির কারণে ফরয নামাযে মসজিদের জামাআতে উলা (অর্থাৎ প্রথম জামাআত) পরিত্যাগ করার কোন রূপ অনুমতি নেই। এমনকি এ হুকুম থেকে তারাও বাদ যাবে না যেসব মানুষ ঘর বা হল্‌রুম কিংবা বাংলোর কম্পাউন্ডে তারাভীর নামাযের জামাআতের ব্যবস্থা করেন, অথচ নিকটেই মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। তখন তাদের উপরও ওয়াজিব যে, প্রথমে (ইশার) ফরয নামায জামাআতে উলার সাথে মসজিদে আদায় করা।

যে সব মানুষ শরীআত সম্মত অপারগতা ছাড়া সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ফরয নামায মসজিদে জামাআতে উলার সাথে আদায় করেন না, তাদের ভয় করা উচিত। কারণ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে - যার এটা পছন্দ হয় যে, কাল আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুসলমান অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করবে, তবে সে যেন ঐ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (এর জামাআত) ঐ স্থানে (নিয়মিত আদায়) করে, যেখানে আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ্ তোমাদের নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য 'সুনানে হুদা' শরীআত সম্মত করেছেন। আর এ (জামাআত সহকারে) নামাযগুলোও সুনানে হুদার অন্তর্ভূক্ত। আর যদি তোমরা নিজেদের ঘরে পড়ে নাও যেভাবে পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা ঘরে নামায পড়ে নেয়, তাহলে তোমরা নিজ নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করবে, আর যদি নিজ নবীর সুন্নত ছেড়ে দাও, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

(মুসলিম শরীফ, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২৩২, হাদীস নং-২৫৭)

এ হাদীসে মুবারাকা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জামাআতে উলাতে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীর ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে এবং যে শরীআত সম্মত অপারগতা ছাড়া মসজিদের জামাআতে উলা পরিত্যাগ করে তার জন্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আল্লাহর পানাহ! কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করার ভয় রয়েছে। যারা অহেতুক অলসতাবশতঃ সম্পূর্ণ জামাআতে নামাজ আদায় করতে পারেনা তারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, বাহরুর রা-ইক ও "কুনিয়া" কিতাবে রয়েছে, যদি আযান শুনে দুখূলে মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশের জন্য ইকামতের অপেক্ষা করে, তবে গুনাহ্গার হবে"।

(ফাতাওয়া রাযাবিয়্যাহ্, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠা-১০২, আল্ বাহরুর্ রাইক, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৬০৪)

ফাতাওয়া রাযাবিয়্যাহ শরীফের ঐ পৃষ্ঠাতে রয়েছে, "যে ব্যক্তি আযান শুনে ইকামতের জন্য ঘরে অপেক্ষা করে , তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

(আল্ বাহরুর রা-ইক, খন্ড-১ম পৃষ্ঠা-৪৫১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ইকামতের পূর্বে মসজিদে না যায়, কিছু ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى এর মতে, সে গুনাহ্গার ও অর্থাৎ সাক্ষীর জন্য অনুপযুক্ত তাহলে যে, কোন অপারগতা ছাড়া ঘরে জামাআ'ত প্রতিষ্ঠা করে অথবা জামাআত ছাড়া নামায আদায় করে কিংবা আল্লাহর পানাহ! যে নামাযই পড়ে না তার কি অবস্থা হবে? ইয়া রব্বে্ মুস্তফা! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআতে উলার প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করার সৌভাগ্য সর্বদা নসীব করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت
ہو توفیق ایسی عطا یاالٰہی عزوجل

মে পাচোঁ নামাযে পড়ো বা জামাত,
হো তাওফীক আয়ছি আতা ইয়া ইলাহী।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(১০) ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণ

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন উমাইর আ'দাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, বসরার শাসক হযরত সায়্যিদুনা উতবা বিন গায্ওয়ান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক সময় আমাদেরকে এরূপ ভাষণ দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার পর বললেন, "নিশ্চয় দুনিয়া নিজের ধ্বংস হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে আর সেটা সীমাহীন দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তবে শুধু এতটুকু অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যতটুকু বাসনের তলানি। (বাসনের তলায় সামান্য পরিমাণ যা থেকে যায় সেটাকে তলানি বলে) আর এ বাসন এর মালিক এ থেকে উপকার অর্জন করছে। তোমরা এ দুনিয়া থেকে ঐ ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, যেটা কোনদিন ধ্বংস হবেনা। এজন্য তোমাদের কাছে যেটা সবচেয়ে উত্তম বস্তু রয়েছে তা নিয়ে ঐ আখিরাতের ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।

আমাদেরকে এটা বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে, যেটা সত্তর বৎসর পর্যন্ত নীচের দিকে পড়তে থাকবে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা জাহান্নামের তলায় গিয়ে পৌঁছবেনা। আর খোদার শপথ! এ জাহান্নামকে অবশ্যই ভর্তি করা হবে। তোমরা কি এতে অবাক হচ্ছো? আর আমাদেরকে এটাও বলা হয়েছে যে, "জান্নাতের দরজাগুলোর দুটি প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ৪০ বৎসরের পথ সমান হবে। এর মধ্যে একটি দিন অবশ্যই এমন আসবে যে, যখন তা ভীড়ের কারণে পূর্ণ হয়ে যাবে।" আমি আমাকে দেখলাম যে, আমি সরওয়ারে কায়িনাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ৭ জন মানুষের মধ্যে সপ্তম নম্বরে ছিলাম। আমাদের কাছে গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার জন্য কিছু ছিলনা। এমনকি (পাতা খাওয়ার কারণে) আমাদের ঠোঁটের কোনা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আমি একটি চাদর পেলাম আর সেটা (মধ্যখানে ছিঁড়ে) নিজের ও সা'দ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝে বন্টন করে নিলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অর্ধেক চাদর আমি লুঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করেছি আর অর্ধেক সা'দ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ । তখন তা অসচ্ছলতার সময় ছিল) আর আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসক। আমি এ বিষয় থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমিতো (ভাল ধারণাবশত) নিজেকে মহান মনে করব কিন্তু খোদার নিকট আমি খুবই তুচ্ছ সাব্যস্ত হব।

(মুসলিম শরীফ, খন্ড-২য়,পৃষ্ঠা-৪০৮, হাদীস নং-২৯৬৭)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নেকীর দা'ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রচন্ড ক্ষুধা সহ্য করেছেন। এমনকি গাছের পাতা খেয়ে ও ভীষণ ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে ইসলামের বৃক্ষে পানি দিয়েছেন। সত্যিই ঐ সময়ের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। যেমনিভাবে অন্য একটি বর্ণনা থেকেও তা প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন

(১১) আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী

আশরায়ে মুবাশ্‌শারার মধ্য থেকে একজন জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াককাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন, আমি আরবের সে প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে সর্ব প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে জিহাদ করতাম। আর আমাদের কাছে কাঁটাযুক্ত গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার জন্য কিছুই থাকত না। শৌচকার্যের সময় আমাদের মল ছাগলের বিষ্টার মত হত। যাতে তৈলাক্ত পদার্থের নাম গন্ধও থাকতনা। (সহীহ্ বুখারী, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠা-২৩১, হাদীস নং-৬৪৫৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরাম লাভ হওয়ার পরও এ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রবল আগ্রহ শেষ হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা কমেওনি বরং আল্লাহর ভয় আরো বেড়ে গেল এই ভেবে যে, আবার যেন এমন না হয়, আমরা নিজেদেরকে বুযুর্গ মনে করে বসব আর আল্লাহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত আমাদেরকেও এ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام এর সদকায় নেকীর দা'ওয়াত প্রসার করার ব্যাকুলতা ও এর জন্য কুরবানী দেওয়ার আগ্রহ দান করুক। আমীন। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত যে, তিনি যেন নিজের এমন মানসিকতা তৈরী করেন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে," আর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام এর আল্লাহর পথে কুরবানী সমূহের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করার জন্য, দা'ওয়াতে ইসলামী'র সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলা সমূহে সফরের সৌভাগ্য লাভ করে, দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত সমূহ অর্জন করুন। মাদানী কাফিলার এক বাহার পেশ করা হলো

(১২) মাদানী কাফিলার বরকতে হাত ভাল হয়ে গেল

ঠান্ডূ আদম সিন্ধু প্রদেশ, এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, আমি প্রায় দু'বৎসর পর্যন্ত হাতের অসুস্থতার কারণে চিন্তিত ছিলাম। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছি। একবার অপারেশনও করিয়েছি কিন্তু যতই চিকিৎসা করছি রোগ ততই বাড়ছিল অন্তরে এক রকম ভয় এসে গেল যে, সম্ভবত এর কারণে ক্যান্সার হয়ে যাবে আর আমার হাত শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সূবায়ী মাজলিশে মুশাওয়ারাত বেলুচিস্থানকে সর্বদা নিরাপদ রাখুন। আমীন। তারা সূবায়ী (প্রাদেশিক পর্যায়ে কোয়েটাতে দু'দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এর (২৭-২৮ জুমাদিল উলা, ১৪২৫ হিজরী) আয়োজন করলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমিও সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর অসংখ্য মাদানী কাফিলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সর্বদা সফররত থাকে আর গ্রামে-গঞ্জে, লোকালয়ে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে থাকে। আমি শুনেছি যে, মাদানী কাফিলাতে সফরকারীদের দু'আ সমূহ কবূল হয়। আমিও সাহস করলাম আর কোয়েটা থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নত প্রশিক্ষণের ১২ দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াসীলা পেশ করে কেঁদে কেঁদে সেখানে দু'আ করলাম। আমি গুনাহ্গারের উপর দয়া হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার হাত থেকে সবগুলো তামার আবরণ ঝরে গেল। আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হলো, যেসব জায়গায় অপারেশন করিয়েছিলাম, সেগুলোরতো চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে কিন্তু ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে তামার আবরণ ঝরে যাওয়াও চিহ্ন পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল!

لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو
زخم بگڑے بھریں پھوڑے پُھنسی مِٹیں
گر ہوں مَسّے جھڑیں قافلے میں چلو

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
ছিকনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
যখম বিগড়ে ভরি ফুড়ে পুসি মিটে,
গর হো মাচ্ছে জড়ি কাফিলে মে চলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সরকারে বাগদাদ হুযূরে গওসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নফস ও শয়তান থেকে মুক্তির জন্য বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ২৫ বৎসর যাবত ইরাক শরীফের জঙ্গল সমূহে একাকী অবস্থায় সাধনা করতে থাকেন।

رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه

تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا
تو ہے وہ غَیث کہ ہر غَیث ہے پیاسا تیرا

তু হে উও গাউছ কেহ্ হার গাউছ হে শায়দা তেরা
তু হে উহ গাইছ কেহ্ হার গাইছ হে পিয়াসা তেরা।

(১৩) - শীতকালীন রাতে ৪০ বার গোসল

বাহ্জাতুল আস্রার শরীফে রয়েছে, সরকারে বাগ্দাদ, হুযূরে গওসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি কারখের জঙ্গল গুলোতে অনেক বছর অবস্থান করেছি। আমি সেখানে গাছের পাতা ও ঘাসের চারা খেয়ে জীবন যাপন করতাম। আমার পরিধানের জন্য এক ব্যক্তি প্রতি বৎসর সুতার তৈরী একটি জুব্বা দিয়ে যেতেন। আমি দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাজার চেষ্টা করেছি, আমি একা ও চিন্তিত অবস্থায় থেকেছি। আমার নীরবতার কারণে লোকেরা আমাকে বোবা ও পাগল বলত। কখনো কখনো কাঁটার উপর খালি পায়ে চলতাম, ভয়ানক গুহা ও ভীতিপ্রদ উপত্যকা সমূহে নির্ভয়ে ঢুকে পড়তাম। দুনিয়া সজ্জিত হয়ে আমার সামনে প্রকাশ হত কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সেটার প্রতি মনোনিবেশ করতাম না। আমার নফস কখনো আমার সামনে বিনয়ী ভাব প্রকাশ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

করত যে, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আর কখনো আমার সাথে ঝগড়া করত। আল্লাহ্ আমাকে সেটার উপর বিজয় দান করতেন। আমি অনেক দিন পর্যন্ত মাদায়েন এর বনে অবস্থান করেছি আর সেখানে নিজের নফসকে সাধনায় নিয়োজিত করে রেখেছিলাম। এক বৎসর যাবত পতিত বস্তু সমূহ কুড়িয়ে আহার করতাম ও পানি মোটেই পান করতাম না। অতঃপর এক বৎসর শুধুমাত্র পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতাম আর পতিত বস্তু কিংবা অন্য কোন খাদ্য খেতাম না। এরপর এক বৎসর কোন কিছু পানাহার করা ব্যতীত উপবাস অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতাম। সে সময় আমার উপর কঠিন পরীক্ষা আসত। একবার প্রচন্ড শীতের রাতে এভাবে আমার পরীক্ষা নেয়া হল যে, বার বার চোখে ঘুম আসত আর আমার উপর গোসল ফরয হয়ে যেত। আমি তৎক্ষণাৎ নদীতে যেতাম আর গোসল করে নিতাম। এভাবে এক রাতে শীতের প্রচন্ড (হাঁড় কাঁপানো) ঠান্ডায় ৪০ বার আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করেছি। (বিতাগায়্যুরিন আজ বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-১৬৪, ১৬৫)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(১৪) মাটি থেকে খুঁজে খুঁজে পতিত টুকরা খাওয়া

সরকারে বাগ্দাদ হুযূরে গওসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "আমি যখন শহরে খাওয়ার জন্য পতিত টুকরা কিংবা জঙ্গলের কোন ঘাস বা ফুলের পাপড়ী তুলতে চাইতাম আর এমন সময় যদি দেখতাম যে, অন্য ফকিরও এটা খুঁজছেন তখন নিজের ইসলামী ভাইকে ঈসার (অপরকে নিজের উপর প্রাধান্য দান) করে তা তুলতাম না বরং এমনিতেই রেখে দিতাম যাতে তারা তুলে নিয়ে যায় আর নিজে ক্ষুধার্ত থাকতাম। যখন ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা সীমার বাইরে চলে গেল আর আমি মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম তখন "ফুলের বাজার" থেকে একটি খানার বস্তু যা যমীনে পতিত অবস্থায় ছিল তা আমি উঠালাম আর এক কোনায় গিয়ে সেটা খাওয়ার জন্য বসলাম। এরই মধ্যে একজন অনারবী যুবক সেখানে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আসল যার কাছে টাটকা রুটি ও ভুনা গোস্ত ছিল। সে সেখানে বসে তা খেতে লাগল। এটা দেখে আমার খাওয়ার আগ্রহ প্রচন্ডভাবে বেড়ে গেল। যখন সে তার খাবার খাওয়ার জন্য লোকমা উঠাত তখন আমি ক্ষুধার অস্থিরতার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন চাইত যেন মুখ খোলে দিই যাতে সে আমার মুখে লোকমা ঢেলে দেয়। এ সময়ও আমি অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করলাম আর আমার নফসকে ধমক দিয়ে বললাম যে, "ধৈর্যহারা হবিনা, আল্লাহ্ আমার সাথে রয়েছেন।"

আমি আমার এ নীতির উপর অটল রইলাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম অবস্থা যা-ই হোক না কেন আমি কিন্তু এ যুবক থেকে চেয়ে কখনো খাব না। হঠাৎ ঐ যুবক আমার দিকে মনোনিবেশ করল, আর বলতে লাগল, "ভাই! আসুন, আপনিও رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাবারে অংশ গ্রহণ করুন।" আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। সে বারংবার অনুরোধ করতে লাগল। আমার নফস আমাকে খাওয়ার জন্য খুবই উৎসাহ দিল কিন্তু আমি তারপরও অস্বীকৃতি জানালাম। কিন্তু ঐ যুবকের বারংবার বলার কারণে আমি সামান্য পরিমাণ খাবার খেয়ে নিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথাকার বাসিন্দা? আমি বললাম, "জীলানের" সে বলল, আমিও জীলানেরই অধিবাসী। আচ্ছা, "আপনার সুপ্রসিদ্ধ আবিদ ও যাহিদ, আল্লাহর ওলী হযরত সায়্যিদ আবদুল্লাহ্ সূমাঈ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নাতি আবদুল ক্বাদির رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে চেন?" আমি বললাম, "সেতো আমিই।"

একথা শুনে সে অস্থির হয়ে উঠল আর বলতে লাগল যে, "আমি যখন বাগদাদ আসছিলাম তখন আপনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আম্মাজান رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا আপনাকে رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه দেয়ার জন্য আমাকে সোনার আটটি দিনার দিয়েছিলেন। আমি এখানে বাগদাদে এসে আপনাকে رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه খুঁজতে থাকি কিন্তু কেউ আপনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه সন্ধান দিতে পারে নি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

শেষ পর্যন্ত আমার সব টাকা-পয়সা খরচ হয়ে গেল। আজ তিনদিন থেকে আমি উপবাস। আমি যখন ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে গেলাম এবং প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হল তখন আমি আপনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমানত থেকে এ রুটি ও ভুনাকৃত গোস্ত ক্রয় করলাম। হুযূর! আপনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আনন্দচিত্তে এটা আহার করুন। কারণ এগুলো আপনারই رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه সম্পদ। প্রথমে আপনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমার মেহমান ছিলেন আর এখন আমি আপনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه মেহমান।" অবশিষ্ট টাকা-পয়সা ফেরত দিয়ে বলল, "আমি ক্ষমা প্রার্থী। উপায়হীন অবস্থায় আমি আপনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه টাকা থেকে খাবার কিনেছি।" আমি তার কথায় খুবই খুশী হলাম। আমি অবশিষ্ট খাবার ও আরো কিছু মূল্যবান জিনিস তাকে দান করলাম, সে তা গ্রহণ করল এবং বিদায় নিল।

(আজ্জাইল আলা ত্ববকাতিল হানা-বিলা, খন্ড-৩য়, পৃ-২৫০)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه
مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه

তলব কা মুহ তো কিস কাবিল হে ইয়া গাউছ,
মগর তেরা করম কামেল হে ইয়া গাউছ।

(হাদায়েখে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ধরণের ক্ষুধা সহ্য করা ও কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হওয়ার পর নিজেরই সম্পদ ফিরে পাওয়ার পরও সেটা দান করে দেয়া সত্যিই অনেক বড় ধরনের ত্যাগের কথা আর এটা আওলিয়ায়ে কিরাম এরই অংশ। আমাদের গওসে আ'যম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপবাসকে শত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

মারহাবা ও তাঁর দানকেও শত কোটি মারহাবা! হায়! এমন যদি হত! আমাদের মাঝেও দানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত। হায়! হায়! আমাদেরতো পেট ভর্তি করে নেয়ার পর অবশিষ্ট খানাটুকুও দান করার উদ্দীপনা থাকেনা বরং আগামীতে খাওয়ার জন্য সেগুলো ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেই। হায়! এমন যদি হত, দানের মহান সাওয়াব অর্জনের জন্য আমাদেরও মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যেত।

(১৫) কঠোরতার পর নম্রতা

হযরত আল্লামা ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "তাবকাতে কুবরা" নামক গ্রন্থে হুযূর গাওসুল আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এ বাণী উদ্ধৃত করেন। "প্রথম দিকে আমার উপর ভীষণ কঠোরতা আরোপ হয়েছে। যখন কঠোরতা সীমাহীন বৃদ্ধি পেল তখন আমি দুর্বল হয়ে যমীনে শুয়ে গেলাম আর আমার মুখে কুরআনে পাকের এ দুইটি আয়াত জারী হয়ে গেল।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ
(৫) সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

(সূরা-আলাম নাশরাহ, আয়াত-৮, পারা-৩০)

এ আয়াতগুলোর বরকতে ঐ সকল কঠোরতা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে গেল।"
رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

ওয়াহ কিয়া মরতবা আয় গাউছ হে বালা তেরা,
উচেঁ উচোঁ কে ছারো ছে কদম আ'লা তেরা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় কিছু লাভ করার জন্য কিছু ত্যাগ করতে হয়। আমাদের গাওসুল আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের রাব্বে রহমান ও খোদায়ে হান্নান ও মান্নান এর নৈকট্য অর্জন ও আপন নানাজান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন, নফস ও শয়ত্বানের উপর জয়ী হওয়া, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ, গুনাহের রোগ হতে নিজেকে রক্ষা, আল্লাহর সৃষ্টিকে সঠিক পথে আনা, মুবাল্লিগের মহান সৌভাগ্য অর্জন করে অসংখ্য সাওয়াব লাভ, নেকীর দা'ওয়াতের বিশ্বময় প্রসারতা দান ও অসংখ্য কাফিরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যাক আমরা হুযূরে গাওসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ন্যায় সাধনাতো করতে অক্ষম। কিন্তু তারপরও সাহস না হারিয়ে এটাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে কিছু না কিছু আগে বাড়ার চেষ্টাতো করতে পারি।

سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے مِلا کرتا ہے
آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا عَزَّوَجَلَّ

ছাচ হে ইনসান কো কুছ কুকে মিলা করতা হে,
আপ কো কুকে তুজে পায়েগা জাও ইয়া তেরা। (যওকে নাত)

সরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালবাসা পোষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা! গাওসে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ২৫ বৎসর ইরাক্বের জঙ্গলে অতিবাহিত করেছেন। আর সেখানে অতুলনীয় ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছেন। হায়! এমন যদি হত, আমাদেরও কুরআন সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র সুন্নত প্রশিক্ষণের নিয়্যতে হুজুর গাউসে পাকের মত ইরাকের জঙ্গলে নয় বরং তার চেয়ে অনেক অনেক আরামের সাথে গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে ও দেশ থেকে দেশে সফরকারী মাদানী ক্বাফিলা সমূহে মুসাফির হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(১৬) প্রতিদিনের খাবার ১০টি মাত্র মুনাক্কা (বড় কিসমিস)

হযরত আবূ আহমদ সগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আমাকে হযরত সায়্যিদুনা আবূ আবদুল্লাহ বিন খাফীফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি রাতে যেন তাঁর ইফতারীর জন্য ১০টি মুনাক্কা (বড় কিসমিস) পেশ করি। এক রাতে দয়া করে আমি ১০টির পরিবর্তে ১৫টি মুনাক্কা হাজির করলাম। তিনি রাগের সাথে আমার দিকে তাকালেন আর বললেন, "তোমাকে ১৫টি আনার নির্দেশ কে দিয়েছে?" তিনি সেখান থেকে-শুধুমাত্র ১০টি খেলেন আর বাকী ৫টি খেলেন না।

(রিসালাতুল কুশাইরয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৪৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মুনাক্কার (বড় কিসমিস) আশ্চর্য্যজনক উপকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আবূ আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রতিদিন শুধুমাত্র ১০টি মুনাক্কা দিয়ে জীবন ধারণ করতেন। আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تعالٰى এর নফসকে শাস্তি দেয়ার নিয়ম প্রণালীর প্রতি মারহাবা! তিনি মুনাক্কা নিবার্চন করে খুবই উত্তম করেছেন। শুকনো ছোট আঙ্গুরকে কিসমিস ও শুকনো বড় আঙ্গুরকে মুনাক্কা বলা হয়। আল্লাহর মাহবূব, দানায়ে গুয়ূব, মুনায্যাহুন্ আনিল উয়ূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞানমূলক বাণী হচ্ছে - "এটা খাও, এটা (মুনাক্কা) উত্তম খাবার, ইহা রগ এবং জোড়া কে মজবুত করে, দুর্বলতা দূর করে, রাগকে ঠান্ডা করে, কফ দূর করে, চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে ও মুখকে সুগন্ধিময় করে তোলে।"

(কাশফুল খাফা, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৪৩১, হাদীস নং-২৮৪)

হযরত মাওলা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বর্ণিত হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে, (মুনাক্কা) দুর্বলতা দূর করে, মেজাজকে শান্ত করে, নিঃশ্বাসকে সুগন্ধিময় করে ও চিন্তা দূর করে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১০ম, পৃষ্ঠা-১৮, হাদীস নং-২৮২৬১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

কিসমিসের পানি পান করা সুন্নাত

মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য কিসমিস পানিতে ভিজিয়ে রাখা হত। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে পানি ঐ দিন, দ্বিতীয় দিন এবং অনেক সময় এর পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পান করতেন। এর পর এটার ব্যাপারে যখন নির্দেশ দিতেন তখন খাদিমগণ তা পান করে নিতেন কিংবা তা ফেলে দেয়া হত। কারণ পরে তাতে পরিবর্তন এসে যেত এ জন্য ফেলে দেয়া হত। (আবূ দাঊদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৩৩৭) মুনাক্কা ঔষধও বটে আবার খাদ্যও। এটা ইচ্ছা করলে যেভাবে আছে সেভাবে কিংবা ছাল ফেলে দিয়ে প্রয়োজন পরিমাণ খেয়ে নিন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহুরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, যার হাদীসে মুবারাকা সমূহ মুখস্ত করার আকাঙ্খা হয়, সে যেন (প্রয়োজন পরিমাণ) মুনাক্কা খায়। মুনাক্কা দানাসহ খাওয়া যায়। বরং ইমাম যুহুরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "মুনাক্কার দানা পাকস্থলীর সুস্থতা দান করে। মুনাক্কা কয়েক ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। অতঃপর সেটার ছাল ফেলে দিয়ে মজ্জা বের করে নিন। মুনাক্কার মজ্জা ফুসফুসের জন্য মহৌষধ ও পুরাতন কাঁশির জন্য ফলদায়ক। গুর্দা ও মূত্রথলির ব্যথা দূর করে। কলিজা ও প্লীহাকে শক্তিশালী করে। পেট নরম করে, পাকস্থলী মজবুত করে এবং হজম শক্তি ঠিক করে।

কাঁশির চিকিৎসা

প্রতি দিন ৪০টি কিসমিস (যদি সম্ভব হয় দ্বিগুণ করে নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই) ও তিনটি বাদাম নিয়ে এগুলোর উপর ১১ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা খেয়ে নিন। এরপর দু'ঘন্টা পানি পান করবেন না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কাঁশির জন্য খুবই উপকার হবে। কফ বের হয়ে আসবে এবং পুনরায় কফ তৈরী হবে না। (প্রয়োজনবশতঃ কিসমিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন) খুব ছোট বয়সের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

শিশুদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ কিছুটা কম করে নিন। আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত এ চিকিৎসা চালু রাখুন।

লাল মুনাক্কার উপকারীতা

হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলিয়্যুল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, যে প্রতি দিন ২১ টি লাল মুনাক্কা খাবে সে ঐ সকল রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে যেগুলোর ব্যাপারে আতংকিত। (আবূ নুআ'য়ম)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(১৭) বেগুনের আকাঙ্খা

হযরত সায়্যিদুনা আবূ নসর তামার رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ বলেন, " اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ একদা রাত্রিবেলা হযরত সায়্যিদুনা বিশ্‌রে হাফী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। আমি ওলী-এ-কামিলের আগমনে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। অতঃপর আরয করলাম, "ইয়া সায়্যিদী! رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ আমাদের এখানে খোরাসান থেকে তুলা এসেছিল, তা দিয়ে আমার মেয়ে সুতা কেটে সেগুলো বিক্রি করে গোস্ত ক্রয় করেছে। দয়া করে! আমাদের ঘরে ইফ্‌ত্বার করে নিন। "তিনি বললেন, যদি আমি কারো ঘরে খানা খাওয়ার ইচ্ছা করি তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার এখানেই খাব।" অতঃপর বলতে লাগলেন, "দীর্ঘদিন যাবত বেগুন খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি কিন্তু এখনো খাওয়া হলো না।" আমি বললাম, "ইয়া সায়্যিদী! رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ সৌভাগ্যবশতঃ এ গোস্তে হালাল উপার্জনের বেগুনও দেয়া হয়েছে।" তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہِ বললেন, "আমিতো ঐ সময় বেগুন খাব যখন সেটার ভালবাসা আমার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, পৃষ্ঠা-১৪৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহর ওলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নফসের কামনার অনুসরণ করা থেকে কি পরিমাণ সংযমী ছিলেন। নফসের দাবীর কারণে হযরত সায়্যিদুনা বিশরে হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীর্ঘদিন হয়ে গেল যে, বেগুন খাচ্ছেন না। এসব মহান সত্ত্বাগণের মাদানী ধারণা হচ্ছে যে, নফস যখন বলে খাও, তখন না খাওয়া আর যদি বলে খেয়ো না তখন খেয়ে নেয়া। মোট কথা নফসের ইচ্ছার বিপরীত করতেন।

(১৮) - খুব খাও আর পান করো!

কথিত আছে যে, কয়েক বৎসর থেকে হযরত সায়্যিদুনা বিশ্‌রে হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিচিওয়ালা সবজী, যা রান্না করে খাওয়া হয়, যেমন-মটর, কলাই ইত্যাদি খেতে মন চাচ্ছিল কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের নফসকে দমন করে তা খেলেন না। তাঁর ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন, আরে ঐ মানুষ! যে দুনিয়াতে না খেয়েছ, না পান করেছ, এখন ভালভাবে খাও আর পান করো।"

(রিসালাতুল কুশারিয়্যা, পৃষ্ঠা-৪০৬)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا
خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا

গদা ভী মুনতাজির হে খুলদ মে নেকো কি দাওয়াত কা,
খোদা দিন খায়র ছে লায়ে সাখী কে ঘর যিয়াফত কা।

(হাদায়িকে বখশিশ)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(১৯) খাওয়া ছাড়া শক্তি লাভ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুয্যার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা, আমার অভ্যাস ছিল যে, প্রতি তৃতীয় দিনে খাবার খাওয়া। একদা সফরের সময় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম আর খাবার না খাওয়া অবস্থায় দ্বিতীয়বার তৃতীয় দিন শুরু হয়ে গেল। অসময়ে ক্ষুধা লেগে গেল। দুর্বলতার কারণে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। এরই মধ্যে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, "আবূ সাঈদ! নফসকে খুশী করার জন্য খানার আকাঙ্খা কর নাকি কিছু খাবার ছাড়া দুর্বলতা দূর করতে ইচ্ছুক?" আমি বললাম, "ইয়া আল্লাহ্ আমিতো শুধু শক্তি চাই।" তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা যে, "তখন আমার মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেল যে, (সেখান থেকে) উঠলাম এবং কোন কিছু পানাহার করা ব্যতিত আরো ১২ মনযিল পথ অতিক্রম করলাম।" (কাশফুল মাহজূব অনূদিত (উর্দু) পৃষ্ঠা-৪৫৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ্ ওয়ালাগণ স্বাদ লাভের জন্য নয় বরং ই'বাদতের শক্তি অর্জনের জন্য খেয়ে থাকেন আর এ কারণে আল্লাহর প্রচুর দয়া তাঁদের উপর হয় যে, পানাহার করা ব্যতিত তাঁদের রূহানী (আত্বিক) শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খায্যার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পানাহার ব্যতিত শুধুমাত্র আল্লাহর প্রদানকৃত শক্তির মাধ্যমে আরো ১২ মনযিল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। একদিনে যতটুকু পথ অতিক্রম করা হয় তাকে মনযিল বলা হয়। এটার মানে এ হল যে, তিনি পানাহার ছাড়া আরো ১২ দিনের পথ অতিক্রম করেছেন!

نہ ہو کار گر نفس کا مجھ پہ حیلہ
کرم یاالٰہی عَزَّوَجَلَّ! نبی ﷺ کا وسیلہ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

না হো কার গর নফছকা মুঝপে হিলা,
করম ইয়া ইলাহী! নবী কা উসিলা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(২০) খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খায্যার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "একবার (একটি) কাফিলার সঙ্গে সফরের সময় ক্রমাগত উপবাসের এক পর্যায়ে একটি খেজুরের বাগান দৃষ্টি গোচর হল। তখন নফসকে কিছুটা আশ্বস্ত করলাম যে, আমি এখন খেজুর খাব। কিন্তু আমি নফসের কথা কিভাবে রাখব! কাফিলার লোকেরা তো সেখানেই অবস্থান নিল যেখানে বাগান ছিল। আমি এটা এড়ানোর জন্য একটু দূরে গিয়ে জঙ্গলে (বালির) মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম, যাতে নফস খেজুর খাওয়ার দাবী না করতে থাকে। একটু পরেই একজন সফরসঙ্গী খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে এসে বারবার অনুরোধ করে নিজের সাথে বাগানের দিকে নিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি যে এখানে আছি তুমি কিভাবে জানতে পারলে? " সে বলল, আমি অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজ শুনলাম যে, "আমার এক ওলী অমুক জায়গায় বালির মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাঁকে নিজের সাথে নিয়ে এসো।"

(তাযকিরাতুল আওলিয়া, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৩৬)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী দুনিয়ার অসংখ্য দেশে সুন্নতের বাহার ছড়াচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের এমন-মানসিকতা তৈরী করে নেয় যে, "আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(২১) ওলীর সংস্পর্শের ফয়েয

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার জঙ্গলে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি কোথেকে বের হয়ে আসল আর বলতে লাগল, "আমি আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাই।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন তার দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তাঁর অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হলো। এরই মধ্যে সে বলতে লাগল, "আমি খ্রীষ্টান পাদ্রী। রোম থেকে আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সংস্পর্শে থাকার জন্য হাজির হয়েছি।" তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্তরে সৃষ্ট ঘৃণার গোপন রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেল। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়ার কারণে এমনটা হয়েছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পাদ্রীকে বললেন, "আমার নিকট পানাহারের কোন কিছু নেই, আবার যেন এমন না হয় যে, তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাবে।" সে বলতে লাগল, ইয়া সায়্যিদী! দুনিয়াতে আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এইরকম নামের ঢংকা বাজছে আর আপনি এখনো পানাহারের চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছেন! তার কথায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন এবং তার মনোভাব জানতে পেরে তাকে তাঁর সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। ৭ দিন ৭ রাত পানাহার করা ব্যতীত কেটে গেল। এখন সে ভয় পেয়ে গেল, আর বলতে লাগল, "ইয়া সায়্যিদী! এখন এ ব্যাপারটা আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। পানাহারের কোন ব্যবস্থা করে দিন।"

তাই পাদ্রির খাবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সিজদায় পড়ে গেলেন আর আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, "ইয়া আল্লাহ্! এ কাফির আমার ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করেছে। আমার মান-সম্মান তোমার হাতে, আমাকে এ কাফিরের সামনে অপমান করো না।" দু'আ করে যখন সাজদা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

থেকে মাথা উঠালেন তখন দেখতে দেখতে একটি ছোট্ট খাবারের থালা সেখানে হাজির হয়ে গেল, যাতে দুইটি রুটি ও দুই গ্লাস পানি রাখা ছিল। পানাহার করে উভয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। আবার ৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অন্য কোথাও অবস্থান নিলেন। তখন ঐ পাদ্রী সিজদায় পড়ে দু'আ করল।

তৎক্ষণাৎ একটি থালা আত্মপ্রকাশ করল, যাতে ৪ টি রুটি ও ৪ গ্লাস পানি ছিল! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আশ্চার্য্য হয়ে গেলেন আর এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এসব থেকে কিছু তিনি খাবেন না, কারণ এ খানা একজন কাফিরের জন্য এসেছে। সে বলতে লাগল, "ইয়া সায়্যিদী! পানাহার করুন! আর দুইটি বিষয়ের সুসংবাদও শুনুন, একটি হচ্ছে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। এ কথা বলে সে কালিমা-এ-শাহাদাত পাঠ করে নিল।

অন্যটি হচ্ছে যে, আল্লাহর নিকট আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক উঁচু মর্যাদা রয়েছে।" আমি সিজদায় গিয়ে এ দু'আ করেছিলাম, ইয়া আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি সত্য রসূল হয়ে থাকেন তবে আমাকে দুইটি রুটি ও দুই গ্লাস পানি দান করো আর যদি ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তোমার ওলী হয়ে থাকেন তবে আরো দুইটি রুটি ও দুই গ্লাস পানি দান করো।" দু'আ শেষ করে যখনই আমি মাথা উঠালাম তখন খানার এ থালা বিদ্যমান দেখতে পেলাম।" হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ কথা শুনার পর খাবার খেলেন আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ নওমুসলিম বেলায়াতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলো। (কাশ্ফুল মাহ্জূব হতে সংকলিত, পৃষ্ঠা-৪৩৩-৪৩৫)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ওলীগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی অনেক অনেক দিন ধরে উপবাসের কষ্ট সহ্য করে থাকেন। তাঁদেরকে সাহায্য করা হয় আর তাঁদের জন্য অদৃশ্য থেকে খাবার দেয়া হয়। সায়্যিদুনা ইব্‌রাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ এর সংস্পর্শে থেকে কাফিরও আল্লাহর দয়া লাভে সৌভাগ্যবান হলেন আর মুসলমান হয়ে বেলায়াতের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। প্রত্যেকের উচিত যে, মন্দ সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা এবং নেককারদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা। হাদীসে মুবারকে রয়েছে, "উত্তম সহচর সে-ই, যাকে দেখলে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ আসে আর তাঁর কথা-বার্তার মাধ্যমে তোমাদের (নেক) আ'মল বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর আ'মল তোমাদেরকে আখিরাতের (কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়।" (জামে সগীর, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা-২৪৭, হাদীস নং-৪০৬৩)

رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی

یک زمانہ صحبتِ با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

এক যামানা ছুহবতে বা আউলিয়া,

বেহতর আয্ ছদ ছালে তাআত বেরিয়া।

(২২) উত্তম সংস্পর্শ উত্তম মৃত্যু

মানুষকে দেখে মানুষ ব্যবহার শিখে (অর্থাৎ সংস্পর্শের বিরাট প্রভাব রয়েছে)। তেলকে গোলাপ ফুলের মধ্যে রেখে দিলে তখন সেটার সংস্পর্শে থেকে তেল গোলাপী রং ধারণ করে। অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রসূল এর সংস্পর্শে থেকে পাথরও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেহেরবাণীতে মূল্যবান হীরায় পরিণত হয়। আর খুব আলো বিচ্ছুরণ করে মৃত্যুর সময় এমন জাঁকজমকের সাথে মৃত্যুদূতের ডাকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

সাড়া দেয় যে, যারা এ অবস্থা দেখে বা শুনে তারা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠে আর জীবিত থাকার পরিবর্তে এ ধরণের মৃত্যু নসীব হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। যেমন- টানঢুল্লা ইয়ার সিন্ধু প্রদেশ এর এক লোক দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আশিকানে রসূল এর সংস্পর্শের বরকতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়া শুরু করল আর রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিন দা'ওয়াতে ইসলামী'র উদ্দ্যেগে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ই'তিকাফে আশিকানে রসূল এর সাথে মসজিদে বসে গেলেন।

দশদিনের মধ্যে কিছু সূরা, দু'আ ও সুন্নাত মুখস্ত করে নিলেন। চেহারায় এক মুষ্ঠি দাঁড়ি ও মাথায় সবুজ ইমামার তাজ সাজানোর নিয়্যত করার সাথে সাথে সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ ও মাদানী কাফিলাতে সফর করার জন্যও নাম লিখালেন। মোট কথা তার জীবনে এক আশ্চর্য রকম মাদানী পরিবর্তন এসে গেল। আশিকানে রসূল এর সংস্পর্শে এসে মাদানী রঙে রঙ্গিন হয়ে গেলেন। গুনাহ্ সমূহ থেকে তওবা করে সুন্নতে ভরা জীবন যাপন করা শুরু করে দিলেন। হঠাৎ একদিন তার কাপড়ে আগুন লেগে বেচারার শরীর মারাত্মক ভাবে ঝলসে গেল। হাসপাতালে নেয়া হলো। ডাক্তাররা বললেন যে, তার শরীর ৮০ ভাগ জ্বলে গেছে। এমতাবস্থায়ও যারা তাকে দেখেছে তারা অবাক হয়ে গেল যে, কষ্ট প্রকাশ করার পরিবর্তে তিনি যিক্‌র ও দুরূদ শরীফ পাঠে মশগুল রয়েছেন। ই'তিকাফের সময় আশিকানে রসূল এর সংস্পর্শে থেকে যেসব সূরা ও দু'আ মুখস্ত করেছিলেন তা পড়তে লাগলেন। কম-বেশী ৪৮ ঘন্টা ধরে ক্রমান্বয়ে কুরআনে পাকের সূরা ও দু'আ ইত্যাদি পড়তে থাকেন এবং সকালে ফজরের আযানের সময় উচ্চ স্বরে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ শুরু করলেন আর এই অবস্থায় তাঁর রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে চলে গেল।

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

(২৩) মন্দ সহচর্যে মন্দ মৃত্যু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুকালীন তার অবস্থা দেখে আমাদের সু-ধারণা হয়েছে যে, মরহুম জীবন বাজীতে সফলকাম হয়ে গেছেন। আজ-কাল মন্দ সংস্পর্শ ও পরিবারে মন্দ পরিবেশ, যেমন টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ছায়াছবি, নাটক দেখা ও গান-বাজনা শুনার ঘৃন্য অভ্যাসের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী মৃত্যুর একটি কম্পন সৃষ্টিকারী ও উপদেশমূলক ঘটনাও শুনুন।

যেমন- এখন যে ঘটনা আপনারা শুনলেন তাতে ঐ মরহুমের চিকিৎসাকারী ডাক্তারদের বক্তব্য হচ্ছে, "অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে যে, এ দা'ওয়াতে ইসলামীওয়ালা যুবক اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করাবস্থায় ও কালিমা-এ-তায়্যিবা পাঠরত অবস্থায় যে ওয়ার্ডে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিছুদিন পূর্বে এক (মডার্ণ) যুবতীও একই রকম আগুনে দগ্ধ হয়ে এ ওয়ার্ডে এসেছিল। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঐ যুবতীর মুখে এ ছিল যে, গান শুনাও! গান শুনাও! নাচ দেখাও! নাচ দেখাও! এভাবে বলতে বলতে ঐ দুর্ভাগা যুবতীর মৃত্যু হয়ে গেল।" যদি ঐ যুবতী মুসলমান হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ্ বেচারীর গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় একদিন না একদিন আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। হায়! এমন যদি হত। জীবনের শেষ মূর্হুতে কালিমা-এ-তায়্যিবা পড়তে পড়তে, দুরূদ ও সালাম পেশ করাবস্থায় প্রিয় আক্বা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদারের মাঝে আমাদের রূহ বের করা হত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী পৃথিবীর অগণিত দেশে সুন্নাতের বাহার ছড়াচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের মধ্যে এ মন-মানসিকতা তৈরী করা যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(২৪) ক্ষুধার্ত বাঘের ঈসার

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জেবখ্শ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, " আমি শায়্খ আহমদ হাম্মাদী সার্খাসী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁর তওবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলতে লাগলেন, "একবার আমি আমার উটগুলো নিয়ে "সার্খাস" হতে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে জঙ্গলে একটি ক্ষুধার্ত বাঘ আমার একটি উটকে আহত করে ফেলে দিল এবং এরপর একটি উচুঁ টিলার উপর চড়ে গর্জন করলে লাগল। সেটার আওয়াজ শুনতেই অনেক হিংস্র জানোয়ার জড়ো হয়ে গেল। বাঘটি নিচে আসল আর ঐ আহত উটটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল কিন্তু সেটা নিজে কিছু খেল না বরং পুনরায় টিলার উপর গিয়ে বসল। জড়ো হওয়া হিংস্র জানোয়ারগুলো উটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর হুড়াহুড়ি করে খেয়ে ফিরে যেতে লাগল। অবশিষ্ট পরিত্যক্ত গোস্ত খাওয়ার জন্য বাঘটি নিকটে আসলে একটি লেংড়া শিয়াল দূর থেকে আসতে দেখা গেল।

বাঘটি আবার ফিরে নিজ জায়গায় চলে গেল। শিয়ালটি প্রয়োজন অনুসারে খেয়ে যখন ক্ষুধা মিটিয়ে চলে গেল তখন বাঘটি ঐ গোস্ত থেকে সামান্য পরিমাণ খেল। আমি দূর থেকে এসব কিছু গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ বাঘটি আমার দিকে আসল আর সুস্পষ্টভাষায় মুখ দিয়ে বলল, "আহমদ! এক লোকমা দান করাতো কুকুরের কাজ, সত্য পথের সাহসী বীরতো

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

নিজের জানও অন্যের জন্য কুরবান (উৎসর্গ) করে দেয়।" আমি এ অসাধারণ ঘটনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে গেলাম এবং নিজের সকল গুনাহ্ থেকে তওবা করলাম ও দুনিয়া বিমুখ হয়ে আমার আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আসক্ত হয়ে গেলাম।"

(কাশফুল মাহজূব তাব্‌খীর, অনুদিত, পৃষ্ঠা-৩৮৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মুরগীর তাওয়াক্কুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ক্ষুধার্ত বাঘ নিজের শিকারকৃত পশু অন্য জীব-জন্তুর জন্য দান করে নিজের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করল এছাড়া আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতায় সেটা কি রূপ জবরদস্ত উপদেশ দিল যে, "একটি লোকমা দান করাতো কুকুরের কাজ, বীর পুরুষের উচিত যে, নিজের জান কুরবান করে দেয়া।" কিন্তু হায়! আমাদের মত এ যুগের আ'মলহীন মুসলমান অন্যকে এক লোকমা দান করাতো দূরের কথা পারলে আরও অন্যের মুখ থেকে কয়েক লোকমা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মুখে দেয়ার চেষ্টা করি। শুধু তাই নয়, একটু খাবারের কারণে অনেক সময় হত্যা ও লুটতরাজ করতেও দ্বিধাবোধ করি না। অধিক পরিমাণে খাবার মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সামান্য বস্তুর জন্য এসব বিশৃংখলা সৃষ্টি করে চলি।

কথিত আছে, "পৃথিবীতে শুধুমাত্র তিনটি প্রাণী এমন রয়েছে, যারা খাবার পুঞ্জিভুত করে। (১) (আমাদের ন্যায় গুনাহ্‌গার) মানুষ (২) ইঁদুর (৩) পিঁপড়া। এরা ছাড়া অন্য কোন প্রাণী অন্য সময়ের জন্য খাবার জমা করে রাখেনা। আপনারা মুরগীর তাওয়াক্কুল লক্ষ্য করেছেন হয়তো। সেটাকে যখন পানির পেয়ালা দেয়া হয় তখন পানি পান করার পর পেয়ালার কিনারায় পা দিয়ে সেটা উল্টিয়ে দেয়। মুরগির আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে যে, এখন যখন পানি পান করিয়েছেন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

তাহলে পিপাসা লাগলে আবারও তিনি পানি পান করাবেন। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, সেটাকে পানি পান করানোর কাজটাও মানুষের মাধ্যমে করানো হয়। তবে আল্লাহর নেক বান্দাদের তাওয়াক্কুল তো এর চেয়েও অতুলনীয় হয়ে থাকে। তাওয়াক্কুলের এক সংজ্ঞা এটাও যে, "শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করা আর যা কিছু মানুষের নিকট আছে সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৬৯, তাওয়াক্কুল অধ্যায়)

আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসাকারীদের কি মর্যাদা হয়ে থাকে তা (দেখুন)। যেমন

(২৫) তাওয়াক্কুলকারী যুবক

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "শাম দেশের একজন আল্লাহ্ ওয়ালা যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, "আপনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি আমার সংস্পর্শে থাকাটা পছন্দ করবেন?" আমি বললাম, "আমিতো উপবাস থাকি"। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, আমিও উপবাস থাকব।" চারদিন এভাবে উপবাস অবস্থায় কেটে গেল। এরপর কোথা থেকে কিছু খাবার আসল। আমি তাঁকে বললাম, আসুন খেয়ে নিন। উত্তর দিলেন, আমি অঙ্গীকার করেছি কারো মাধ্যমে কোন জিনিস নেব না। আমি আনন্দিত হয়ে বললাম, মারহাবা! আপনি অনেক দরকারী কথা বলেছেন। এটা শুনে তিনি বলতে লাগলেন, "হে ইব্রাহীম! আমার মিথ্যা প্রশংসা করিওনা। কারণ লালন-পালনকারী পরওয়ারদিগার তোমার অবস্থা এবং তাওয়াক্কুল ভালভাবে জানেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, "তাওয়াক্কুলের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে এটা যে, উপবাসের উপর উপবাস থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি মনোনিবেশ না করা।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, তাওয়াক্কুল অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৬৮)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے
آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا عَزَّوَجَلَّ

ছাচ হে ইনসান কো কুচ কুকে মিলা করতা হে,
আপ কো কুকে তুজে পায়ে গা জাও ইয়া তেরা।

(যাওকে না'ত)

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে নফস ও শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করো এবং ক্ষুধার মত মহান নে'মত দান করে তোমার ধৈর্যধারণকারী ও শোকর গুজারকারী বান্দা বানাও।

بھوک کی نعمت سے تُو نواز مولیٰ عزوجل
صبر کی دولت سے تُو نواز مولیٰ عزوجل

ভুক কি নে'মত ছে তু নাওয়ায মওলা আয্যাওয়াজাল্লা,
ছবর কি দৌলত ছে তু নাওয়ায মাওলা আয্যাওয়াজাল্লা।
আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২৬) রিযক নিজেই আহারকারীকে খুঁজ ছিল

হযরত সায়্যিদুনা আবূ ইয়াকূব আকতা বসরী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "একবার আমি মক্কা শরীফের অভ্যন্তরে ১০দিন পর্যন্ত উপবাস ছিলাম। যার কারণে আমার মাঝে দুর্বলতা এসে গেল আর আমি এ ধারণা নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম যে, সম্ভবত সেখানে কোন খাবার পেয়ে যাব, যা খেয়ে আমার দুর্বলতা দূর করব। রাস্তায় পতিত অবস্থায় একটি শালগম দৃষ্টিগোচর হলে তা তুলে নিলাম। সেটা পরিত্যক্ত হয়ে বাসী হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হলো, কেউ যেন আমাকে বলছে, "তুমি দশদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর এটাই একটি মাত্র শালগম তোমার জন্য ছিলো! আমি সেটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিলাম এবং

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মসজিদুল হারাম শরীফে গিয়ে হাজির হলাম। এরই মধ্যে একজন আজমী (প্রত্যেক অনারবী লোককে আজমী বলা হয়) আমার নিকট এলো আর একটি ছোট্ট সিন্ধুক প্রদান করে বলতে লাগল, "এটা আপনার"। আমি বললাম, "আমার কিভাবে হলো?" বলল, "আমরা দশদিন যাবত সমুদ্রে সফররত ছিলাম। একদিন এমন তুফান আসল যে আমাদের নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন আমরা সবাই একযোগে নিয়্যত করলাম যে, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে (এ বিপদ থেকে) মুক্তি দেন তাহলে আমরা দান-খায়রাত করবো। আমি নিয়্যত এটাও করেছি যে, মসজিদুল হারাম শরীফে যাকে আমি সর্বপ্রথম দেখতে পাব তাকে এটা পেশ করবো। তাই আপনিই সে প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি এখানে পেয়েছি।"

আমি যখন ছোট সিন্ধুকটি খুললাম, তখন তাতে মিসরের ময়দায় প্রস্তুত কেক, খোসা ছাড়ানো বাদাম ও ক্বান্দ সাফীদ (এক প্রকার মিষ্টি) এর ডালি ছিল। আমি মনে মনে নিজেকে (সম্বোধন করে) বললাম যে, "তোর রিয্ক্ব দশদিন থেকে তোর দিকে আসছিল কিন্তু তুই সেটা জঙ্গলে খোঁজার জন্য বের হয়ে গিয়েছিলি!" আমি সেগুলো থেকে অল্প অল্প নিজের জন্য রেখে বাকীগুলো তাকে ফেরত দিয়ে বললাম "আমি গ্রহণ করেছি এখন এগুলো আপনি নিয়ে যান এবং আমার পক্ষ থেকে আপনার বাচ্চাদের উপহার স্বরূপ দিয়ে দেবেন।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, তাওয়াক্কুল অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭০)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ এর আওলিয়াগণের তাওয়াক্কুল কিরূপ অদ্ভুত হয়ে থাকে। দশদিনের উপবাস থাকা সত্ত্বেও যখন খাবারের বস্তু পেলেন তখনও সামান্যটুকু গ্রহণ করে বাকীগুলো ফেরত দিয়ে দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

এক ওয়াক্ত খেয়ে নেয়ার পর তাঁদের এটার পরোয়া থাকে না যে, পরে কি খাব! এ সকল মহান সত্ত্বাদের মন-মানসিকতা এমনভাবে তৈরী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ যতক্ষণ জীবিত রাখা পছন্দ করেন ততক্ষণের জন্য রিয্ক্ব তিনি নিজেই একত্রিত করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কেউ এমন নেই, যার জীবিকা আল্লাহর করুনার দায়িত্বে নেই।

(সূরা-হুদ, আয়াত-৬, পারা-১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি মাদানী সুক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্যণীয়। আর তা হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রত্যেকের রুযীর ব্যাপার নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষমার ব্যাপারে তিনি দায়িত্ব নেননি। তাই ঐ মুসলমান কিরূপ বোকা, যে নির্ধারিত রিযক্বের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায় কিন্তু অনির্ধারিত ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে মনকে আল্লাহ পাকের দিকে ঝুকায় না। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আশিকানে রসূলদের প্রশিক্ষণের জন্য সফররত মাদানী ক্বাফিলাতে আখিরাতের প্রত্যাশা ও ক্ষমা লাভ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়। যেমন -

(২৭) উৎসাহী মুবাল্লিগ

আশিকানে রসূল এর এক মাদানী কাফিলা জাহ্লাম পাঞ্জাব প্রদেশ এর একটি গ্রামে ১২ দিনের সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য পৌঁছল। যে মসজিদে অবস্থান করছিল, সেটার সামনের ঘরে থাকা এক যুবকের উপর একজন আশিকে রসূল ইনফিরাদী কৌশিশ করতে গিয়ে মাদানী কাফিলাতে সফর করার প্রতি তাকে উৎসাহ্ প্রদান করলেন। তখন যুবক শুধু ২ দিন সাথে থাকার জন্য রাজী হলেন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আর মাদানী কাফিলা ওয়ালাদের সাথে সুন্নত শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। শুধুমাত্র দুইদিন মাদানী ক্বাফিলাতে কাটানোর বরকতে তার নিজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। এখন তিনি নিজের ঘরের লোকদের নামাযের ব্যাপারে উপদেশ দেয়া শুরু করলেন।

যেহেতু তিনি ঘরের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার কথায় প্রায় সকলেই নামায পড়া শুরু করে দিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী মামার ঘরে গিয়েও নেকীর দা'ওয়াত পেশ করলেন। তিনি মাদানী কাফিলা থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ঘরের সবাইকে টিভির ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ভালভাবে বুঝালেন। যার ফল এই হল যে, টিভিকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার মন-মানসিকতা সকলের তৈরী হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শেষ পর্যন্ত পরস্পর ঐক্যমতের মাধ্যমে ঘর থেকে টিভি বের করে দেয়া হল। পরের দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সকালে কাপড় ইস্ত্রি করার সময় হঠাৎ তার শরীরের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে তখনই তিনি ইন্তেকাল করলেন। পরিবারের লোকদের বর্ণনা যে, আমরা পরিস্কারভাবে শুনেছি যে, ইন্তিকালের সময় তার মুখে থেকে সর্বদা কালিমায়ে তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জারী ছিল।

کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا
عزوجل
مرے مولیٰ تجھ سے گلہ نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے

কোয়ী আয়া পাকে চলা গেয়া কোয়ী উমর ভর ভী না পা ছকা
মেরে মওলা তুজ সে গিলা নেহী ইয়ে তো আপনা আপনা নসীব হে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(২৮) ডিম-রুটি

হযরত সায়্যিদুনা আবূ তুরাব নখশবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "সফর অবস্থায় আমার নফস শুধু একবার ডিম ও রুটি খাওয়ার আকাঙ্খা করল। আমি একটি গ্রামে গেলাম। সেখানে এক ব্যক্তি হঠাৎ করে এসে আমাকে ঝাঁপটে ধরল আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, "এ ব্যক্তিও চোরদের সাথে ছিল।"

মুহূর্তে সেখানে লোকের ভীড় জমে গেল আর আমাকে চোরদের সাথী মনে করে লোকেরা সত্তরটি চাবুক মারল। এরপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে চিনে বলল, ইনিতো চোর হতে পারে না। ইনি হলেন আবূ তুরাব নখশবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তখন লোকেরা লজ্জিত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইল। তাদের মধ্য থেকে একজন আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন আর মেহেমানদারী করাবস্থায় ঘটনাক্রমে ডিম ও রুটি খাওয়ার জন্য দিলেন। আমি নফসকে খুব করে ধিক্কার দেয়ার পর তাকে সম্বোধন করে বললাম, "সত্তরটি চাবুক খাওয়ার পর এখন তোর দাবী পূরণ হয়েছে, এখন ডিম ও রুটি খেয়ে নে।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৪৪)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

(২৯) সাদা পেয়ালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই আল্লাহ্ ওয়ালাগণের রীতি-নীতি এরকম চমৎকারই হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক নিজ দয়ায় তাঁদেরকে নফসের আনুগত্য থেকে রক্ষা করে থাকেন। যার ঘটনা এখনই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবূ তূরাব নখশবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কারামত সম্পন্ন একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

যেমন- একবার মদীনা শরীফে সফরের সময় এক বিজন মরু প্রান্তরে কোন একজন মুরীদ পিপাসার অভিযোগ করল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যমীনে নিজ মুবারক পা দিয়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে মিষ্টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হল। এ অবস্থা দেখে অন্য আর এক মুরীদ আরয করল, "আমিতো পেয়ালা দিয়ে পানি পান করব।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যমীনে হাত দিয়ে আঘাত করলেন তখন একটি সাদা পেয়ালা আত্মপ্রকাশ করল। এ ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত শায়্খ আবুল আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "ঐ সাদা পেয়ালাটি মক্কা শরীফ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিল।" (তাযকিরাতুল আওলিয়া, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২৬৪)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ہو گا سیراب سر کوثر و تسنیم وُہی
جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہو گا

হোগা ছয়রাব সরে কাওসার ও তাসনিম ওহী,
জিস কে হাতো মে মদীনে কা পিয়ালা হোগা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

কুমন্ত্রণা

ডিম ও রুটি খাওয়াতো কোন গুনাহের কাজ নয়, তাহলে একজন ওলী আল্লাহকে তাঁর এ ইচ্ছার জন্য এমন জবরদস্ত শাস্তি কেন দেয়া হলো?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার মূলক জওয়াব

আল্লাহ্ ওয়ালাগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى এর সাথে এরকম ঘটনা হওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ থাকে। যথা প্রথমত: তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

দ্বিতীয়ত: তাদেরকে পরীক্ষা করা, তৃতীয়ত: এরূপে তাঁদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। সাধারণ মুসলমানও তো অনেক সময় বাহ্যিকভাবে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও বিপদ-আপদের শিকার হয় এবং রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে! এর রহস্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এভাবে তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয় এবং পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আম্বিয়া ও সাহাবায়ে কিরাম এবং শোহাদায়ে কারবালাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর উপরওতো এরকম অনেক পরীক্ষা এসেছে। স্বয়ং আমাদের মীঠে মীঠে আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও দুষ্ট কাফিরেরা বিভিন্নভাবে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

মর্যাদা অনুযায়ী পরীক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, নবী করীম, রঊফুর রহীম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, "কোন্ ব্যক্তি কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত হয়?" হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইর্শাদ করলেন, "(সর্বপ্রথম) আম্বিয়ায়ে عليهِمُ الصّلٰوةُ وَالسَّلام,অতঃপর তাঁদের পরে যাঁরা সর্ব উৎকৃষ্ট, এরপর তাঁদের পরে যাঁরা সর্ব উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ পদমর্যাদা অনুসারে। আদম সন্তানের সাথে দ্বীনের যেরকম সম্পর্ক হয়ে থাকে সে হিসেবে তাকে (আপদ ও) মুসীবতে লিপ্ত করে দেয়া হয়। যদি দ্বীনের (ব্যাপারে) শক্তিশালী হয় তবে মুসীবতও তার উপর কঠিন হবে। আর যদি দ্বীনের (ব্যাপারে) দুর্বল হয়, তবে তার উপর মুসিবতও সহজতর করা হয়। এ ধারাবাহিকতা সর্বদা চলতে থাকবে। তাকে মুসিবতের পর মুসিবতে জড়াতে জড়াতে (তার জন্য অবস্থা এমন হয় যে,) শেষ পর্যন্ত যমীনের উপর সে এভাবে চলে যে, তার আর কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। (জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৭০, হাদীস নং-২৪০৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যা হোক এসব কিছু আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত এর ইচ্ছায় হয়ে থাকে আর নেক্কার বান্দাগণ ধৈর্য্যধারণ করে সাওয়াবের ভান্ডার কুঁড়িয়ে নিজ অবস্থার কথা এভাবে বলে

جے سوہنا مرے دُکھ وِچ راضی
تے میں سُکھ نوں چُلھے پاواں

জে সুহনা মেরে দুখ ভিচ রাজী,
তে মে ছুখ নু চুল্লে পাওয়া।

অর্থাৎ আমার প্রিয়তম যখন আমার দুঃখের উপর সন্তুষ্ট আমি কেন আমার দুঃখের ব্যাপারে অভিযোগ করব।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

পেরেশানী ও রোগ-ব্যাধিতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন।

(৩০) সর্বদা জ্বর

একদিন হুযূর সায়্যিদি আলম, নূরে মুজাস্সাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "মুসলমানের উপর যে মুসীবতই আসে, আল্লাহ সেটার কারণে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।" একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ দু'আ করলেন, "ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার মৃত্যু পর্যন্ত এমন জ্বর প্রত্যাশা করছি, যা আমাকে নামায, রোযা, হজ্জ ও ওমরা এবং তোমার পথে জিহাদ থেকে বিরত না রাখে।" তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ দু'আ কবুল হলো। বর্ণনাকারীর বর্ণনা হচ্ছে যে, হযরত সায়্যিদুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সর্বদা জ্বর থাকত। শেষ পর্যন্ত তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ (এ অবস্থায়) ইন্তিকাল হয়ে গেল। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এ অবস্থায়ও মসজিদে নামায পড়ার জন্য হাজির হতেন, রোযা রাখতেন, হজ্জ ও ওমরা করতেন এবং জিহাদ করতেন।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-২৯৯, হাদীস নং-৮৬৩৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

জ্বরের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বরের ফযীলতের কথাইবা কি বলব! হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, "নবীয়্যে করীম, রঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট জ্বরের ব্যাপারে একদা আলোচনা চলছিল, তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে মন্দ বলল।" তাজদারে রিসালাত, মাহে নুবুওওয়াত, মাহবূবে রব্বুল ইয্যাত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন, "জ্বরকে মন্দ বলোনা, এজন্য যে, সেটা (মু'মিনকে) গুনাহ্ থেকে এভাবে পবিত্র করে দেয়, যেভাবে আগুন লোহার মরিচাকে পরিস্কার করে দেয়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১০৪, হাদীস নং-৩৪৬৯)

صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

پھونک دے جو مری خوشیوں کے چمن کو آقا
چاک دل چاک جگر سوزشِ سینہ دیدو

ফুঁক দে জু মেরী খুশিয়ো কে চমন কো আকা,
চাক দিল চাক জিগর ছৌজিশে সিনা দেদো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

(৩১) মসুরের ডালের চরম ফিস

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন শায়বান رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, "আমি চল্লিশ বৎসর যাবত ছাদের নীচে কোন রাত কাটাইনি। আমার সর্বদা পেট ভরে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

মসুরের ডাল খাওয়ার খুব ইচ্ছা হতো। একবার শাম দেশে রান্নাকৃত মসুরের ডালের পেয়ালা কেউ আমাকে দিল। আমি তা থেকে খেলাম। যখন বাইরে আসলাম তখন এক দোকানে দেখলাম অনেক বোতল লটকানো আছে। আমি মনে করেছি এগুলো সির্‌কা (আখ বা আঙ্গুরের টক শরবত)। তাই ভালভাবে দেখছিলাম। কেউ বলে উঠল, "আপনি কি দেখছেন, এগুলো হচ্ছে মদ।" আর মটকার দিকে ইশারা করে বলল, "এগুলোতেও মদ রয়েছে।"

আমি শরীআত বিরোধী কাজ দেখে রাগের বশবর্তী হয়ে পড়লাম আর এ কারণে আমার মধ্যে উত্তেজনা চলে আসল আর আমি দোকান থেকে মদের মটকা বাইরে এনে মাটির উপর ফেলতে শুরু করলাম। আমার সাহসের কারণে দোকানদারের মধ্যে আমার প্রতি ভীতির সঞ্চার হল কারণ সে আমাকে সরকারী লোক মনে করে নিয়েছিল। তাই নিশ্চুপ হয়ে আমার কান্ড দেখতে থাকল। যখন আসল ব্যাপার প্রকাশ পেয়ে গেল তখন দোকানদার আমাকে ধরে মিসর ও শামের শাসক ইবনে তুলুনের নিকট সোপর্দ করল। মদের মটকা ভাঙ্গার দায়ে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। তাই আমাকে দু'শত বেত্রাঘাত করা হল এবং দীর্ঘ দিনের জন্য জেলখানায় বন্দি করা হল। ছাড়া পাওয়ার উপায় এভাবে হলো যে, একবার আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা আবূ আবদুল্লাহ্ মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ শহরে আগমন করলেন। তিনি আমার খবর শুনে আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য জেলাখানায় গেলেন। আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, "তুমি কি অপরাধ করেছ?" বললাম, "পেট ভরে মসুরের ডাল খেয়েছি আর এটার ফিস স্বরূপ বন্দি জীবন লাভ করা ছাড়াও দু'শত বেত্রাঘাত খেয়েছি।" তিনি বললেন, "অপরাধের তুলনায় শাস্তি খুবই সস্তা ও সামান্য (হয়েছে)। এরপর তাঁকে মটকার কাহিনীও বললাম।" তিনি সুপারিশ করে আমাকে মুক্ত করালেন।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৫৩, নফসের বিরোধীতা অধ্যায়)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ ওয়ালাগণ নফসের আনুগত্য থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। যদি কখনো নফসের দাবী পূরণ করে বসতেন তখন অনেক সময় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যেতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁদের পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যেত। এসব কিছু আশিক- মাশুকের গোপন ব্যাপার।

مکتبِ عشق کا دستور نرالا دیکھا
اُس کو چُھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا

মকতবে ইশক কা দসতুর নিরালা দেখা,
উছ কো ছুটি না মিলী জিছ কো ছবক ইয়াদ রাহা।

(৩২) মাছের কাঁটা

হযরত সায়্যিদুনা আবুল খায়র আ'সকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কয়েক বৎসর যাবত মাছ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। অবশেষে হালাল পন্থায় এটার সুযোগ এসে গেল কিন্তু যেমাত্র খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন তখন মাছের কাঁটা তাঁর আঙ্গুলে ডুকে গেল। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলো যে, অবশেষে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাত নষ্ট হয়ে গেল, এতে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, "ইয়া আল্লাহ্! এটাতো ঐ ব্যক্তির অবস্থা, যে একটি হালাল বস্তু খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে এবং সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছে। এখন ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হবে, যে হারাম বস্তু খাওয়ার ইচ্ছায় সেটার দিকে হাত বাড়াবে।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৪২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ওয়ালাগণের অবস্থা সাধারণের চেয়ে অন্য রকম হয়ে থাকে। তাঁরা কষ্ট পাওয়ার পর সেটার ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বের করে ফেলেন এবং খুবই বিনয় প্রকাশ করে তা থেকে তওবা করে থাকেন। আমাদের সু-ধারণা হচ্ছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবুল খায়র আ'সকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাতে মাছের কাঁটা পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিদ্ধ হয়েছে। সাধারণ মানুষেরও মাঝে মাঝে মাছ খাওয়ার সময় গলায় কাঁটা আটকে যায়। যদি কখনো এরূপ হয় তবে ধৈর্য সহকারে সহ্য করা উচিত। কারণ মুসলমানের উপর যে কোন মুসীবতই চলে আসুক না কেন তাতে হয়তো তার গুনাহ্ মাফ করা হয় কিংবা তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যেমন

কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিয়্যে করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "কোন দুঃখ, কোন ব্যথা, কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কোন কষ্ট, কোন দুর্ভোগ ও কোন পেরেশানী মুসলমান পায়না, এমনকি কাঁটাও যা বিদ্ধ হয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর কারণে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।" (বুখারী শরীফ, খন্ড-৭ম, পৃষ্ঠ-৩, হাদীস নং-৫৬৪১-৫৬৪২)

বিপদের রহস্য

হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন বান্দার জন্য আল্লাহর জ্ঞানে কোন পুর্ণাঙ্গ মর্যাদা নির্ধারণ করা হয় আর সে নিজের আমল দ্বারা ঐ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা তখন আল্লাহ্ তার শরীর কিংবা সম্পদ অথবা আওলাদের উপর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

মুসীবত আরোপ করেন অতঃপর তাকে ধৈর্যশক্তি দান করেন। অবশেষে তাকে ঐ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, যা তার জন্য আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

(সুনানে আবূ দাঊদ, পৃষ্ঠা-১২৩, হাদীস নং-৩০৯০)

وہ عشقِ حقیقی کی لذّت نہیں پا سکتا
جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا

উও ইশকে হাকীকী কী লজ্জাত নেহী পা ছেকতা,
জু রন্‌জো মুসীবত ছে দোছার নেহী হোতা।

(৩৩) গাজর আর মধু

বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی নফসের খুবই বিরোধীতা করতেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা শায়্‌খ সাররী সাকতী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, আমার নফস ৩০ কিংবা ৪০ বৎসর যাবত তাগিদ করছিল যে, শুধু একটি গাজর মধুতে ভিজিয়ে যেন খাই। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নফসের কথা রাখিনি।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-১৫৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৩৪) ডুমুর ফল বের করে ফেললেন

হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন নাসীর رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ আমাকে একটি দিরহাম দিয়ে ওয়াযীরী ডুমুর ফল নিয়ে আসার জন্য বললেন। আমি এনে দিলাম। তিনি رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ ইফতারের সময় যখন ডুমুর ফল মুখে দিলেন তখন তৎক্ষণাৎ তা মুখ থেকে বের করে ফেললেন আর কেঁদে দিলেন এবং বললেন, "এখান থেকে ডুমুর ফল সরিয়ে নাও।" আমি এর কারণ জিজ্ঞাস করলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

তখন তিনি বললেন, "আমার অন্তর থেকে আওয়াজ এলো, "তোমার লজ্জা করেনা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি খায়েশ ত্যাগ করার পর পুনরায় তা পূর্ণ করতে যাচ্ছ।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৪)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

কেউ একেবারে সত্যি বলেছেন, "নিজের লাগাম" "খায়েশের" হাতে ন্যস্ত করোনা, এটা তোমাকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৪)

(৩৫) হালুয়া বিক্রেতা হালুয়ার লোকমা খাওয়ালেন

শায়্খুল মুহাকিকীন, খাতামুল মুহাদ্দিসীন, হযরত শায়্খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমার পীর-মুর্শিদ সায়্যিদী শায়্খ আ'বদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও তাঁর একবন্ধু একবার দুর্ভিক্ষের সময় মসজিদের কোনায় আলাদাভাবে ইবাদতরত ছিলেন। উভয়ে আগে থেকে পরস্পর এটা নির্ধারণ করেছিলেন যে, আমরা পরস্পর কথা-বার্তা বলব না, কারো কাছ থেকে খাবার চাইব না আর নিজের হাতে কোন কিছু খাব না। অনবরত বিশ দিন এভাবে কেটে গেল। একুশতম দিনে একজন হালুয়া বিক্রেতা মসজিদে এসে উভয়ের মাঝখানে খাবার রেখে চলে গেল। (যেহেতু এটা নির্ধারণ হয়েছিল যে, নিজের হাতে কিছু খাবে না সুতরাং) তাঁরা উভয়ে এ থেকে কিছু খেলেন না। বাইশতম দিনে সে আবার আসল আর খাবার রেখে চলে গেল। এবারও উভয়ে খাবারে হাত দিলেন না। তেইশতম দিনে ঐ হালুয়া বিক্রেতা এসে স্বয়ং নিজের হাতে লোকমা তৈরী করে তাঁদের উভয়কে খাবার খাওয়ালেন।

(আখবারুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা-২৭৮, মাক্তাবায়ে নূরিয়্যাহ্ রাযাবিয়্যাহ্ সক্কর হতে মুদ্রিত)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৩৬) মাংসের অকেজো হাড্ডি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা শায়্খ আ'বদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী কাদিরী, শাযলী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় উপবাসী আল্লাহ তাআলার অলি ছিলেন। কোন একবার সাধনা, কারো নিকট কিছু না চাওয়া ও ক্ষুধার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলে তিনি বললেন, "এক সময় এমনও ছিল যে, আমি কসাই এর ফেলে দেয়া অকেজো হাড্ডি ও গমের ক্ষুদ্রাংশ যা ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দেয়া হয় তা তুলে নিতাম আর সেগুলো ধুয়ে হাঁড্ডির সাথে সিদ্ধ করে সেটার এক পেয়ালা ঝোল পান করে কাটাতাম। লোকেরা যখন এটা জানতে পারল, তখন তারা নানা ধরনের খাবার দিতে শুরু করল। এ অবস্থা দেখে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। এরপর থেকে কোন জায়গায় ৩ দিনের বেশী অবস্থান না করার নিয়ম করে নিলাম।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৭)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

بھوک کی عادت بنے اور اِستِقامت بھی ملے
خاتِمہ بِالخیر ہو اللہ! جنّت بھی ملے

ভুক কি আদত বনে আওর ইস্তিকামাত ভি মিলে
খাতিমা বিল খাইর হো আল্লাহ! জান্নাত ভি মিলে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمَّد

(৩৭) খাবার খাওয়ার তাকওয়া

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন ওয়ার্দ رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ একদিন কিংবা দুই দিন অথবা তিনদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর একটি রুটি নিতেন আর এভাবে দু'আ করতেন, "ইয়া আল্লাহ্! তুমি জান যে, আমি এটা খাওয়া ছাড়া তোমার ই'বাদত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

করার শক্তি পাব না আর আমার দুর্বল ও পেরেশানগ্রস্থ হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। ইয়া আল্লাহ্! যদি এ রুটিতে কোন ক্ষতি ও হারাম মিশ্রিত থাকে, তাহলে অজ্ঞাতবস্থায় আমার পেটে প্রবেশ করাতে আমাকে এ খাবারের জন্য পাঁকড়াও করো না।" এদু'আ করার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রুটিটি পানিতে ভিজিয়ে আহার করতেন। (মিনহাজুল 'আবিদীন, পৃষ্ঠা-৯৮)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

খানা খেয়ে কান্না করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা-ভাবনা ছাড়া প্রতিটি বস্তু খেতে থাকলে তা দুশ্চিন্তার কারণ হবে। আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে আমাদের ভয় করা উচিত। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহ্ইয়াউল্ উলূম এ লিখেছেন, "খাবার খেয়ে ক্রন্দনকারী ও খাবার খেয়ে খেলা-ধূলা, হাসি-তামাশায় লিপ্ত ব্যক্তি উভয়ে এক সমান হতে পারে না।"

(ইহ্ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৮)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন, "মানুষ সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে যেন ইসতিগ্ফার ও আফসোস করে, যাতে তার অশ্রু ও আফসোসের কারণে তার জন্য প্রজ্জলিত জাহান্নামের আগুন নিভে যায়। এরূপ খাবার খাওয়ার কারণে যদি (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে) পেশ হওয়া লাগে।" কেননা, হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে গোস্ত হারামের মাধ্যমে পূর্ণ হয়, সেটার জন্য অধিক উপযুক্ত হচ্ছে আগুন। (শুয়ুবুল ঈমান, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-৫৬, হাদীস নং - ৫৭৬১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৩৮) শুকনো রুটির টুকরা

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيهِ বলেন, একদিন হযরত সায়্যিদুনা হারিস বিন আসাদ মুহাসিবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন উপলব্দি করে আরয করলাম, "চাচাজান! আসুন কিছু খেয়ে নিন।" তিনি رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيهِ আসলেন, ঘরে অন্য কিছু ছিলনা, শুধু প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে বিয়ের খাবার এসেছিল, তাই দিলাম। তিনি এক গ্রাস নিলেন আর কয়েক বার মুখের মধ্যে ঘুরালেন অতঃপর দরজায় গিয়ে (মুখ থেকে) বের করে ফেললেন এবং চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর যখন তাঁকে পুনরায় দেখলাম, তখন আমি ঐদিন খাবার না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "আমার ক্ষুধা পেয়েছিল তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, তোমার দেয়া খাবার খেয়ে নেব আর তোমাকে খুশী করব। কিন্তু আল্লাহ্ ও আমার সাথে এ প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে, যে খাবারে "সন্দেহ" থাকবে তা আমার কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। একারণে আমি তা গিলতে পারিনি। আমি বললাম, ঐ খাবার আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছিল। আজকে আমার ঘরে তাশরীফ আনুন।" তিনি رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيهِ তাশরীফ আনলেন। আমি শুকনো রুটির টুকরা পেশ করলাম। তিনি رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيهِ তা খেয়ে নিলেন আর বললেন, "দরবেশগণকে এ ধরনের খাবারই পেশ করবে।"

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা-৪২৯-৪৩০)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(৩৯) আঙ্গুলের রগ থেকে সন্দেহযুক্ত খাবারের সংকেত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! লক্ষ ক্ষুধা লাগুক না কেন তবুও আল্লাহর ওলীরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی সন্দেহযুক্ত খাবার খেতেন না। হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ এর উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হযরত সায়্যিদুনা আবূ আ'লী দাক্কাক্ব رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ থেকে বর্ণিত, "যখনই হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ কোন সন্দেহযুক্ত খাবারের দিকে হাত বাড়াতেন তখন তাঁর رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ একটি আঙ্গুলের রগ অস্থির হয়ে উঠত। তিনি رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيهِ তখন ঐ খাবার আহার করতেন না।" (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৪২৯) অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এর এ ধরনের স্পষ্ট কারামত ছিল যে, তাঁদের হারাম ও সন্দেহপূর্ণ খানার ব্যাপারে জানা হয়ে যেত।

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৪০) আবিদ ও আনার গাছ

কথিত আছে যে, একজন আবিদ কোন এক পাহাড়ে বাস করতেন। সেখানে একটি আনার গাছ ছিল। প্রতিদিন তিনটি আনার তাতে ধরত। তিনি তা খেতেন আর ই'বাদত করতেন। আল্লাহ্ একদিন তার কাছ থেকে পরীক্ষা নিতে চাইলেন। পরীক্ষা শুরু হল। একদিন আনার ধরলনা। তিনি ধৈর্য ধরলেন। দ্বিতীয় দিনও এ ঘটনা ঘটল। তৃতীয় দিন (ক্ষুধায়) অস্থির হয়ে পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেলেন। সেটার নীচে একজন খ্রীষ্টান বাস করত। তিনি তার কাছে গিয়ে কিছু খাবার চাইলেন। সে তাঁকে চারটি রুটি দিল। রুটি দেখে তার কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। আবিদ কুকুরটিকে একটি রুটি দিয়ে দিলেন। কুকুর সেটা খেয়ে পুনরায় তার পিছু নিল। তখন তিনি আর একটি রুটি দিয়ে দিলেন, কুকুর সেটাও খেয়ে ফেলল কিন্তু পিছু ছাড়ল না। এভাবে কুকুরটি যখন চারটি রুটিই খেয়ে নিল

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

এবং তারপরও ঘেউ ঘেউ করা থেকে বিরত রইল না, তখন আবিদ বললেন, "ওহে, মিথ্যা চেষ্টাকারী লোভী! তোর লজ্জা করে না যে, আমি তোর মালিকের ঘর থেকে ভিক্ষা করে চারটি রুটি নিয়েছি আর তুই আমার কাছ থেকে সবগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিস, তারপরও পিছু ছাড়ছিসনা।" (আল্লাহ পাকের হুকুমে কুকুরের জবান খুলে গেল) কুকুর বলে উঠল, "আমিতো তোর থেকে বেশী নির্লজ্জ নই, যে মালিক বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া এমন পবিত্র রিয্ক তোকে খাইয়েছে, (সামান্য পরীক্ষায় ফেলে) তিন দিন না দেয়াতে (ক্ষুধায়) এরূপ ভয় পেয়ে গেলি যে, তাঁর শত্রু (খ্রীষ্টান) এর ঘরে ভিক্ষা চাইতে এসেছিস।" (আহ্সানুল বি'আ, পৃষ্ঠা-১৪৪, মাকতাবাতুল মদীনা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষা লাভ হল যে, যে আল্লাহ্ আমাদেরকে এতসব নে'মত দান করেন, যদি কখনো তাঁর পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা এসে যায় তখন অধৈর্য প্রদর্শন ও অভিযোগ করার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহ্য করা উচিত। এ কথাটা এ ঘটনা থেকে বুঝে নিন

(৪১) সুলতান মাহমুদ ও আয়ায আর তিক্ত শশা

বর্ণিত আছে যে, প্রসিদ্ধ আশিকে রসূল বাদশাহ্ সুলতান মাহ্মূদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কেউ একদা কিছু শশা নিয়ে হাজির হল। সুলতান শশাগুলো গ্রহণ করলেন আর দাতাকে পুরস্কৃত করলেন। অতঃপর নিজের হাতে শশার একটি টুকরা কেটে নিজের অতি প্রিয়ভাজন গোলাম আয়াযকে প্রদান করলেন, আয়ায মজা করে খেতে লাগল। এরপর সুলতান আর একটি ছিলকা কাটলেন আর নিজে খাওয়া শুরু করলেন। তখন দেখা গেল তা এরূপ তিতা ছিল যে, মুখে রাখা কঠিন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সুলতান অবাক দৃষ্টিতে আয়াযের দিকে দেখলেন আর বললেন, "আয়ায! এরূপ তিতা শশা তুমি কিভাবে খেয়েছ? বাহ্! তোমার চেহারায়তো বিন্দুমাত্র বিরক্তির চিহ্নও প্রকাশ পেলনা?" আয়ায বলল, "আলীজা! শশা সত্যিই খুবই তিতা ছিল। যখন মুখে দিলাম তখন আমার জ্ঞান বলে উঠল, ফেলে দে" কিন্তু ই'শ্ক বলে উঠল, "আয়ায খবরদার! এটা ঐ হাত প্রদত্ত শশা, যে হাত দ্বারা প্রতিদিন মিষ্টি বস্ত সমূহ খেয়েছিস। যদিওবা একদিন তিক্ত বস্তু দিয়েছে তাতে কি হয়েছে! এটা ফেলে দেয়া ভালবাসার বহির্ভুত কাজ হবে। তাই ই'শক্বের পথ নির্দেশনা অনুযায়ী আমি শশার তিতা টুকরাগুলি হাসিমুখে খেয়ে নিলাম।" (রাহ্বারে যিন্দেগী, পৃষ্ঠা-১৬৭)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ রকম মর্যাদাবান মুসলমানদের মত আমাদেরও স্বভাব হওয়া উচিত যে, যে আল্লাহ আমাদের উপর অগণিত দয়া করেছেন, যদি কখনো তাঁর পক্ষ থেকে কোন মুসীবত ও হঠাৎ দুর্ঘটনাও এসে পড়ে, তবে সেটাকে হাসি মুখে গ্রহণ করে নেয়া। খাঁটি প্রেমিক সে নয়, যে প্রিয়তমের পক্ষ থেকে ভালবাসা ও প্রেম পাওয়ার কারণে কৃতজ্ঞ থাকে। খাটি প্রেমিক সেই, যে প্রিয়তমের পক্ষ থেকে ধিক্কার পাওয়ার পরও তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও জান উৎসর্গকারী হয়ে থাকে।

وہ عشقِ حقیقی کی لذّت نہیں پا سکتا
جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا

উও ইশকে হাকীকী লজ্জাত নেহী পা ছকতা,
জু রন্জো মুসীবত ছে দোছার নেহী হোতা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(৪২) খ্রীষ্টান পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ইনফিরাদী কৌশিশ (একক প্রচেষ্টা) করে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সে বলল, "হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মু'জিযা ছিল যে, ৪০ দিন পর্যন্ত তিনি কিছু খেতেন না আর এ চরম উৎকর্ষতা শুধুমাত্র নবী عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কিংবা সিদ্দীকেরই থাকতে পারে।" ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, "যদি আমি ৫০ দিন পর্যন্ত উপবাস থাকতে পারি তবে তুমি কুফর ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাবে?" এবং একথা মেনে নেবে যে, ইসলামই সত্য আর তুমি মিথ্যার পক্ষালম্বনকারী?" সে জবাব দিল, "হ্যাঁ"। সুতরাং ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখন থেকে তার কাছেই রয়ে গেলেন আর ৫০ দিন পর্যন্ত কিছু খেলেন না। এরপর আরো ১০ দিন বাড়িয়ে মোট ৬০ দিন পর্যন্ত উপবাস রইলেন। ঐ পাদ্রী এ কারামত দেখে মুসলমান হয়ে গেল।

(ইহ্ ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৮)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে কেউ এটা ভাববেন না যে, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আল্লাহর পানাহ! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হতে মর্যাদায় এগিয়ে গেছেন। ইসলাম স্বীকৃত আকীদা (বিশ্বাস) এটা হচ্ছে যে, কোন নবী عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হতে অন্য কেউ উত্তম হতে পারেনা। আর যে নবী নয় এমন ব্যক্তিকে নবী عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হতে যে উত্তম মনে করে, সে কাফির। আসলে কথা হচ্ছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ঐ পাদ্রী এ রকম মনে করত যে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পর বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন গোলাম ৪০ দিন উপবাস

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

থাকতে পারবেইনা। এজন্য ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কারামত দেখিয়ে তার ভুল ধারণা দূর করলেন যে, ৪০ দিন উপবাস থাকা হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বিশেষত্ব নয়, বরং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামগণ ৪০ দিন নয় শুধু ৬০ দিনও উপবাস থাকার পরও বেঁচে থাকতে সক্ষম।

چاہیں تو اِشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی
صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا

চাহে তো ইশারো ছে আপনে কায়াহী পলট দে দুনিয়া কি,
ইয়া শান হে খিদমত গারো কি ছরকার কা আলম কিয়া হোগা।

(৪৩) ২০ বছর যাবত মাছ-ভাত এর বাসনা দমন

বসরার এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে কথিত আছে যে, ২০ বৎসর যাবত তাঁর নফস মাছ-ভাত ও রুটি খাওয়ার ইচ্ছা করছিল কিন্তু তিনি নিজের নফসকে এমনভাবে দমন করতে থাকেন যে, এগুলো ইহজীবনে আর খেলেনই না। তাঁর ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে যেসব নে'মত দান করা হয়েছে তা বলার বাইরে। সর্বপ্রথম আমাকে মাছ-ভাত ও রুটি দিয়ে বলা হয়েছে, আজকে যত মন চায় খাও।

(ইহ্ইয়াউল্ উ'লূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১০৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! নফসের আনুগত্য যারা করেন না আল্লাহর নিকট থেকে তাঁদের কিরূপ উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে। যে সৌভাগ্যবান মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফসকে দমন করে দুনিয়ার নে'মতসমূহ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

উপভোগ করা থেকে বেঁচে থেকে ক্ষুধা সহ্য করায় কৃতকার্য হয়ে যান তাঁদেরকে মুবারকবাদ। যেহেতু মৃত্যুর পর তাঁদের জান্নাতের মহান নে'মতসমূহ প্রদান করা হবে। যেমন - আল্লাহ ইর্‌শাদ করেন -

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে - পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিন গুলোতে আগে প্রেরণ করেছো।

(সূরা-হাক্বকাহ, আয়াত-২৪, পারা-২৯)

(৪৪) অন্তরের জন্য লাভজনক

হযরত সায়্যিদুনা শায়্‌খ আবূ সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "নফসের কোন খায়েশ বর্জন করা, অন্তরের জন্য এক বৎসরের রোযা ও রাত্রি জাগরণ থেকেও অধিক লাভজনক। (প্রাগুক্ত, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১০৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৪৫) জান্নাতের ওলীমা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আখিরাতের পথের যাত্রী বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى নফসের খায়েশসমূহ পূর্ণ করা থেকে বেঁচে থাকতেন। কেননা মানুষ যদি খায়েশ অনুযায়ী মজাদার বস্তু খেতে থাকে তখন এতে তার নফসের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয় আর তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

এছাড়া সে দুনিয়ার মজাদার বস্তুগুলোর প্রতি এমনভাবে মিশে যায় যে, দুনিয়ার স্বাদের বস্তুগুলোর আকর্ষণ তার অন্তরে বাসা বাঁধে আর সে আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার কথা ভুলে বসে। তার জন্য দুনিয়া "জান্নাত" ও মৃত্যু "জেলখানা" হয়ে যায়।

যে নিজের নফসের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে আর সেটাকে স্বাদের বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত রাখে, তবে দুনিয়া তার জন্য জেলখানা হয়ে যায় আর সে তাতে এমন অনুভব করে যেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এখন তার নফস দুনিয়া থেকে স্থানান্তরিত হতে ও মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হওয়াকে ভালবাসে। এ কথার দিকে ইশারা করে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া মুআয রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "ওহে সিদ্দীকগণের দল! জান্নাতের ওলীমা খাওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখো। কেননা নফসকে যতটুকু ক্ষুধার্ত রাখা যায়, ততটুকু খাবারের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।" (অর্থাৎ যখন প্রচন্ড ক্ষুধা লাগে তখন খাবার খাওয়াতে বেশি স্বাদ অনুভব হয়। এটার অভিজ্ঞতা প্রায় রোযাদারদের হয়ে থাকে। সুতরাং দুনিয়াতে বেশী ক্ষুধার্ত থাকো, যাতে জান্নাতের মহান নে'মত সমূহের ভালভাবে স্বাদ গ্রহণ করতে পার)। (প্রাগুক্ত, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৯)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৪৬) রৌদ্রে শুকানো আটা

হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আটা খামির করে রোদ্রে শুকিয়ে আহার করতেন আর বলতেন "একটি রুটির টুকরা ও লবণ খেয়ে দিন কাটানো উচিত। যাতে কিয়ামতের দিন ভুনা গোস্ত ও ভাল ভাল খাবার পাওয়া যায়।" (ইহ্ইয়াউল্ উলূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১০০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৪৭) ৪০ বৎসর যাবত দুধ পান করেননি

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, "তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নফস ৪০ বৎসর যাবত দুধ পান করার ইচ্ছাপোষণ করছিল। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তা পান করেননি। একদিন উপহারস্বরূপ কেউ কিছু খেজুর দিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিষ্যদের তা প্রদান করে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন, আমি ৪০ বৎসর যাবত খেজুর (খাওয়াতো দূরের কথা) ঘ্রাণও গ্রহণ করিনি।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৪৮) গোস্ত-রুটি

হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাত বৎসর যাবত গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছাকে এড়িয়ে যান। অতঃপর একদিন রুটি ও গোস্তের একটি টুকরা ক্রয় করলেন। গোস্তের টুকরা ভুনে রুটির উপর রাখলেন। এরই মধ্যে এক ইয়াতীম ছেলে সেখানে উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে রুটি ও গোস্তের টুকরা দিয়ে দিলেন। অতঃপর কাঁদতে লাগলেন আর ২৯ পারার সুরাতুদ দাহর এর ৮নং আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করতে লাগলেন -

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ
এবং আহার করায় তাঁর ভালবাসার উপর মিস্‌কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে।

(পারা-২৯, সূরা-দাহর, আয়াত-৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরপর কখনো রুটি ও ভুনা গোস্তের স্বাদ গ্রহণ করেননি। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১১)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৪৯) ভয়াবহ ধূলাঝড় এর নিজের নফসকে দায়ী করলেন

হযরত সায়্যিদুনা উ'তবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, অনেক বৎসর থেকে আমার নফস খেজুর খাওয়ার ইচ্ছা করছিল। আমি একদিন কিছু খেজুর কিনে ইফতার করার জন্য রাখলাম। এরই মধ্যে এমন ভয়াবহ ধূলাঝড় শুরু হল যে, চর্তুদিক অন্ধকারে ছেঁয়ে গেল, যার ফলে মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতির সঞ্চার হল। এ অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, "এটা তোর সাহস ও (নফসের আনুগত্য করে) খেজুর কেনার কারণে হয়েছে আর তোর গুনাহের কারণে লোকেরা ধূলাঝড়ে আক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর প্রতিজ্ঞা করলাম, এখন আর এগুলোর স্বাদ গ্রহণ করবনা।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১০)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এটা বিনয় ছিল যে, ধূলাঝড় যখন আসল তখন এর জন্য নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। বুযুর্গগণের বরকতে বিপদ-আপদ আসেনা, দূর হয়। এটা অসম্ভব নয় যে, ভূমিকম্প আসছিল আর তা তাঁর বরকতে ধূলাঝড়ে রূপ নিল!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

বর্ণিত আছে, "নেককার বান্দাদের আলোচনাকালে রহমত অবতীর্ণ হয়।" (কাশফুল খিফা, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৯১, হাদীস নং-১৭৭২)

যখন শুধু আলোচনা করাতে রহমত নাযিল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে তাহলে যেখানে আল্লাহ্ পাকের ওলীর পুন্যবান সত্ত্বা বিদ্যমান থাকবেন, সেখানে রহমতের অবস্থা কি ধরনের হতে পারে!

جو ولیوں کے مزاروں پر مسلماں آتے جاتے ہیں

عَزَّوَجَلَّ

خدا کی رحمتوں سے حصہ وافر وہ پاتے ہیں

জু ওলিয়ো কে মাযারো পর মুসলমা আতে জাতে হে

খোদা কি রহমতো সে হিস্‌সা ওয়াফির উহ পাতে হে

(৫০) সবুজ পেয়ালা

হযরত সায়্যিদুনা শফীক বিন ইবরাহীম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমি একদা মক্কা শরীফে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (পবিত্র জন্মস্থান) এর নিকট হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাস্তার ধারে বসে কাঁদছিলেন। আমি তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাছে গিয়ে বসলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "ওহে আবূ ইস্‌হাক! (এটা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপনাম ছিল) কেন কাঁদছেন?" তিনি বললেন, "ভাল"। আমি আমার কথা দুই তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "ওহে শফীক! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার কথার গোপনীয়তা রক্ষা করবে তো।"

আমি বললাম, "যা মন চায় বলে দিন!" তিনি বললেন, "আমার নফস ৩০ বৎসর থেকে সিকবাজ আখ বা আঙ্গুরের টক শরবত গোস্ত ও সুগন্ধি মসলা দ্বারা তৈরী তরকারী খাওয়ার আগ্রহে অস্থির ছিল। কিন্তু আমি তাকে দমন করতে থাকি। গতরাতে যখন আমি বসাবস্থায় ছিলাম তখন আমার ঘুম এসে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এক যুবককে সবুজ পেয়ালা হাতে দেখলাম, যা থেকে ঐ তরকারি সুগন্ধ উঠছিল। আমি সাহস করে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। তখন সে (যুবক) ঐ পেয়ালা আমার দিকে অগ্রসর করে বলল, "ওহে ইবরাহীম! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খেয়ে নিন!" আমি বললাম, "আমি খাবনা। আমি এটা আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছি।" সে বলল, "আল্লাহই আপনাকে এটা দান করেছেন, খেয়ে নিন।"

আমার কাছে এর কোন প্রত্যুত্তর ছিলনা তাই আমি কেঁদে ফেললাম। তখন সে বলল, "খেয়ে নিন, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন।" আমি বললাম, "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা মিলবেনা কোত্থেকে এসেছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পেটে ঢালব না।" সে বলল, "খেয়ে নিন! আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে এ খানা দিয়ে বলা হয়েছে যে, ওহে খিজির عَلَيْهِ السَّلَام! এটা নিয়ে যাও আর ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নফসকে খাওয়াও। কারণ আল্লাহ্ তাঁকে (সিকবাজ হতে) বিরত রাখাতে, এ দীর্ঘ ধৈর্যের কারণে তাঁর উপর অনুগ্রহ করেছেন। ওহে ইবরাহীম! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমি ফিরিশ্তাগণকে বলতে শুনেছি,"যাকে দান করা হয়, আর সে যদি না নেয় তবে এরপর চাইলেও তাকে আর তা দেয়া হবে না।" আমি বললাম, "যদি ব্যাপার এমন হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদার কারণে আপনার সম্মুখে আমি খাবনা।

অতঃপর যখন আমি ফিরে তাকালাম তখন দেখলাম এক যুবক তাকে কোন বস্তু দিয়ে বলছে, "ওহে খিযির عَلَيْهِ السَّلَام! তাঁকে আপনি খাইয়ে দিন। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে লোকমা দিতে থাকেন। এ অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি যখন উঠলাম তখনও আমার মুখে সেটার স্বাদ বিদ্যমান ছিল। সায়্যিদুনা শফীক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমি আরয করলাম, "আপনার হাত দেখি!" আমি তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাত ধরলাম এবং তাতে চুমু দিলাম।"

(ইহ্ইয়াউল্ উ'লূম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১০০-১০১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ঈমানের সাথে মৃত্যুর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নফসের খায়েশ গুলোকে কিভাবে পদদলিত করেছেন। ৩০ বৎসর ধরে সিকবাজ খাওয়ার আকাঙ্খাকে দমন করে রেখেছেন। আল্লাহর রহমতে হযরত সায়্যিদুনা খিযার عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ আনলেন এবং তাঁকে নিজের পবিত্র হাতে সিকবাজ খাওয়ালেন। হযরত সায়্যিদুনা খিযার عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর একজন নবী, যিনি এখনও পার্থিব জীবনের অধিকারী। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতের একটি মাদানী ফুল পেশ করছি। এটাকে নিজ অন্তরের মাদানী পুষ্পস্তবকে অবশ্যই সাজিয়ে নিন। যেমন তফসীরে সাভী শরীফে রয়েছে, যে কেউ হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম, কুনইয়াত, (উপনাম) পিতার নাম, ও উপাধী মনে রাখবে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তার ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে। তাঁর নাম, কুনইয়াত, পিতার নাম ও উপাধী ঃ **আবুল আব্বাস বালইয়াবিন মালকান আল্ খিযার**। (তাফসীরে সা-ভী, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-১২০৭)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৫১) নফসের সাথে কথোপকথন

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শাহ্যাদা হযরতে সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আমি হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ তাই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে হাজির হলাম। তাঁর ঘর থেকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আওয়াজ আসছিল, "ওহে নফস! তুই গাজর খাওয়ার ইচ্ছা করেছিলি, আমি খাইয়ে দিয়েছি, পুনরায় তুই খেজুর খেতে চাচ্ছিস! খোদা শপথ! তোকে কখনো খেজুর খাওয়াব না।" আমি সালাম করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একা ছিলেন। (অর্থাৎ তিনি নিজের নফসের সাথে কথা বলছিলেন)

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৫২) সবজী খাব না

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দায়গম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, একবার আমি বসরার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন এক তরকারীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল, আমার নফস দাবী করে বসল যে, আজকে রাতে এ সবজী খাওয়াও। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ৪০ রাত পর্যন্ত এ সবজী খাবনা। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ফয়যানে সুন্নাতের দরসের ২২টি মাদানী ফুল

(১) হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়। যার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদমাযহাবী দূর হয়। তাহলে সে জান্নাতী। (হিল্ইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-১০ম, পৃ-৪৫, হাদীস নং-১৪৪৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত হতে মুদ্রিত)

(২) মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।"

(জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৯৮, হাদীস নং-৩৬৬, দারুল ফিকর বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক নাম এর একটি হিকমত এও যে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর প্রদানকৃত সহীফা সমূহ মানুষদেরকে অধিক হারে শুনাতেন। অতঃপর তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নামই ইদ্রীস (অর্থাৎ-দরস দাতা) হয়ে গেলো। (তফসীরে বাগউই, খন্ড-৩য়, পৃ-১৯৯, মূলতান হতে মুদ্রিত। তফসীর জামাল, খন্ড-৫, পৃ-৩০, করাচী কুতুব খানা হতে মুদ্রিত। খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৫৫৬, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স)

(৪) হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا (অর্থাৎ-আমি ইলমের দরস নিতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত কুতুব এর মর্যাদা লাভ করলাম। (কাসীদায়ে গওসিয়্যাহ শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(৫) ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়া দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাজ। ঘর ও মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌরাস্ত্মার মোড় ইত্যাদিতে সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণে সুন্নত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) ফয়যানে সুন্নত থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইটি দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

(৭) ২৮ পারার সূরাতুত তাহরীমের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন হতে বাঁচাও।" নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন হতে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হলো ঘরে ফয়যানে সুন্নাতের দরস।

(৮) যিম্মাদার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌরাস্ত্মার মোড়ে দরসের ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ রাত ৯টা বাজে মদীনা চৌ রাস্তার মোড়ে, সাড়ে ৯টা বাজে বাগদাদী চৌ রাস্তার মোড়ে ইত্যাদি, ছুটির দিন একের চেয়ে অধিক জায়গায় দরসের ব্যবস্থা করুন (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন বিনষ্ট না হয়। অন্যথায় গুনাহগার হবেন।)

(৯) দরসের জন্য এমন ওয়াক্তের নামায বেছে নিন, যাতে অধিক পরিমাণ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করেন।

(১০) যে নামাযের পর দরস দেবেন, ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তকবিরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন।

(১১) মিহরাব থেকে সরে (উঠান, বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোনো জায়গায় দরসের জন্য নির্ধারণ করে নিন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(১২) যেলী নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন খায়রখা নির্ধারণ করা। যারা দরস (বায়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নম্রভাবে দরসে (বায়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলেন এবং কাছাকাছি করে বসিয়ে দিবেন।

(১৩) পর্দার উপর পর্দা করাবস্থায় দু'জানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশি হন। তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্যান্য নামাযীদের অসুবিধা না হয়।

(১৪) আওয়াজ বেশি উচু না হয় আবার একেবারে নিচু যেন না হয়। যথাসম্ভব এতটুকু আওয়াজে দরস দেবেন যে, শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনতে পান। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীদের যেন কষ্ট না হয়।

(১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে, ধীরগতিতে দিবেন।

(১৬) যা কিছু দরস দেবেন, তা আগে কমপক্ষে ১ বার দেখে নিন, যাতে ভুলত্রুটি না হয়।

(১৭) ফয়যানে সুন্নাতের আরাবী ভাষার স্বর চিহ্ন দেয়া শব্দসমূহ হরকত অনুযায়ীই পাঠ করুন। এভাবে করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(১৮) হামদ ও সালাত, দুরূদ সালামের লিখিত বাক্যসমূহ, দুরূদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোনো সুন্নী আলিম বা কারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। অনুরূপভাবে আরবী দু'আ ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নতকে শুনিয়ে না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও নিজের পক্ষ থেকে পাঠ করবেন না।

(১৯) ফয়যানে সুন্নাত ব্যতীত মাকতাবাতুল মদীনা হতে মুদ্রিত মাদানী রিসালা সমূহ হতেও দরস দিতে পারেন। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيه এর রিসালা সমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব থেকে দরস দেয়ার অনুমিত নেই।)-

মারকাযী মজলিসে শূরা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

(২০) দরস, শেষের দু'আ সহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করুন।

(২১) প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত যে, দরসের নিয়ম, শেষের তারগীব ও শেষের দু'আ মুখস্ত করে নেয়া।

(২২) দরসের নিয়মের মধ্যে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে রদবদল করে নিন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

দরস ও বয়ান করার পদ্ধতি

(তিনবার এভাবে ঘোষণা করুন)

কাছাকাছি এসে পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

(এরপর এভাবে দুরূদ ও সালাম পাঠ করান)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

(যদি মসজিদ হয়, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান)

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَاف

অর্থাৎ- আমি সুন্নত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম।

(এরপর এভাবে বলুন,)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তাহলে যেভাবে আপনার সুবিধা সেভাবে বসে দৃষ্টিনত রেখে মনযোগ সহকারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনুন। কারণ অন্যমনস্ক হয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, যমীনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলতে খেলতে, পোষাক, শরীর কিংবা মাথার চুল ইত্যাদিতে নাড়া-চাড়া করতে করতে শুনলে এর বরকতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

(ফয়যানে সুন্নাত থেকে দেখে দুরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন)

দুরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনার পর বলুন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

এখন ফয়যানে সুন্নাতে/ফয়যানে বিসমিল্লাহ ইত্যাদিতে যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী রচনাগুলোর শুধুমাত্র অনুবাদ করুন। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা নিজের পক্ষ থেকে করবেন না। কারণ এরূপ করা হারাম।

দরসের পর এভাবে তরগীব দিন

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার "ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড় সায়েদাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাত এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহের প্রতি গৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলায় সফর করতে হবে।

(এখানে ইসলামী বোনেরা বলুন, "ঘরের পুরুষদের মাদানী কাফিলা সমূহে সফর করাতে হবে।)

(দু'আর জন্য হাত উঠানোর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কম বেশী করা ব্যতীত এভাবে দু'আ করুন)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

দুআ নিম্নরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাতুফায়লে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের মাতা-পিতা ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আল্লাহ! দরসের ভুলত্রুটি ও সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমলের প্রতি উৎসাহ দান করুন। আমাদেরকে পরহেযগার, মা-বাবার বাধ্য করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার এবং আপনার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিক বানিয়ে দিন!

আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে আরোগ্য দান করুন! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফিলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তরগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে রোগসমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা, পেরেশানী সমূহ এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দান করুন! ইয়া আল্লাহ! ইসলামের উন্নতি দান করুন! ইসলামের শত্রুদের অপদস্ত করুন! ইয়া আল্লাহ! সবুজ গুম্বাদের নিচে তোমার মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জালওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন! ইয়া আল্লাহ! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় শীতল হাওয়ার ওয়াসীলাতে আমাদের সকল জায়িয দু'আ সমূহ কবুল করুন! আমিন! বিজাহিন নবীয়্যিল আমিন! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(এরপর আয়াতে দুরূদ আয়াত পড়ুন।)

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 0

(এ আয়াত পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পড়ুন)
(দু'আ শেষ করার আয়াত পড়ুন এবং দুআ শেষ করুন)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 0 وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ 0 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 0

(নোট ঃ যাদের মাখরাজ বিশুদ্ধ আছে, শুধুমাত্র তারাই আয়াত সমূহ ও আরবী ইবারতগুলো পাঠ করবেন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ,** জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফিলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাত** এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মদীনা ঃ-

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং - ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net